প্রভাত সঙ্গীত

(চতুর্থ খণ্ড)

শ্রীপ্রভাত রঞ্জন সরকার

প্রভাত সঙ্গীত

চতুর্থ খণ্ড

(১৫০১-২০০০)

মহান দার্শনিক শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার কর্তৃক রচিত ও সুরারোপিত ৫০০ গানের সংকলন

রচয়িতা নিজেই সুর দিয়েছেন। সেই সুরেই এগুলি গীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

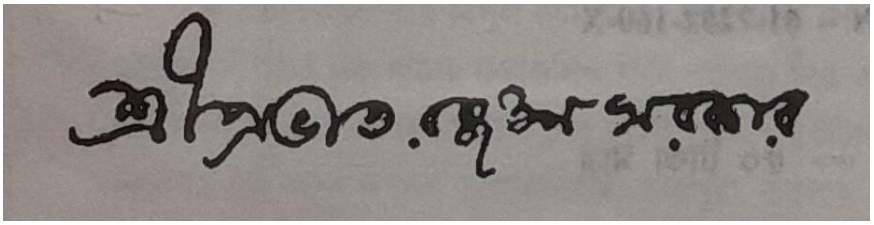

অনুক্রমণিকা

©আনন্দ মার্গ প্রচারক সংঘ (কেন্দ্রীয় কার্যালয়) কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

রেজিঃ অফিস: আনন্দনগর, পোষ্ট- ৰাগলতা
জেলা পুরুলিয়া, পঃ বঙ্গ
যোগাযোগের ঠিকানা: ৫২৭, ভি.আই.পি.নগর তিলজলা,
কলিকাতা ১০০
প্রথম সংস্করণ: ১৮ই অক্টোবর, ১৯৮৪
দ্বিতীয় সংস্করণ: ১লা জানুয়ারী, ১৯৯৯
প্রকাশক: আচার্য বিজয়ানন্দ অবধূত(কেন্দ্রীয় প্রকাশন সচিব)
আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘ, ৫২৭ ভি.আই.পি.
নগর, তিলজলা, কলিকাতা- ১০০
মুদ্রাকর: রয়েল হাফটোন কোম্পানী ৪নং সরকার ৰাইলেন,
কলিকাতা ৭০০০০৭
প্রাপ্তিস্থান: প্রভাত লাইব্রেরী; ৬১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৭০০০০৯
ISBN 81-7252-160-X
মূল্য - ৫০ টাকা মাত্র

অনুক্রমণিকা

প্রকাশকের নিবেদন

আনন্দমার্গের প্রবক্তা ও প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তিজীর (শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার) যুগান্তকারী অবদানগুলির অন্যতম হ'ল প্রভাত-সঙ্গীত। অনেকেই হয়তো জানেন, ১৯৮২ সালের ১৪ই সেপ্টেম্ৰর বিহারের দেওঘরে প্রভাত-সঙ্গীত রচনার সূত্রপাত। ৰহুধা-বিস্তৃত সংঘের প্রধান হিসেৰে প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও এই অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ, গীতিকার ও সুরকার শ্রীপ্রভাতরঞ্জন মাত্র আট বছরের মধ্যে রচনা করেন ৫০১৮টি গান। ভাব-ভাষা-সুর-ছন্দসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিপুল সঙ্গীতসম্ভার সঙ্গীতজগতে এক বিরাট বিস্ময়।

সংঘের সঙ্গীতানুরাগী সাধক ও সমর্থকদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় মার্গীয় সমাজে ও বাইরে গানগুলি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সংঘের প্রকাশন বিভাগ জরুরী ভিত্তিতে স্বরলিপি সহ গানগুলি ধারাবাহিক ভাবে বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করে। ১৯৯০ সালের মধ্যেই মোট ২০১ খণ্ডে সেগুলি প্রকাশিত হয়। ৰাংলা লিপির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন তাঁদের সুবিধার কথা ভেবে দেবনাগরী ও রোমান হরফেও ৰহু গান প্রকাশিত হয়।

স্বভাবতই কোন সঙ্গীতানুরাগীর পক্ষে ২০১ খণ্ড ৰই সংগ্রহ করা ও ব্যবহার করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। তাই কিছুদিন থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে ক্রমাগত অনুরোধ আসছিল প্রভাত-সঙ্গীতের সমস্ত গানগুলির ধারাবাহিক সংকলন প্রকাশ করার। মার্গের শুভানুধ্যায়ীদের ওই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে আমরা দশ খণ্ডে সমস্ত গানের সংকলন প্রকাশনের সিদ্ধান্ত নিই। আলোচ্য চতুর্থ খণ্ডটি (১৫০১-২০০০) তারই ফলশ্রুতি। অন্য খণ্ডগুলিও ক্রমশঃ প্রকাশিত হবে।

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন তাঁর বিপুল রচনাসম্ভার নিজ হাতে লেখেননি বললেই চলে। অন্যান্য বিষয়ের মত গানের কথাগুলিও তিনি গড়গড় করে বলে যেতেন, অন্যেরা তা' লিখে নিতেন। কথাগুলি লেখা শেষ হলেই তিনি গায়কীটাও মুখে মুখে শিখিয়ে দিতেন। এর জন্যে কখনও হারমোনিয়াম, তানপুরা, তৰলার প্রয়োজন পড়ত না।

অনুক্রমণিকা

সেদিন যাঁরা সরাসরি তাঁর কাছ থেকে গানের কথাগুলো লিখে নিতেন ও গায়কীটা শিখে নিতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য সর্বাত্মানন্দ অবধূত, আচার্য মন্ত্রেশ্বরানন্দ অবধূত, আচার্য প্রিয়শিবানন্দ অবধূত, আচার্য চেতনানন্দ অবধূত, আচার্য দেবাত্মানন্দ অবধূত, আচার্য গিরিজানন্দ অবধূত, আচার্য কেশবানন্দ অবধূত প্রভৃতি।

প্রভাত-সঙ্গীত সংকলন যাতে সর্বাংশে নির্ভুল হয় সে ব্যাপারে যথাসাধ্য প্রয়াস করা হয়েছে। আলোচ্য চতুর্থ খণ্ডটির ৫০০ গানেরই প্রুফ দেখে দিয়েছেন আচার্য সর্বাত্মানন্দ অবধূত ও আচার্য প্রিয়শিবানন্দ অবধূত। সংঘের কেন্দ্রীয় প্রকাশন ব্যবস্থাপক আচার্য পীযূষানন্দ অবধূত ও মার্গগুরুর স্নেহধন্যা ঋতা রায় নানান ভাবে প্রকাশনের কাজে সহায়তা করেছেন। প্রকাশন বিভাগের তরফ থেকে এঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মার্গগুরুর দর্শনচর্চা ও সঙ্গীতসাধনা ছিল একে অন্যের পরিপূরক। আশা রাখি, একাধারে নন্দনতত্ত্ব ও মোহনবিজ্ঞান-আধারিত তাঁর সঙ্গীতরাজি পৃথিবীর মানুষকে অপার্থিব আনন্দলোকের সন্ধান দেবে । অলমতি বিস্তারেণ-

-প্রকাশক
আনন্দমার্গ আশ্রম
তিলজলা, কলিকাতা
১লা জানুয়ারী, ১৯৯৯

অনুক্রমণিকা

ক্রমিক সংখ্যা: গানের প্রথম ছত্রের সূচী

১৫০১) এই ফাগুনে তিথি নাহি গুণে'

১৫০২) অজানা পথিক আজ কেন এসেছে

১৫০৩) নিজেরে ছড়ায়ে দিয়েছ

অনুক্রমণিকা

১৫০৪) ঘুমের দেশে পরী এসে'

১৫০৫) কেন আসে কেই বা আসে

১৫০৬) রাজার বেশে এসো আমার

১৫০৭) সে ছিল আমার সঙ্গে নিশিদিন

১৫০৮) তুমি এসেছিলে মনের কোণে

১৫০৯) কোন সে নিশীথে মধুরিমা সাথে

১৫১০) গিয়েছিলে প্রভু না বলে', না কয়ে

১৫১১) আমি তোমায় ভালবেসেছি

১৫১২) আজি ভুবন ভরিয়া দাও গানে গানে

১৫১৩) জড়তা যদি আসে পরশে সরিয়ে দাও

১৫১৪) তুমি এসেছিলে মনের নিখিলে

১৫১৫) একেরই আহ্বানে সবে জাগে

১৫১৬) তুমি এসেছ ভালো বেসেছ

১৫১৭) আমি ভুলি নি তোমায়, তুমি ভুলে' গেছ

১৫১৮) পথের কাঁটা নহিকো আমি

১৫১৯) প্রতীতি রেখে' গেলে আকাশপ্রদীপ

১৫২০) আঁখি জলে ভরে' গেছে কার তরে

১৫২১) আমার দিকে দূর নিমেষে চেয়ে

১৫২২) এসো নব ঘন নীলাকাশে

১৫২৩) ফাগুন মাসে ধরা সকাশে

১৫২৪) হে প্রভু তোমার লীলা বল কে বুঝিবে

১৫২৫) তোমায় পেলুম অনেক পরে

অনুক্রমণিকা

১৫২৬) ছিলে কোন্ বিদেশে কেঁদে' কেঁদে'
১৫২৭) দুস্তর গিরি লঙ্ঘন করি'
১৫২৮) আজি অজানা পথিক এসেছে
১৫২৯) বক্ষে তোমার বাজে বাঁশী
১৫৩০) বলো না কার 'পরে এই অভিমান
১৫৩১) ফুলের মনে সঙ্গোপনে
১৫৩২) হে দেবতা বলো আমায়
১৫৩৩) উপল মাঝে মহাচল তুমি
১৫৩৪) গান গেয়ে যাই, আলো জ্বেলে' যাই
১৫৩৫) কেন এলে আজি এই অসময়
১৫৩৬) মনেরই মননে গোপনে গহনে
১৫৩৭) ও কে অসীমের গান গেয়ে যায়
১৫৩৮) অজানা পথিক নেৰে' এসেছে
১৫৩৯) তুমি এলে প্রভু আলোকের স্রোতে
১৫৪০) শুকনো পাতার নূপুর পায়ে
১৫৪১) হেসে হেসে' পরী এসে'
১৫৪২) তোমায় নিয়ে আমার ধরা
১৫৪৩) জলে ভরা আঁখি কেন
১৫৪৪) তোমায় আমায় প্রথম দেখা
১৫৪৫) কেন এসেছিলে চলে' যাবে যদি
১৫৪৬) বুলবুলি নাচে গুলবাগিচায়
১৫৪৭) তুমি এসো, এসো, এসো মনে

অনুক্রমণিকা

১৫৪৮) তুমি বসন্তে এসেছিলে

১৫৪৯) মধুমাসে মায়াকাননে ফুল ফুটেছে

১৫৫০) আঁখি মেলে' চেয়ে দেখো

১৫৫১) শারদ প্রাতে সোণালী ক্ষেতে

১৫৫২) ভাল্ গো, পাহাড়ে ফুটেছে কত না ফুল

১৫৫৩) তুমি এলে, তুমি এলে, বিশ্বভুবনে দোলা দিলে"

১৫৫৪) আমার নদী মধুমতী কোন্ সে দেশে যাও

১৫৫৫) কেতকী পরাগে সুরভিত রাগে

১৫৫৬) প্রাণের পরাগ ঢেলে' দিলে

১৫৫৭) গুলৰাগিচায় রঙিন হাওয়ায়

১৫৫৮) বলেছিলে ফিরে' আসবে আবার

১৫৫৯) ওগো অজানা পথিক দূরেই থেকে' গেলে

১৫৬০) মেঘে ঢাকা বরষায় বারি-ঝরা তমসায়

১৫৬১) আসা আর যাওয়া, চাওয়া আর পাওয়া

১৫৬২) তোমায় আমায় এই পরিচয়

১৫৬৩) আমার দুঃখের রাতে এলে প্রভু

১৫৬৪) যে কভু কাছে আসে নি মোর

১৫৬৫) বজ্রকঠোর কুসুমকোরক

১৫৬৬) ভোল না আমারে তুমি

১৫৬৭) আমি কুসুম পরাগে রয়েছি

১৫৬৮) চলে' যাবে যে তুমি কোথায়

১৫৬৯) বসো আমার ঘরে ওগো প্রভু

অনুক্রমণিকা

১৫৭০) কার কথা সদা ভাব সুনয়না

১৫৭১) তন্দ্রা নাবে যদি তুমি সরিয়ে দিও

১৫৭২) রাতের কালো আলো করে'

১৫৭৩) রত্নপ্রদীপ হাতে নিয়ে

১৫৭৪) নিষ্পত্র বনভূমি নিস্ফষ্প দিনেতে এলে

১৫৭৫) তোমারই আশায় দিন কেটে' যায়

১৫৭৬) কে গো লুকিয়ে ছিলে মনের

১৫৭৭) তোমারে চেয়েছি ফোটা ফুলে

১৫৭৮) চাঁপার কলি তোমায় বলি

১৫৭৯) নীলাকাশে আলো ভাসে

১৫৮০) অজানা পথিক অলকার কথা

১৫৮১) চাঁদে-জোয়ারে ফুলে-মধুকরে

১৫৮২) নয়নের মণি হীরকের খনি

১৫৮৩) মলয়ানিলে কে গো তুমি এলে

১৫৮৪) পাহাড় বেয়ে ঝরণা বেয়ে

১৫৮৫) যদি কথা নাহি কয় সাড়া নাহি দেয়

১৫৮৬) তোমার তরেই মালা গাঁথা

১৫৮৭) মননিকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে

১৫৮৮) চন্দনসুরভি মাখি

১৫৮৯) যেও না একটু থাকো

১৫৯০) আসিবে না তুমি যদি

১৫৯১) তোমার তরে জীবন ভরে'

অনুক্রমণিকা

১৫৯২) ভেবেছি, ভেবে' চলি আমি
১৫৯৩) ঝর্ণার আমি উচ্ছল জলধারা
১৫৯৪) বকুল তরুর ছায়ে কে গো
১৫৯৫) তুমি আমায় চেয়েছিলে প্রিয়
১৫৯৬) তোমার নামটি নিয়ে সাথে
১৫৯৭) নিশীথে মালা হাতে চেয়েছিলুম
১৫৯৮) মণিকার মহামন্ত্রে মোর মন মেতেছে
১৫৯৯) মোর মনের কোণে কে এলে
১৬০০) মনের কেকা কাঁদে একা
১৬০১) রূপের সাগর পেরিয়ে এসে'
১৬০২) তোমার কথা ভেবে' ভেবে'
১৬০৩) আলোকোজ্জ্বল তুমি ভরে' আছ
১৬০৪) মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছি
১৬০৫) তোমারে ভুলিয়া যাই যদি
১৬০৬) এই দুর্মদ মাদকতা কেন দিয়েছ
১৬০৭) তুমি কত লীলা জান
১৬০৮) ফুলের মধুকে অভ্র-বিধুকে
১৬০৯) ভালো দিয়ে তৈরী তুমি
১৬১০) মনের গহনে তুমি কে গো এলে
১৬১১) আলোর দেশে তরুণ হেসে' বলে
১৬১২) তোমারে চেয়েছি মনে প্রাণে আমি
১৬১৩) চাহিয়া চাহিয়া থাকি, ধৈর্য ধরিয়া রাখি

অনুক্রমণিকা

১৬১৪ নয়নে নয়ন রেখে' মনের গহনে

১৬১৫) তুমি, তুমি আসবে জানি মোর ঘরে

১৬১৬) এই হৃদয়ের মালাখানি তোমার তরে

১৬১৭) চলার পথের সাথী মম, আঁধার নিশায়

১৬১৮) তোমারে চেয়েছি মনে প্রাণে আমি

১৬১৯) তোমাকেই ভালো বেসেছি

১৬২০) আলোকের নিমন্ত্রণে এসো

১৬২১) তুমি ভালবেসেছ আমারে

১৬২২) মনের রাজা তোমারই তরে

১৬২৩) তোমারে চেয়েছি মন-প্রাণ মাঝে

১৬২৪) প্রভু তোমায় শত রূপে আমি দেখেছি

১৬২৫) নিয়ে আমায় এ বিশ্বময়

১৬২৬) ভালো ৰাসিয়াছি তোমাকেই

১৬২৭) কত কাছে ছিলে,' দূরে চলে' গেলে

১৬২৮) এক মনেতে একতারাতে

১৬২৯) ফুলবনে আসে অলি

১৬৩০) তোমার সুরে হৃদয় ভরে'

১৬৩১) তুমি এসেছিলে, দীপ জ্বেলেছিলে

১৬৩২) মধুর পরশে হরষে তুমি এলে

১৬৩৩) তোমারই আসার আশে

১৬৩৪) মধুর চরণে অনুপ রণনে

১৬৩৫) দখিণা পবনে আনমনে মালা গেঁথেছিনু

অনুক্রমণিকা

১৬৩৬) ভাল বেসেছ আমারে তুমি
১৬৩৭) আঁধার নিশায় তুমি দীপাবলী
১৬৩৮) সিন্ধুর রণনে শুক্তি-অন্বেষণে
১৬৩৯) অরণ্য মর্মরে অলখ অভিসারে
১৬৪০) অরূপ থেকে তুমি রূপে এসেছ
১৬৪১) চন্দনসারে মন্থন করে'
১৬৪২) মনেতে এসেছ তুমি
১৬৪৩) নন্দিত তুমি বন্দিত তুমি
১৬৪৪) মন চাহে হেরিবারে তোমারে
১৬৪৫) কোন্ আঁধার নিশীথে আলোধারা
১৬৪৬) তোমারে চেয়েছি রাগে রূপে আমি
১৬৪৭) দূরেরই প্রিয়তম ডাকে আমায়
১৬৪৮) আলোঝলমল পূর্ণিমাতে সে ছিল
১৬৪৯) তুমি এসেছিলে অশোকে-বকুলে
১৬৫০) হারানো গানের হারানো সুরেতে
১৬৫১) তোমার পথ চেয়ে ছিলুম
১৬৫২) বকুল-বিছানো পথে এসো
১৬৫৩) বরষ তুমি কেতকী-সুরভি
১৬৫৪) তুমি নাহি ভালৰাস
১৬৫৫) আমি পথ ভুলে এক পথিক
১৬৫৬) জানি তুমি ভালৰাস আমায়
১৬৫৭) মর্ম ভরে' হৃদয়পুরে গান গেয়েছ

অনুক্রমণিকা

১৬৫৮) তোমারই তরে হৃদয় ভরে'
১৬৫৯) সুন্দর তুমি মনোহর মধুপ
১৬৬০) সাগর বেলায় মধুমেখলায়
১৬৬১) নীলাকাশে নীহারিকা চন্দনমাখা
১৬৬২) এসো আলোকে প্রতি পলকে
১৬৬৩) চন্দনবর্ণা সে প্রীতি যে মেলেছিল
১৬৬৪) কাণে কাণে গানে বললে আসব
১৬৬৫) কোন্ অরুণোদয়ে মথিত হৃদয়ে
১৬৬৬) ফুলের বনে পরী এল
১৬৬৭) বাহিরে বহিছে ঝড় সে যখন এল
১৬৬৮) প্রিয় তুমি, প্রিয় তুমি, প্রিয় তুমি
১৬৬৯) বিশ্বলীলা রচনা করে' কী জালে
১৬৭০) আঁধার পারাবারের শেষে আলোর
১৬৭১) অরুণাচলে কে গো এলে
১৬৭২) ছন্দে ছড়িয়ে দিলে প্রাণ
১৬৭৩) মেঘের গায়ে রঙ ধরেছে
১৬৭৪) মোর নিভৃত মনমুকুরে
১৬৭৫) শরতেরই শুভ্র শুচি শুক্লা শর্বরী
১৬৭৬) মধুর ছন্দে মোহনানন্দে
১৬৭৭) নেচে' নেচে' যায় মুখপানে চায়
১৬৭৮) নৃত্যেরই ছন্দে কে এলে
১৬৭৯) বসন্তেরই আগমনে শাখায় শাখায়

অনুক্রমণিকা

১৬৮০) তুমি ছন্দে ছন্দে এলে প্রিয়তম
১৬৮১) প্রতি পলকে পলে পলে
১৬৮২) বসন্তেরই আগমনে ধরা
১৬৮৩) সুন্দর প্রভু বিশ্বাতীত বিভু
১৬৮৪) নভোনীলিমায় মধু সন্ধ্যায়
১৬৮৫) অদ্রির মাঝে তুমি হিমগিরি
১৬৮৬) রাত্রি দিনে মনে মনে তোমার কথা ভাবি
১৬৮৭) পথিক তুমি গান গেয়ে যাও
১৬৮৮) রুদ্র তোমার বিষাণ বেজেছে
১৬৮৯) সুপ্রভাতে এই রাঙা আলোতে
১৬৯০) আকাশ যেথায় সাগরে মিশেছে
১৬৯১) ভালবাসি তোমায় আমি
১৬৯২) আলোর ধারা এল নেৰে'
১৬৯৩) সেই সোণালী স্বপনে আমি দেখেছি
১৬৯৪) অঝোরে আজ ঝরে' পড়েছে
১৬৯৫) তোমারই স্তুতিতে তোমারে ভজিতে
১৬৯৬) তুমি এসেছ মোর মধুবনে
১৬৯৭) উর্ধ্ব আকাশে তারার মেলা
১৬৯৮) অজানা পথিক থামো গো খানিক
১৬৯৯) তুমি আলোকের প্রতিভূ
১৭০০) আশার বর্তিকা নিয়ে এলে
১৭০১) আঁধার সাগর পারে সে এসেছে

অনুক্রমণিকা

১৭০২) নীলাকাশে বলাকা ভাসে
১৭০৩) তোমার কথা ভেবে' ভেবে'
১৭০৪) এই অশোক তরুর তলে
১৭০৫) তুমি এসেছিলে রূপে উচ্ছলে
১৭০৬) সবার আপন সবার প্রিয়
১৭০৭) যদি তারে না ভালৰাসি
১৭০৮) তোমারই মধুর হাসি দেয় যে ভুলিয়ে
১৭০৯) কাণে কাণে কয়ে যাও
১৭১০) তোমাকে ভালো ৰেসেছি আমি হে অজানা
১৭১১) সেই দুর্যোগ-ভরা তামসী নিশীথে
১৭১২) কাজল-কালো আঁখির তারায়
১৭১৩) অমানিশার তমিস্রা চিরে'
১৭১৪) তোমারে চেয়ে তোমারই গান গেয়ে
১৭১৫) তোমাকে কাছে পেয়ে মন ভেসে' যায়
১৭১৬) অর্জিত বিদ্যা ভুলে' গেছি
১৭১৭) তোমার স্বরূপ বুঝে' ওঠা দায়
১৭১৮) গানের জগতে ভেসে' চলেছ
১৭১৯) শিউলি-ঝরা প্রাতে শিশিরে ধোয়া পথে
১৭২০) তোমার কথা পড়ে মনে
১৭২১) মনের গহনে ডাকে কে
১৭২২) পুষ্পিত তুমি মধুবনে ছন্দায়িত নন্দনে
১৭২৩) ঘোর তিমিরে রুদ্ধ ঘরে

অনুক্রমণিকা

১৭২৪) ছন্দে ছন্দে মধুরানন্দে তুমি এসেছিলে

১৭২৫) তোমারে শত নমস্কার

১৭২৬) আজ সকালে ছন্দে তালে কে এলে

১৭২৭) আলোর সরিতা বেয়ে মন্দানিলে ধেয়ে

১৭২৮) তন্দ্রা নাহে আঁখিতে মন্দালোকে যদিও

১৭২৯) ফুলের সাজি নিয়ে কে, কে এলে আজি

১৭৩০) আলো-ঝরা ভোরে ধরা দিলে মোরে

১৭৩১) ওই উচ্ছল প্রীতিসাগরে মন্দ্রিত তুমি

১৭৩২) আকাশ আজি আলোয় ভরা

১৭৩৩) আমি তোমার তরে সব করিব প্রিয়

১৭৩৪) নয়নে এসো গোপনে

১৭৩৫) তুমি সুন্দর বরণীয় তুমি উদার অনুসরণীয়

১৭৩৬) কোন্ প্রভাতে তোমার সাথে

১৭৩৭) তুমি নন্দন-অমিয় মাখা হে প্রিয়সখা

১৭৩৮) চলার পথের ক্লান্তি আমার দূর করো

১৭৩৯) তোমার তরে অশ্রু ঝরে

১৭৪০) বেদরদী তুমি যদি একটি কথা শুণে' যাও"

১৭৪১) প্রিয়তম অনির্বচনীয় তোমার মধুর হাসি

১৭৪২) তুমি আমায় ভুলে' থেকো না

১৭৪৩) মসীকৃষ্ণ তমসাতে কে গো এলে

১৭৪৪) কুয়াশা কাটিয়ে দিলে কে গো এলে

১৭৪৫) গানের জগৎ অশেষ শোণ সুনয়না

অনুক্রমণিকা

১৭৪৬) আমি তোমায় ভালবাসি

১৭৪৭) এই পুষ্পিত বকুল তলে তুমি এসেছিলে

১৭৪৮) দূর আকাশের দেবতা তুমি

১৭৪৯) আকাশ ডাকে মেঘের ফাঁকে

১৭৫০) ক্ষণিক তোমার পরশ লাগি'

১৭৫১) মনে মনে সঙ্গোপনে ধরা রহ

১৭৫২) আমার মনের মধুর ক্ষণের

১৭৫৩) তোমার এ ভালবাসা অশ্রু মেশা

১৭৫৪) আশার আলোকে এলে

১৭৫৫) আলোকের উৎসারে

১৭৫৬) আমি তোমার পথেই চলি গো

১৭৫৭) সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যাতারা

১৭৫৮) এসো ভুবনে গানে গানে

১৭৫৯) আলোক এসেছিল ফুল হেসেছিল

১৭৬০) পলাশে আগুন জ্বেলে'

১৭৬১) ভালবেসেছি তারে বারে বারে

১৭৬২) সম্মুখে ছিলে আড়ালে লুকোলে

১৭৬৩) মলয় বাতাসে ওই চাঁদ ভাসে

১৭৬৪) কলাপচূড় ভূঙ্গমুকুর

১৭৬৫) প্রীতির কেতনে কে গো এলে মনে

১৭৬৬) ফুলবনে আমি তোমায় চেয়েছি

১৭৬৭) তুমি হিমগিরি তুহিনে ঢাকা

অনুক্রমণিকা

১৭৬৮) কবে তুমি আসবে প্রিয়তম
১৭৬৯) এ কী প্রহেলিকা এ কী কুহেলিকা
১৭৭০) কেন ভালবাস আমারে জানি না
১৭৭১) সুদূরের আহ্বানে কে গো এলে গানে গানে
১৭৭২) অরুণের আলো ঢেলে' দিয়ে গেল
১৭৭৩) কোন অলস প্রহরে যদি ভাব মোরে
১৭৭৪) আছ অশ্রুধারায় মিশে'
১৭৭৫) প্রভু আমার প্রিয় আমার
১৭৭৬) শারদ নিশীথে নীরবে নিভৃতে
১৭৭৭) তোমারই আশিসে এগিয়ে যাই
১৭৭৮) তোমাকে নিয়ে মোর সংসার
১৭৭৯) কাননে ভোমরা এল গুনগুনিয়ে
১৭৮০) তোমারে ভুলিয়া থাকিতে পারি না
১৭৮১) তব ভালবাসা কেন অশ্রু-মাখা
১৭৮২) ফুল বলে মোর মধুতে থাকো
১৭৮৩) ঝঞ্ঝা যদি আসে যুঝিতে শকতি দিও
১৭৮৪) রঙিন পরী বলে যাই যে উড়ে' চলে'
১৭৮৫) কথা কয়ে গেলে তুমি কাণে কাণে
১৭৮৬) মন-মধুকরে উদ্বেল করে
১৭৮৭) আশা-ঘেরা সুধা তুমি
১৭৮৮) কাণে কাণে তুমি কয়ে গেলে প্রিয়
১৭৮৯) দীপ জ্বেলে' দিয়ে দূরে যাই

অনুক্রমণিকা

১৭৯০) কাঁদিয়ে ভাসাও, তবু কেন আঁখির কোণে
১৭৯১) মদির নয়নে এলে, এ কী মাদকতা আনিলে
১৭৯২) তোমারে চেয়েছি প্রিয় একান্তে বিজনে
১৭৯৩) থাকিবে না যদি মোর ঘরে
১৭৯৪) মনে ছিল আশা তোমাকে সাজাব
১৭৯৫) তোমার আলো ছড়িয়ে গেল গ্রহে গ্রহান্তরে
১৭৯৬) দিনের আলোয় চেয়েছি তোমায়
১৭৯৭) মন চেয়েছিল বলি এসো
১৭৯৮) মলয় আসিয়া কয়ে গেল কাণে
১৭৯৯) আমার হিয়ায় যত ব্যথা তুমিই বোঝ
১৮০০) এই কুসুমিত বীথিকা ধরে'
১৮০১) মলয় বাতাসে মধু নিশ্বাসে
১৮০২) তোমারে ভাবি শুধু আজি এ মধু রাতে
১৮০৩) আমার কথা ঢের হয়েছে
১৮০৪) বীথিকায় চলা কালে
১৮০৫) বেঁধে' রেখেছ যে মোরে প্রভু
১৮০৬) তুমি যে গান গেয়েছিলে ফুলবনে
১৮০৭) হে প্রিয় আমার প্রাণ সবাকার
১৮০৮) ভুল করে' এসো প্রিয় আমার এই কুটিরে
১৮০৯) তোমাকে পাবই প্রাণে প্রাণে
১৮১০) কে বলেছে কঠোর তুমি
১৮১১) সর্পিল কুটিল পথে যারা গিয়েছিল

অনুক্রমণিকা

১৮১২) শিঞ্জিত নূপুরে মনেরই মধুকরে
১৮১৩) সাড়া যদি নাই বা দিলে প্রভু
১৮১৪) অবর্ণ ধরা রঙিন হয়েছে
১৮১৫) শোণ রাঙা কিশলয়
১৮১৬) বাঁশীর সুরে সুরে মোরে টানে
১৮১৭) তুমি ভুলে' গেছ মোরে কেন
১৮১৮) তমসার পরপারে জ্যোতিবর্তিকা নিয়ে
১৮১৯) ফাল্গুনে প্রিয় যে রঙ ঢেলেছ
১৮২০) বাতায়নে বসি' ভাবি নিশিদিন
১৮২১) গানের দেশে এল সবুজ পরী
১৮২২) ভালৰাসি আমি প্রিয়
১৮২৩) ছিলুম বসে' বসে' আমি একা
১৮২৪) সাগরসৈকতে সোণালী প্রভাতে
১৮২৫) পুষ্পশাখা অনামিকা দুলছে
১৮২৬) সাজায়ে রেখেছি মালিকা
১৮২৭) ভুল করে' দূরে থেকেছি
১৮২৮) অচিন দেশের মেঘ বলে' গেল
১৮২৯) সুরেরই ঝঙ্কারে মনেরই মুকুরে
১৮৩০) তোমায় কাছে পেলুম আমি
১৮৩১) কেন হেসে' হেসে' দূরে সরে' যাও
১৮৩২) কিশলয় আমি মর্মে মর্মে নূতনের
১৮৩৩) একলা এসে' শুধালে হেসে' হেসে'

অনুক্রমণিকা

১৮৩৪) আজকে ভোরে ফুলডোরে
১৮৩৫) পথের শুরু খুঁজে' পাই নি, পথের
১৮৩৬) ফাগুন এসেছে, মনেতে হেসেছে
১৮৩৭) সুস্মিত চন্দ্রালোকে কে গো এলে
১৮৩৮) মানুষ চাক বা না চাক, তুমি
১৮৩৯) জ্যোতিসমুদ্রে ঝঙ্কার তুলে'
১৮৪০) তোমার মাধুরী মাখা নয়নে
১৮৪১) ভেবেছিলুম ভুলে' গেছ দেখি
১৮৪২) শুধাইনি নাম, কে যেন বলিল
১৮৪৩) তোমারই সুরের স্রোতে আজ
১৮৪৪) কে গো তুমি এই অৰেলায়
১৮৪৫) সবার মনে রয়েছ গহনে
১৮৪৬) নিবিড় নিশীথ শেষে অরুণ প্রভাত
১৮৪৭) কোন অজানা আলোকে আলোকিত
১৮৪৮) তোমারে যবে দেখেছিনু
১৮৪৯) ভুলিতে চাই তোমায় আমি
১৮৫০) উচ্ছল জলতরঙ্গ সম তুমি এলে
১৮৫১) যে আগুন মনে জ্বেলে'
১৮৫২) এই পুষ্পিত কাননে তুমি এসেছিলে
১৮৫৩) মনে এলে রঙ ধরালে নাম না বলে'
১৮৫৪) আমি পরাগের রাগে নাচি গো
১৮৫৫) গান গাই তুমি শোণ

অনুক্রমণিকা

১৮৫৬) যদি নয়নে না দেখি তব প্রিয় ছবি
১৮৫৭) কনক চাঁপা, কনক চাঁপা
১৮৫৮) এসো, মনেতে এসো
১৮৫৯) ভালবাসা দিয়ে মন কেড়ে' নিয়ে
১৮৬০) কাল স্বপ্ন দেখেছি আমি–
১৮৬১) কিসের আশায় কোন্ সে নেশায়
১৮৬২) তোমারই নাম নিয়ে দিলুম ভাসিয়ে
১৮৬৩) জীবনের এই বালুকাৰেলায়
১৮৬৪) আঁধার তিথিতে এসেছিলে
১৮৬৫) আঁধারে দীপ জ্বেলে' যাই
১৮৬৬) আমি ভালৰাসিনি তোমারে
১৮৬৭) কালো যেথায় আলোয় মেশে
১৮৬৮) তোমায় ছিলুম ভুলে' আমি
১৮৬৯) মেঘের দেশে এল কে সে
১৮৭০) কে গো তুমি অজানা অতিথি
১৮৭১) একান্তে এসে' বলে' যাও
১৮৭২) নীল আকাশে তারার দেশে
১৮৭৩) সরিতা বহিয়া যায় কার তরে
১৮৭৪) সুমন্দ বায়ু বয় আজি কাহার লাগি'
১৮৭৫) তুমি যে পথ দেখায়ে দিয়েছ
১৮৭৬) ধরার বাঁধন দিয়েছিলে
১৮৭৭) আজ মনে পড়ে বালুকাবেলায়

অনুক্রমণিকা

১৮৭৮) মেঘ আসিয়া কয়ে গেল কাণে
১৮৭৯) মরুর মরীচিকা সরিয়ে আলোকের
১৮৮০) ভালৰাস জানি, কাঁদিয়ে কেন
১৮৮১) আসিবে বলে' এলে না
১৮৮২) আজ বেতস বনে তুমি কে
১৮৮৩) তোমারে ভুলিয়া গেছি তরুৰর
১৮৮৪) তুমি দূর আকাশেরই অপ্সরা
১৮৮৫) তোমাকে চিনেও চিনিতে পারি না
১৮৮৬) তুমি যে পথ দেখায়ে দিয়েছ
১৮৮৭) রেখো না, কথা রেখো, মোর
১৮৮৮) অত ভীড়ের ভেতর থেকো না
১৮৮৯) ভুলে' যেতে যত চাই ভুলতে কেন
১৮৯০) রূপের জগৎ পেরিয়ে গিয়ে
১৮৯১) আমি তোমায় কেন ভালবাসি
১৮৯২) ছোট্ট হলেও তুমি বড় হে
১৮৯৩) লোকে বলে তুমি দেখা দাও না
১৮৯৪) আলোকোজ্জ্বল এই সন্ধ্যায়
১৮৯৫) ছায়ার দেশের শেষে এসে'
১৮৯৬) স্মিত দীপালোকে ছিলে দ্যুলোকে
১৮৯৭) এই মায়াবীথি প্রীতিতে তোমার
১৮৯৮) ফুলের হাসিতে ছিলে
১৮৯৯) হেমন্তে মোর কানন-প্রান্তে

অনুক্রমণিকা

১৯০০) আঁধার পারাবারের খেয়া

১৯০১) ওগো প্রিয় তুমি ভালবাস

১৯০২) তোমায় আমি চেয়েছিলুম

১৯০৩) আলোর রথের সারথি মোর

১৯০৪) আগুন লাগিয়ে দিলে ফাগুনে

১৯০৫) ছিনু উন্মনা কেন জানি না

১৯০৬) তোমাকে ভুলে' থাকা যায় না

১৯০৭) আঁধার সাগরের পরপারে কে গো তুমি

১৯০৮) শিশিরকণা, শিশিরকণা

১৯০৯) তুমি একটু কাছে এসো

১৯১০) স্বপ্নঘোরে তোমারে ঘিরে'

১৯১১) এই সুরের সরিতা-তীরে তুমি এসেছিলে

১৯১২) কেন ভালবাসি তোমায়

১৯১৩) নিজেরে ছড়ায়ে দিয়েছ ভুবনে

১৯১৪) যে তোমারে ভালবেসেছে

১৯১৫) তব তরে অবিরল আঁখি ঝরে

১৯১৬) এ কার হাসি এ কার বাঁশী নিত্য দোলায়

১৯১৭) নন্দন-বন মন্থন করি' তোমাকে পেয়েছি

১৯১৮) তোমাকে ভাবিতে ভাল লাগে মোর

১৯১৯) ভালবেসেছি তোমায় কেন জানি না

১৯২০) নীল সে সরোবরের তীরে ছিল

১৯২১) জীবনে আমার হে রূপকার

অনুক্রমণিকা

১৯২২) তুমি কবে আসবে বলে' দিন গুণে'
১৯২৩) আমায় নিয়ে চললে তুমি
১৯২৪) আমায় যদি ভাল না ৰাস
১৯২৫) তোমার পরশে পাথর গলে' যায়
১৯২৬) এসো কাজল রাতের আঁধারে
১৯২৭) কেন সজল চোখে চেয়ে আছ
১৯২৮) অরুণ তোমার রূপেরই লীলায়
১৯২৯) ভাব খুঁজেছিল ভাষা,
১৯৩০) ধরা দিলে ধরাতলে
১৯৩১) ফাগুনের উপবনে মনের গহন কোণে
১৯৩২) অনেক দিনের পরে তোমারে পেলুম
১৯৩৩) মনেরই গহনে মধুর চরণে এসো প্রিয়
১৯৩৪) তোমার বারতা বয়ে যাই
১৯৩৫) ওগো প্রভু তব লাগি' গাঁথা মালা
১৯৩৬) এ কী সুরভিত স্পন্দনে এলে মনে
১৯৩৭) তোমারই আশে বসে' বসে'
১৯৩৮) চলার পথে প্রভু ক্লান্তি যদি আসে
১৯৩৯) আমি গুল্বাগিচায় বুলবুলি
১৯৪০) ভয় পাও কেন আসিতে কাছে
১৯৪১) রূপের সাগরে ভাসিয়া চলেছি
১৯৪২) এসো মনে, এসো ধ্যানে
১৯৪৩) নন্দনবনে কে এলে চন্দনসুরভি মাখা

অনুক্রমণিকা

১৯৪৪) কোন্ অরূপ লোকেতে ছিলে

১৯৪৫) নীল সরোবরে অজানা প্রহরে

১৯৪৬) ঘোর তিমিরে মাথা নত করে'

১৯৪৭) তোমারে চেয়েছি মনেরই গহনে

১৯৪৮) মনের রাজা কেন দূরে রয়েছ

১৯৪৯) গানের সাগরে ঢেলেছ প্রাণের

১৯৫০) তুমি এসেছিলে মনের আঁধারে

১৯৫১) শ্যামল শোভায় তুমি এলে

১৯৫২) আঁধার নিশীথে তুমি এলে

১৯৫৩) আমায় ধরায় জ্বলল আলো

১৯৫৪) আঁধার এসেছে, আলো জ্বালো

১৯৫৫) তোমার গানে ফুলের কাণে

১৯৫৬) পথের দিশারী মম ধরা দাও

১৯৫৭) মন বলেছিল তুমি আসিবে

১৯৫৮) তোমাকে ভেবে' ভেবে' বল

১৯৫৯) মনের কোণে হে বেণুধর কখন এলে

১৯৬০) কুসুমকাননে স্মিত আননে

১৯৬১) আমার জীবনে রঙিন স্বপনে

১৯৬২) কুসুম পরাগে তুমি এলে

১৯৬৩) একা তুমি বইবে কেন সব বোঝা

১৯৬৪) তন্দ্রা সরিয়ে এলে, মাধুরী ঢালিয়া দিলে

১৯৬৫) নাই যে কোন গুণ সবই অ-গুণ

অনুক্রমণিকা

১৯৬৬) কতবার আসা, কত ভালৰাসা

১৯৬৭) বলো এ পথের শেষ কোথায়

১৯৬৮) মেঘের 'পরে মেঘ এসেছে সুরের

১৯৬৯) তুমি এসেছিলে, ভালবেসেছিলে

১৯৭০) তুমি এসেছিলে মোর মনোবনে

১৯৭১) আনন্দেরই এই নিমন্ত্রণে তুমি একা

১৯৭২) তুমি গান গাও কাহার তরে

১৯৭৩) যবে তোমায় পেলুম মোর অনুভবে

১৯৭৪) আমি যতটুকু বুঝিতে পারি হে

১৯৭৫) বলেছিলে মোরে গান

১৯৭৬) মোর ঘুমঘোরে তুমি এসে'

১৯৭৭) আমি তোমাকে পেয়েছি শ্যাম রায়

১৯৭৮) সেদিন নিশীথে জ্যোৎস্না সুমিতে

১৯৭৯) তোমাকে আমি জানি গো

১৯৮০) তুমি কী চেয়েছ জানি নি তো আমি

১৯৮১) তোমায় আমি চেয়েছিলুম

১৯৮২) কে তুমি এলে অৰেলায়, কেন এলে

১৯৮৩) পড়ে' এল বেলা, হ'ল খেলাধূলা

১৯৮৪) বলে' থাক ভালৰাসি

১৯৮৫) তোমার তরে জীবন ভরে'

১৯৮৬) মনের কোণে কোন্ গহনে

১৯৮৭) আঁধার নিশার অবসানে

অনুক্রমণিকা

১৯৮৮) তুমি পথ ভুলে' মোর ঘরে এলে

১৯৮৯) তুমি কাঁদিয়ে কেন সুখ পাও

১৯৯০) আকাশে বাতাসে কুসুম সুবাসে

১৯৯১) আকাশে সাগরে যেথায় মিশেছে

১৯৯২) শিউলি তখনও ঝরে নি

১৯৯৩) তোমায় খুঁজে' খুঁজে' জনম কেটে' গেছে

১৯৯৪) পাওয়ারই আশায় চেয়ে যাওয়ায়

১৯৯৫) কেনই বা এলে, দোলা দিয়ে গেলে

১৯৯৬) ফাল্গুনে ফুলবনে ছন্দে ভরা গানে

১৯৯৭) স্বপনে দেখেছি তুমি এসেছিলে

১৯৯৮) পরী বলে ফুল তোমার লাগিয়া

১৯৯৯) ভাল হ'ত যদি না চিনিতাম তোমাকে

২০০০) তন্দ্রা যদি নামে জড়তারই আহ্বানে

প্রভাত সঙ্গীত

১৫০১

এই ফাগুনে তিথি নাহি গুণে' কে গো তুমি এলে মনের কোণে।
চাই নি তোমায় দিনে বা নিশায়, তবু কেন এলে এই গহনে।।

অশোক পুষ্প থরে থরে ফোটে, পলাশ কুসুম রাঙা পথে লোটে।
ৰকুলের ফুল চাহিয়া চাহিয়া নেচে' ছুটে' যায় আনমনে।।

অনুক্রমণিকা

মধুল পুষ্প গন্ধ বিলায়, তরুণী পসরা তাহাতে সাজায়।
চম্পক বনে বিজনে বিতানে কোকিল গাইছে কলতানে।।

(টাটানগর, ৭/৪/৮৪)

১৫০২

অজানা পথিক আজ কেন এসেছে, ফুলের বনে মধু ঢেলেছে।
নিজের হাতে তুলি ধরেছে, ফুলের পাপড়ি রঙে রাঙিয়েছে।।

তার চোখে মুখে সরলতা ফুটে' উঠেছে, ব্যবহারে দৃঢ়তা ঋজুতা রয়েছে।
সে যে সবার প্রিয় আদরণীয়, হেসে' হেসে' নেচে' নেচে' ছুটে' এসেছে।।

তার সৰাই আপনার পর কেহ নাই, সৰাই প্রাণের প্রাণ ভাবে যে সদাই।
সে যে অনুরাগে, ছন্দে, সুরে, রাগে প্রীতির পসরা সঙ্গে এনেছে।।

(টাটানগর, ৮/৪/৮৪)

১৫০৩

নিজেরে চূড়ায়ে দিয়েছ তুমি ফুলে ফলে ভালবাসাতে।
প্রভাত রবির অরুণ কিরণে রঙিন স্বপ্নে আশাতে।।

যাহার কিছুই ছিল না তাহারে বসাইয়া দিলে স্বর্ণশিখরে।
যাহারে কেহই শুণিত না তারে আনিলে বিশ্ব গোচরে।
সব কিছু দিলে, নিজে নাহি এলে, দূরে চলে' গেলে লুকাতে।।

বিদ্যা-বৃদ্ধি, লোকায়ত জ্ঞান, লোকোত্তরের কালাতীত তান।
সৰ কিছু দিলে,ৰুঝাইয়া দিলে, সৰ কিছু মিলিত তোমাতে।।

অনুক্রমণিকা

(টাটানগর, ৯/৪/৮৪)

১৫০৪

ঘুমের দেশের পরী এসে' বললে- তুমি ঘুমিয়ে যাও।
পশু-পাখীদের, মউমাছিদের, মাছেদেরই মত ঘুমাও।।

ফুলেরা সব ঘুমিয়ে গেছে, ৰুকের মধু চাপা আছে।
আঁখি মুদে' তুমিও শোও, প্রাণের সুধা ঢেকে' নাও।।

বললুম আমি- না ঘুমাই, জেগে' জেগে' রাত্রি কাটাই।
মধু হারাবার ভয়ে জেগে' থাকি, জান না তাও।
এ মধু ঢালিয়া যাৰ, উগ্রতারে সরিয়ে দাও।।

(টাটা থেকে কলকাতা যাবার সরকপথে, লোধাগুলি, ১০/৪/৮৪)

১৫০৫

কেন আসে, কে ই ৰা সে, সে-ই জানে ভালো করে'।
চিনিতে পারি নি তারে, সে চিনে' নিয়েছে মোরে।।

সে হাসি ভালবাসার, সে মমতা সুধাসার।
দেখে' শুধু ৰুঝি বিধু, হৃদাকাশে আলো ঝরে।।

চাই কাছে মর্ম মাঝে, দূরে সরে লীলা ভরে'।।

(টাটা থেকে কলকাতা যাবার সরকপথে, ১০/৪/৮৪)

১৫০৬

রাজার বেশে এসো আমার প্রসুপ্ত চেতনায়।
হারিয়ে যাওয়া, কুড়িয়ে পাওয়া শোণাব তোমায়।।

অনুক্রমণিকা

অচিন ওহে চির নবীন, স্বপ্ন মাঝে হয়ে আছো লীন।
মর্মরতায়, মার্মিকতায় রাঙিয়েছো আমায়।।

হিয়া মাঝে সঙ্গোপনে আছো মনের মধুবনে।
রিক্ত স্মৃতির আঁধার কোণে দৃপ্ত দ্যোতনায়।।

কলুষ কালো সরিয়ে দিও, আমায় তোমার করে' নিও।
ভালবাসায় ভরিয়ে দিও মনের মালিকায়।।

(মধুমালঞ্চ কলিকাতা, ২৭/৪/৮৪)

১৫০৭

সে ছিল আমার সঙ্গে নিশিদিন, ছিল মর্মের মাঝে লীন।
তারে চিনিতে পারি নি, দেখিয়া দেখি নি।।

অরুণ রবির রক্তিমাভায়, অলকার সুর এনেছে ধরায়।
কাণ পেতে আমি সে সুর শুণি নি, সে তানে মাতি নি।।

মধ্যাহ্নেরই মার্তণ্ডেতে প্রলয় ছন্দে নাচিতে নাচিতে।
বজ্র-আঘোষে ডেকে' গেছে, ভয়ে নিকটে আসি নি।।

সন্ধ্যারাগের ম্লানিমার মাঝে কম্বু কণ্ঠে তারই ধ্বনি ৰাজে।
অহমিকা-মদে মত্ত ছিলুম, সাড়া দিতে পারি নি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৪/৮৪)

১৫০৮

তুমি এসেছিলে, মনের কোণে আলো জ্বেলেছিলে।
অন্ধকারে ছিলুম, নিমেষে আঁধার সরিয়ে দিলে।।

ছিল না কোন সাধনা, করি নি বেদী রচনা।
বিজনে গৃহকোণে নীরব চরণে তুমি এলে।।

চাও নি কিছুই তুমি, রাঙালে মনোভূমি।
চলিয়া যখন গেলে সকল বোঝা সঙ্গে নিয়ে গেলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৫/৮৪)

১৫০৯

কোন্ সে নিশীথে মধুরিমা সাথে এসেছিলে মনে গহনে, হেসেছিলে সুখস্বপনে।
মোর মনে ছিল অহমিকা কালো, দীনতা ভরা দু'নয়নে।।

অজানা পথিক মোর কাছে এলে, জানা না-জানার ভেদ মিটাইলে।
ভূলোকে দ্যুলোকে মিলালে পলকে, স্মিত দীপালোকে অচনে।।

আর দূরে নও ওগো প্রিয়তম, আলো ধারা মোর নাশিয়াছে তমঃ।
কাছে কাছে আছ, মনোমাঝে আছ, সাথে চলো মৃদু চরণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৫/৮৪)

**'অচন' মনে আচম্বিতে। শব্দটি ৫০০০ বছরের পুরানো।*

'অচন' বৈদিক শব্দ; মানে all of a sudden.

১৫১০

গিয়েছিলে প্রভু না বলে' না কয়ে,

এলে ফিরে' ঘন বরষায়, আঁখি জলে ঝরা বরষায়।
কথা শোণনিকো, বাধা মাননিকো, আনমনে ছিলে কেন হায়।।

শরতের শাদা মেঘ ডেকেছিল, শিউলি শিশিরে কত কেঁদেছিল।
কুশ কাশ স্মিত হাসি ভুলেছিল, গলে নিকো মন সে ব্যথায়।।

মধু মাসে পাখীরা গান গেয়েছে, রঙে রাগে ফুল কত না চেয়েছে।
সোণালী তারায় আকাশ ছেয়েছে, আঁখি মেলো নিকো সে চাওয়ায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৫/৮৪)

১৫১১

আমি তোমায় ভালো বেসেছি–
রূপে রসে মার্মিকতায় তোমায় পেতে চেয়েছি।।

আমি পড়েছিলুম ধূলোর 'পরে, কেউ ছিল না দেখতে মোরে।
অমানিশার আঁধার ঘোরে তোমায় শুধু দেখেছি।।

শোকে তাপে আর্তনাদে, আকাশ–ভাঙ্গা বজ্রপাতে।
সবাই দূরে গেছে সরে', তোমায় পাশে পেয়েছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৫/৮৪)

১৫১২
(নব্যমানবতার গান)

আজ ভুবন ভরিয়া দাও গানে গানে।
প্রীতি ছড়িয়ে দাও প্রাণে প্রাণে।।

জগতে কেউ নহে পর, আত্মীয়ে ভরা চরাচর।

অনুক্রমণিকা

সব স্থানে মোর আছে ঘর, সবাই সুরভি আনে।।

কেউ কোথা নয় অসহায়, পরমপুরুষ যে সহায়।
মধু বায়ু বহে যায় ত্রিলোকের কোণে কোণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৫/৮৪)

১৫১৩

জড়তা যদি আসে পরশে সরিয়ে দিও।
চেতনার ধ্রুবালোকে ভাবনার রঙে রাঙিও।।

সবারে সঙ্গে নিয়ে মমতার মধু মাখিয়ে-
যাই গো যেন এগিয়ে, এ আশীর্বাদ ঝরিয়ো।।

তোমারই নূপুর ৰাজে আদি-অনাদির মাঝে।
অলখ দ্যুতির সাজে তব সান্নিধ্য দিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৫/৮৪)
আনন্দ পূর্ণিমা

১৫১৪*

তুমি এসেছিলে মনের নিখিলে, মনকে ভরিয়া রয়েছ-
তুমি মনকে ভরিয়া রয়েছ।

সকল ভাবনা রঙে রাঙা করে' মনকে জিনিয়া নিয়েছ।।

মনের মাণিক মনেই আছ,

বাইরে থেকে যায় না দেখা, লোকের চোখের আড়ালে রয়েছ।
মণির দ্যুতিতে মনোমাঝে থেকে' উদ্ভাসিত হয়েছ।।

আমি তোমায় ভালবাসি,
তুমি ভূমা আমি অণু, তবুও তোমায় ভালবাসি।
তুমি সিন্ধু আমি বিন্দু, ভয় না পেয়ে কাছে আসি।
ভাঙ্গা আশা নিয়ে সব ব্যথা সয়ে শত দুঃখেও হাসি।
প্রীতির গোপাল গীতির ভুবনে ভাবে রঙে ধরা দিয়েছ।
স্নেহের গোপাল প্রীতির ভুবনে ভাবে রাগে ধরা দিয়েছ ।।

(মধুকোরক, তিলজলা, ১৫/৫/৮৪)

**Classical ও নাচের মুদ্রার সঙ্গে adjusted কীর্ত্তন।*

১৫১৫

একেরই আহ্বানে সবে জাগে, আজি জাগে।
ভালবেসে' মধুর হেসে' ফুলপরাগে।।

চাওয়া না-চাওয়ার প্রশ্নই নাই, অরুণের আলো পেল যে সবাই।
কাল যামিনীর অন্তিম যামে পূর্বরাগে রাঙা রাগে।।

ঘুমাইয়াছিল যুগ যুগ ধরি' মানবতা দুই নয়ন আবরি'।
বজ্র আঘোষে প্রীতির পরশে ঘুম ভাঙ্গে অনুরাগে।।

অন্ধ তমসা দূরে সরে' যায়, বিদায় তাহারে সবে দিতে চায়।
দুন্দুভি বাজে মর্মেরই মাঝে, রূপে রাগে ভালো লাগে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৫/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৫১৬

তুমি এসেছ, ভালোবেসেছ, মন জিনে' নিয়েছ।
নিজেই এলে ছন্দে তালে, এ কী লীলা করেছ।।

জানতুম না কিছু আমি, ৰুঝতুম না কে গো তুমি।
এলে, ৰুঝিয়ে দিলে, আমার তুমিই আছ।।

ভাবতুম শুধু হতাশা, আলো নেই, নেইকো আশা।
আঁধারে দীপাধারে শলাকা জ্বেলে' দিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৫/৮৪)

১৫১৭

আমি ভুলি নি তোমায়, তুমি ভুলে' গেছ যে মোরে।
যে ফুল ঝরেছিল তরুর তলায়, বীথি তারে সতত স্মরে।।

যে রঙ রঙিন করেছিল আলো,
যে প্রীতি মনেতে লেগেছিল ভালো।
রেশ তার মধু তার এখনও ক্ষরে।।

যে মাধুরী মনে ছিল আঁকা, যে ৰলাকা মেলেছিল পাখা।
স্মৃতি তার দ্রুতি তার কভু কি সরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৫/৮৪)

১৫১৮*

পথেরই কাঁটা নইকো আমি, ফুলেরই সুধাসার।

অনুক্রমণিকা

জীবনে ভাঁটা আনি না আমি, উজানে বহা জোয়ার।।

উপল-পথে চলিতে চলিতে বলি না কভু থামিতে।
মরু-ঝটিকায় তপ্ত বালুকায় শক্তি যোগাই যুঝিতে।
আমি রঙিন আলো অমলিন ভালো, সরাই দুঃখ তোমার।।

যবে কেউ থাকিবে না, আমি থেকে' যাৰ।
কেউ চাহিবে না, আমি ডেকে' নোব।
আমি যে তোমার, তুমিও আমার, আমাকে নিয়ে সংসার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৫/৮৪)

** নাচের গান / সুধাসার = আতর (ইংর্)*

১৫১৯

প্রতীতি রেখে' গেলে, আকাশ-প্রদীপ জ্বেলে' দিয়ে গেলে।
অভীতি দিয়ে গেলে, মানব মনে চেতনা জাগালে।।

এসেছ অনেক তপে, অনেক চাওয়া প্রদীপে।
আশা-রঞ্জিত নীপে ভালবাসা ঢালিলে।।

এসো যুগে যুগেতে হৃদয়ে মনবীথিতে।
মর্মের নীড়ে নিভৃতে বাঁচার আনন্দেরই তালে তালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৫/৮৪)

১৫২০

অনুক্রমণিকা

আঁখি জলে ভরে' গেছে কার তরে ওগো সুনয়না বল না-কে সে নিষ্ঠুর ভুলেছে তোমারে, করে' গেছে শুধু ছলনা।।

বরষার শাদা মেঘ যে নেবেছে, তারকার আলো কালোয় ঢেকেছে।
বিরহিণী হিয়া রয়েছে চাহিয়া, নীরবে কহিছে কত না।।

সে চলিয়া গিয়াছিল ফাল্গুনে, কাল কাটে তব শুধু কাল গুণে'।
মনের মাধুরী কার ভাবে ভরি' করে' যাও কার সাধনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৫/৮৪)

১৫২১

আমার দিকে দূর নিমেষে চেয়ে কোথায় চলে' গেলে।
আঁখির ভাষা প্রীতির আশা ৰুঝিতে মোর না পারিলে।।

আমি ভুলিতে পারি নি সে হাসি মধু চাহনি।
মনের কোণে সঙ্গোপনে চিদাসনে রঙ লাগালে।।

আজও আঁকা আছে ছবি, সে পরিবেশে মূর্ত্ত সৰই।
তুলির রেখায় অনুলেখায় রেখে' গেলে ছন্দে তালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৫/৮৪)

১৫২২

এসো নব ঘন নীলাকাশে, এসো মনের সুবাসে সুহাসে।
এসো রাগে অনুরাগে, এসো মধুরিমা-মাখা সুবাসে।।

অনুক্রমণিকা

দিনের আলোয় আছ তুমি, রাতের কালোয় আছ চুমি'।
আছ স্বর্গে মর্ত্যে আভূমি, আছ প্রীতিভাজনের মাঝে হরষে।।

জানি না কোথায় নাই তুমি; সৰারে সতত তাই নমি।
কোন ৰাধাতেই নাহি দমি, আছি তোমারই শরণে পরশে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৫/৮৪)

১৫২৩

ফাগুন মাসে ধরা সকাশে এ কোন্ সুরভি এনেছ–
বলো এ কোন্ সুরভি এনেছ।
ফুলের বনে সুমদ পবনে নিজেরে ছড়িয়ে দিয়েছ।।

পারে না বহিতে ফুলরেণু ভার, অণুরে পরমাণু জানায় প্রীতি তার।
মধুর চরণে মদির রণনে নূপুর ৰাজিয়ে চলেছ।।

তোমারে আমরা সৰে ভালবাসি, তোমার কথা ভেবে' কাঁদি হাসি।
তোমারে দিনে রাতে দেখিতে আঁখিপাতে আঁখির তারা হয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৫/৮৪)

১৫২৪

North Indian classical

হে প্রভু, তোমার লীলা বলো কে ৰুঝিবে।
অবাঙ্ মানসগোচর তুমি যে।
বুদ্ধি তাই প্রতি পদে হেরে' যাবে।।

অনুক্রমণিকা

দিন রাত কেন আসে তাহা কিছু জানি।
পৃথিবী সূর্য কেন এসেছিল তা' না জানি। '
কেন'-র উত্তর পেতে
যত জানি তত না-জানা যে ৰেড়ে' যাৰে।।

কেনই বা জীব আসে, কেন চলিয়া যায়।
রূপে রসে ভরা ধরা যায় কোন্ অজানায়।
তুমি ছাড়া এর উত্তর বলো কে বলিবে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৫/৮৪)

না-জানা= Not known; অজানা = Unknown

১৫২৫

তোমায় পেলুম অনেক পরে অনেক দূরে ঘুরে' ঘুরে'।
অনেক তীর্থে ভ্রমণ করে', অনেক ক্লেশ ৰরণ করে'।।

তন্ন তন্ন করে' মরু, গলিয়ে দিয়ে তুষার মেরু।
হতাশ হয়ে এলুম ফিরে' রিক্ততারই মন্দিরে।।

মনের মাঝে তাকিয়ে দেখি, লুকিয়ে আছ তুমি এ কি।
আঁধার হৃদয় আলো করে' ভালবাসার দীপাধারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৫/৮৪)

১৫২৬

ছিলে কোন্ বিদেশে।
কেঁদে' কেঁদে' দিন কেটেছে, ছিলুম আসার আশে।।

অনুক্রমণিকা

জানি না কী ত্রুটি আমার, ৰুঝি নি কী লীলা তোমার।
জেনেছি তুমি সারাৎসার, ৰুঝেছি ফিরে' আসিৰে।।

শুণেছি আসা-যাওয়া নাই, তবে কেন সদা না পাই।
তবে এ মোর চোখের ভুল, আমারই মনেরই দোষে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৫/৮৪)

১৫২৭

দুস্তর গিরি লঙ্ঘন করি' তোমার সকাশে আসিয়াছি।
দুর্মদ মায়া উৎক্রমি' প্রভু, তোমারেই ভালো ৰাসিয়াছি।।

রূপে রসে রাগে তোমারে চিনেছি, রূপাতীত ভাবে বুঝিতে পেরেছি।
সবার অতীত সবেতেই ইত, সবখানে আছ কাছাকাছি।।

বৃদ্ধিতে কেহ পার নাহি পায়, ৰোধির দ্যুতিতে নিকটে যে যায় ভক্তির রসে অমিয় আবেশে মিলেমিশে' যায় জানিয়াছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৫/৮৪)

South Indian Tune (Karnataki Gharana)
১৫২৮

আজি অজানা পথিক এসেছে।
মুকুলিত লতিকায় সুরভিত মালিকায় ফুলের পরাগে ভেসেছে।।

লাজ-ভয়-শঙ্কা দূরে সরিয়ে দাও, সকল আশঙ্কা জলাঞ্জলি দাও।

অনুক্রমণিকা

সবারে আপন করে' অমিয় মাধুরী ভরে' মনের গহনে হেসেছে।।

দেশ-কাল-পাত্রের কোন পরিচয় নয়, প্রীতিভরা হিয়া শুধু এ কানুরে করে জয়।
মানব তনিমা যার তারই আছে অধিকার, এ কথা জানিয়ে দিয়েছে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৫/৮৪)

১৫২৯

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী, ঝঞ্ঝায় হাস তুমি হাসি।
অশনির ছন্দেতে নাচ, উল্কায় মিলেমিশে আছ।
ভূমিকম্পে মহাহৃৎকম্পে বলে' যাও, 'সবে ভালবাসি।।

সাগরোর্মিতে জল-উচ্ছ্বাসে প্রলয় বহ্নিতে রুদ্র হুতাশে।
জটা খুলে' তাণ্ডবে ভীম রবে বল, আমি কল্মষ নাশি, নরাধারে দানবেরে গ্রাসি।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৫/৮৪)

১৫৩০

বলো না কার 'পরে এই অভিমান-মৃগনয়না বলো না,
রক্তিম অধরে নাহি গান।।

অলকে দাও নি শ্বেত কুন্দেরই ফুল।
শ্রুতিপটে দোলাও নি করবী দোদুল দুল।
কবরীতে বাঁধ নি মালিকা অতুল, মুখচন্দ্রিমা কেন ম্লান।।

কোন্ সে অজানা পথিক এসেছিল,
নিমেষে তোমারে ভালো বেসে' চলে' গিয়েছিল।

অনুক্রমণিকা

দূরে থেকে শুধু মৃদু হাসি হেসেছিল, নিয়ে গেছে তব মন-প্রাণ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৫/৮৪)

১৫৩১

ফুলের বনে সঙ্গোপনে ফুল কি দিল ধরা।
পাপড়ি-ঢাকা মধু-মাখা কর্ণিকাতে হ'ল হারা।।

ফুলের বুকে মধু ছিল, পাওয়ার আশার রঙও ছিল।
জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের সাথে সাধা ছিল একতারা।।

ঈশান কোণে মেঘও ছিল, অশনি-হুংকারও ছিল।
ঝঞ্ঝা-ঝড়ের শঙ্কা ছিল, উপচে' ছিল প্রীতিধারা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৫/৮৪)

১৫৩২

হে দেবতা বলো আমায়, কেন রয়ে গেছ দূর।
অহমিকা যদি ছিল কেন কর নি তা' চুর।।

তোমার আলো তোমার বাতাস, তোমার রঙেই আমার বিকাশ।
তোমার মাটি তোমার আকাশ, সব কিছু তোমাতে ভরপুর।।

আমি অণু তুচ্ছ অতি, তুমি বিরাট বিশ্বপতি।
সব অগতির তুমিই গতি, আমি ক্ষুদ্র দীন আতুর।।

ধরায় যবে কেউ ছিল না, না সাধ্য না কোন সাধনা।
ছিল অব্যক্ত এষণা তোমায় পেতে হে মধুর।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমঞ্জুষা, রাচী, ২৪/৫/৮৪)

১৫৩৩

উপল মাঝে মহাচল তুমি,
আমি নত মস্তকে তোমা' নমি।
উৎপল-কহারপুঞ্জে চির বিস্ময় প্রভু তুমি।।

প্রজ্ঞার তব নাহি যে অন্ত, দীপ্তিতে ভরা দিক্-দিগন্ত।
ৰোধিতে তব জাগে নব নব লীলা-ৰুদ্রুদ্ পদ চুমি'।।

আসা-যাওয়া কিছু নাহি যে তোমার, প্রাচুর্য-ঝরা মহা সমাহার।
কৃপাকণা যে বা লভেছে তোমার, তোমাতে মিশেছে তার 'আমি'।।

(মধুমঞ্জুষা, রাঁচী, ২৪/৫/৮৪)

১৫৩৪

গান গেয়ে যাই, আলো জ্বেলে' যাই, পর মোর পৃথিবীতে কেহ নাই।।

অজানা পথিক আমি অরূপেতে ঘর, সাজানো পসরা মোর সারা চরাচর।
যার কেহ নাই তার আমি নির্ভর, রিক্ত হৃদয়ে প্রীতি ঢালি তাই।।

অজানা হলেও আমি অদূরে থাকি, নিঃস্ব মানসে মোর মাখামাখি।
ফুলের কোরকে মধু ভরে' রাখি, আঁধারে ঝলকাই।।

(মধুমঞ্জুষা, রাচী, ২৫/৫/৮৪)

১৫৩৫

কেন এলে আজি এই অসময়, ৰেলা পড়ে' যে যায় ওহে লীলাময়।
ফুলের পাপড়িগুলি ঝরে' গেছে, কর্ণিকারই মধু শুকিয়েছে।
উন্মদ সুরভি হারিয়েছে, ভৃঙ্গ নাহি কয়।।

একদিন ফুলবন রঙিন ছিল, পাপড়ির মধু উপচে' পড়েছিল।
সুরভি রভসে উন্মাদনা ছিল, ছিল রূপময়।।

মরা গাঙে তব পরশে বান ডাকে, মরা ডাল মুকুলিত হয়ে থাকে।
তুমি এসে' গেছ, সুধা ঢেলে' দিয়েছ, প্রাণে প্রাণে মিশিয়েছ হে চিন্ময়।।

(মধুমঞ্জুষা, রাঁচী, ২৫/৫/৮৪)

১৫৩৬

মনেরই মননে গোপনে গহনে তুমি এসেছিলে, কেউ জানে নি।
পীযূষ-পসরা সঙ্গে এনেছিলে, কেউ তা' দেখেনি।।

সুরে তালে লয়ে ফুটে' উঠেছিলে, রাগ-রাগিণীতে কথা কয়েছিলে।
দ্রুত বিলম্বিত মাধ্যমিক তালে মেতে' উঠেছিলে।।

প্রজ্ঞার শিখা নিজ হাতে জ্বেলেছিলে, প্রাণের আকুতি প্রীতিতে ভরেছিলে।
মানুষে মানুষে ভেদ দূর করে' দিয়ে সুধা ঢেলেছিলে।।

(মধুমঞ্জুষা, রাঁচী, ২৬/৫/৮৪)

১৫৩৭

ও যে অসীমের গান গেয়ে যায়, অনন্তে দোলা দিয়ে যায়।

অনুক্রমণিকা

ও যে প্রীতিভারে নত, ও যে উন্নত সুধাধারা ঢালে মরু হিয়ায়।।

বলে কখনো তো আমি দূর নই, প্রীতিডোরে সদা বাঁধা রই।
মন-মাঝে থাকি, মন ভরে' রাখি, আঁধার আমাতে ঝলকায়।।

বলে কেউ তো আমার পর নয়, সবাই আপন মানি তায়।
আমি শুধু হাসি, শুধু ভালো ৰাসি ফুলরাশি মাঝে জ্যোৎস্নায়,
উত-তমসা আমারে ভয় পায়।।

(মধুমঞ্জুষা, রাচী, ২৭/৫/৮৪)

১৫৩৮

অজানা পথিক নেবে' এসেছ, কত কৃপা করেছ।
ধূলো সরিয়ে প্রীতি ভরিয়ে অকল্মষ করেছ।।

তমসা-ঘেরা ঘোর তিমির অম্বরে তারার হারে হারে সজ্জিত করে'।
ছায়াপথ ধরে' নীহারিকা 'পরে ভালবাসা ঢেলেছ।।

অভিব্যক্তিহীন অনভিধালীন বাণীহারা যারা ছিল এতদিন।
তাদের জাগিয়ে মমতা মাখিয়ে রূপের ধরা গড়েছ।।

(মধুমঞ্জুষা, রচী, ২৭/৫/৮৪)

১৫৩৯

তুমি এলে প্রভু আলোকের স্রোতে-
মধুর মোহন হাসিতে, আরও বেশী ভালো ৰাসিতে।

অনুক্রমণিকা

ফুলমালা হাতে করি নি বরণ, বলি নি আসিতে বসিতে।।

দীর্ঘ যামিনী তমোময় ছিল, মনকে সে তমঃ গ্রাসিতে যে ছিল।
অসহায় আমি তোমাকে ডাকি নি, পারি নি তখন যুঝিতে।।

তুমি দাঁড়ায়েছ সেই সঙ্কটে, বলেছ রয়েছ আমার নিকটে।
প্রাণ-সরিতার প্রতি তটে তটে, প্রতি পলকের গীতিতে।।

(মধুমঞ্জুষা, রাচী, ২৮/৫/৮৪)

১৫৪০

শুকনো পাতার নূপুর পায়ে ঝড় এসেছে নৈঋতে-
ঈশানেরই বিষাণ নিয়ে প্রলয়ঙ্কর সঙ্গীতে।।

তাল-তমালীর তালের সাথে রজনীগন্ধা যে রাতে-
ভেঙ্গে' পড়ে মহাঘাতে মহাকালের ভ্রুকুটিতে।।

নিন্দা-স্তুতির ঊর্ধ্বে থেকে' ঝড় মেতেছে নেশার ঝোঁকে-
কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আলোধারার দ্বৈরথে।

(মধুমঞ্জুষা, রাচী, ২৮/৫/৮৪)

নৈঋতে = South west
ঈশান = North east
বিষাণ = শিঙা, তুতরু

১৫৪১

অনুক্রমণিকা

হেসে' হেসে' পরী এসে' নিয়ে গেল পারুল ফুল।
চোখের জলে গলে' গলে' শিশির দোলে দোদুল দুল।।

ময়না দেখে' কয় না কথা, সয় না যে তার এমন ব্যথা।
গয়না-পরা স্যায়না ময়ূর বলে, দেখি নি হ'ল ভুল।।

গলায়-কাঁটি টিয়া বলে চন্দনাকে ছোলার জলে-
নাইয়ে কাকাতুয়ার দাঁড়ে তাকাইনি কোথায় পারুল।।

(মধুমঞ্জুষা, রাঁচী, ২৯/৫/৮৪)

১৫৪২

তোমায় নিয়ে আমার ধরা, তোমার আলোয় আলো-করা।
তুমি আছ তাই তো আছি, তোমায় ঘিরে' বাঁচা-মরা।।

গ্রীষ্মেরই দহন দাহে তোমার পরশ প্রাণ যে চাহে।
বরষা যে ভরসা আনে, তাও যে প্রভু তোমারই ধারা।।

শরতেরই শুভ্র মেঘে কুশে কাশে শিউলি রাগে।
হেমন্তেরই হিমানীতে লাবণিতে তুমিই ভরা।।

শীতের কুহেলিকা মাঝে তোমার নূপুর প্রাণে বাজে।
বসন্তেরই রূপের সাজে হে বিশ্বরূপ দাও যে ধরা।।

(মধুমঞ্জুষা, রাঁচী, ২৯/৫/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৫৪৩

জলে ভরা আঁখি কেন, কে দিয়েছে মনে ব্যথা।
সে কথা বলো আমারে, বলো তোমার মনের কথা।।

আজি এ রাঙা প্রভাতে তরুলতা ফুলের সাথে-
কয় কথা গন্ধে মেতে', কেন তব নীরবতা।।

মলয়ানিল মধুতে ভারী হয়ে আজি প্রাতে-
পারে না চলিতে পথে, কেন তব চঞ্চলতা।।

(মধুমঞ্জুষা, রাঁচী, ২৪/৫/৮৪)

১৫৪৪

তোমায় আমায় প্রথম দেখা কোন্ সে অতীতে।
ইতিহাসে নেই তা' লেখা, নেই তা' গণিতে।।

জ্যামিতিতে নেই তা' আঁকা, লেখনীতে নেই তা' লেখা।
ঘটে পটে তারই রেখা নেই তা' তুলিতে।।

হারিয়ে গেছি কখন আমি, মোরে নিলে তুলে' তুমি-
তোমার মনে গহন কোণে ছন্দে সঙ্গীতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৫/৮৪)

১৫৪৫

কেন এসেছিলে চলে' যাবে যদি, হেসেছিলে কাঁদাতে নিরবধি।।

আজও মোর মধুবনে মলয়ানিল বয়, সুরসপ্তকে দীপক যে কথা কয়।
ফুলের পরাগে ভাসে সুরভি সমুচয়, উত্তাল প্রীতিপয়োধি।।

হারায়ে গিয়েছ মোর বিধু ওই কালো মেঘে,
প্রাণের শোণিত ছোটে তার পানে দ্রুত বেগে।
সুরের আবেগে জাগে ছন্দে অনুরাগে উদ্বেল ভাব-নীরধি।।

(মধুমালঞ্চ কলিকাতা, ৩১/৫/৮৪)

১৫৪৬

বুলবুলি নাচে গুলৰাগিচাতে, পাপিয়া গান গায়।
যেন ফুলচোর কেউ নাহি আসে কাছে, তাই সে যে ডেকে' যায়।।

তন্দ্রাজড়িত পাপড়িগুলিতে গোলাপের মধু মাখা থাকে তাতে।

ফুলের পরাগে রাগে অনুরাগে গন্ধ মাতায় তায়।।

এ দিন থাকিবে না সবে জানে, ফুল ঝরে' যাবে নীরবে বিজনে।
গন্ধমধু তাই খোঁজে শুধু সে বিধুরে অজানায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৬/৮৪)

১৫৪৭

তুমি এসো এসো এসো মনে।
আমার বসুধা তোমাতেই সুধা খুঁজিয়া বেড়ায় মননে।।

অনুক্রমণিকা

তোমার লাগিয়া করি যে সাধনা, তোমারে তুষিতে যত আরাধনা।
তুমি ছাড়া আর কিছুই থাকে না, মধুরিমা তব রণনে।।

এসেছি ধরায় আমি বারে বার, বুঝেছি এক তুমি সার।
তোমাকেই নিয়ে এই সংসার, শান্তি তোমারই শরণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৬/৮৪)

১৫৪৮

তুমি বসন্তে এসেছিলে কিশলয়ে রাঙা পা'য়।
মধুতে ভরিয়া দিলে জীবনেরই অলকায়।।

মুকুলে হেসেছিলে মধুর মলয় বা'য়।
মনের মুকুরে এলে প্রীতিভরা দ্যোতনায়।।

তখন ফুলের পরাগে ছিল সুরভিত অনুরাগ।
কিশলয়ে মাখা ছিল ভোরের রক্তরাগ।
মনের ফাগুনে রঙে রাঙা ফাগে সোণালী মধুরিমায়।।

মধুমাসে ছিল মধুর প্রকৃতি, মনে প্রাণে ছিল অলকার দ্যুতি।
মলয়ানিল ছিল অনাবিল নাচে গানে বসুধায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৬/৮৪)

১৫৪৯

মধুমাসে মায়াকাননে ফুল ফুটেছে থরে থরে।
মনের মধু ঢেলে' তাতে সাজায় তারে প্রীতি ভরে'।।

চাঁপার কলি উঁকি যে দেয়, কিশলয়ে ঢাকা না যায়।
ছোট্ট বকুল রঙিন পারুল আঁখি মেলে' চায় চারি ধারে।।

বেলা চামেলী গন্ধ বিলায়, পলাশ শিমূল বর্ণে মাতায়।
অশোক মুকুল উড়িয়ে দু'কূল ঊর্ধ্বে তাকায় তারই তরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৬/৮৪)

১৫৫০

আঁখি মেলে' চেয়ে দেখো অজানা পথিক এসেছে।
ভালবাসার পসরাতে মিষ্টি হাসি ঢেলেছে।।

মনে যে তমসা ছিল, কোন্ সুদূরে সরে' গেল।
আলোধারায় অন্ধ কারায় রঙিন গোলাপ ফুটিয়েছে।।

সবাই যে তার প্রাণের প্রিয়, তারে নিয়েই আশ মিটিও।
তোমার যাওয়া-আসা তারই ছন্দে নেচে' চলেছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৬/৮৪)

১৫৫১

শারদ প্রাতে সোণালী ক্ষেতে কে এলে গো স্বপনে।
শিশিরে ভরা শিউলি-ঝরা কোমল তৃণ-শয়নে।।

অনুক্রমণিকা

কুশে কাশে শাদা মেঘে ঊষালোকের রক্তরাগে।
বিহগেরই অনুরাগে নিথর নীল গগনে।।

হারানো হিয়ার মাঝে তোমার নূপুর মর্মে বাজে।
পরাগেরই গন্ধ রাজে শ্যামল শুচি চরণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৬/৮৪)

১৫৫২

ভাল্ গো, পাহাড়ে ফুটেছে কত না ফুল।
হাতে পইরবো ৰালা, খোঁপায় ৰাঁইধবো মালা,
কাণেতে দুলাইবো কল্কেরই দুল।।

আজ নেই কোন কাজ, আখা রাখি তুলে', আঁচল বেঁধে' নাচি দুলে' দুলে'।
শাউড়ি-ননদ গেছে খয়রাশুলে, তাকাই তাকাই ডাকে ঝরা বউল।।

আঁজিরের* ফুলেতে মধু ঝরে, মউলের ফুলেতে নেশা ধরে।
পরাণের বঁধু মুর ওই যে দূরে, দাঁড়াই দাঁড়াই বাজায় মাদল অতুল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৬/৮৪)

**আঁজির =পেয়ারা*
আখা = উনুন

১৫৫৩

তুমি এলে, বিশ্বভুবনে দোলা দিলে।।

অনুক্রমণিকা

মনেতে মোর যে আশা ছিল, গানেতে মোর যে ভাষা ছিল।
আশা-নিরাশার যে কুয়াশা ছিল, সব ছাপিয়ে আজ উজাড়িলে।।

যে ভয়-ভ্রান্তি লুকোনো ছিল, আলস্য-ক্লান্তি ভরা ছিল।
যে অশান্তি দহিতেছিল, প্রাণের পরশে তা' সরালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৬/৮৪)

১৫৫৪

আমার নদী মধুমতী, কোন্ সে দেশে যাও।
পদ্মা নদীর প্রীতি নিয়ে সাগর পানে ধাও।।

তোমার ফুলে ফলে ভরা যা' কিছু সব মধুক্ষরা।
মিষ্টি মানুষ মিষ্টি কাশ কুশ, মিষ্টি চোখে চাও।।

ভালবাসি তোমায় আমি, রয়েছি ও চরণ চুমি'।
ৰাঙলা মায়ের শোভা তুমি, আজ কেন শুকাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৬/৮৪)

**মধুমতী বাঙলার একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ নদী। পদ্মা থেকে বেরিয়ে নদীটি বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। নদীটির প্রথমাংশের নাম গড়াই, মধ্যমাংশের নাম মধুমতী, শেষাংশের নাম হরিণঘাটা। নদীটি শুকিয়ে যাচ্ছে শুণে' গীতিকার অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করে গানটি রচনা করেন।*

১৫৫৫

কেতকী* পরাগে সুরভিত রাগে তুমি এসেছিলে অনুভবে।
তন্দ্রাজড়িত অঞ্জিত মাদকতা-মাখা আঁখিপল্লবে।।

অনুক্রমণিকা

বিশ্বের সব কিছু ভালো নিয়ে, যা' কিছু মন্দ সবারে সরিয়ে।
মমতার হাত দু'খানি বাড়িয়ে রাতুল চরণে নীরবে।।

যোগ্যতা মোর কিছুই ছিল না, ত্যাগ-তিতিক্ষা-তপ ও সাধনা।
এলে করে' অহেতুকী করুণা মোর মাঝে মধুর ভাবে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৬/৮৪)

**কেতকি(কেয়া) বর্ষার ফুল*

১৫৫৬

প্রাণের পরাগ ঢেলে' দিলে, মনের মধু নিয়ে গেলে।
নিজেকে জানতে না দিয়ে সব কিছু মোর জেনে' নিলে।।

বাইরে ছিল নিলাজ হাওয়া, মনের মাঝে সলাজ চাওয়া।
সব কিছু মোর ভুলিয়ে দিয়ে বিনিময়ে কী বা পেলে।।

ক্ষুদ্র আমি বৃহৎ তুমি, তোমার মাঝে আছি আমি।
আমায় পেয়ে কী-ই বা পেলে, আমায় দিয়ে নিজে হারালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৬/৮৪)

১৫৫৭

গুল্বাগিচায় রঙিন হাওয়ায় পরাগ ভেসে' যায় কী নেশায়।
দিলদরিয়ায় মধুর মায়ায় কলিরা কী যেন কয়ে যায়।।

অনুক্রমণিকা

ঊর্ধ্বে চেয়ে আশমানি ফুল, নিম্নে তাকায় মাতাল মহুল।
মুখ দেখাদেখি সেরে' সূর্যমুখী মধু ছড়িয়ে দেয় অজানায়।।

গানের ভাষায় কয় যে বুলবুল, বুকের ব্যথায় চাপে শিমূল ফুল।
ফাগুনে আগুন ঝরিয়ে দ্বিগুণ পলাশ উল্লাসে কেন মাতায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৬/৮৪)

১৫৫৮

বলেছিলে ফিরে' আসবে আবার, তারই আশাতেই পল গুণি।
সব অভীপ্সা মনে চেপে' রেখে' সুখস্বপ্নেরই জাল বুনি।।

দিন আসে যায় আশা-নিরাশায়, চিকন তন্তু কত ছিঁড়ে' যায়।
কত ডানা ভাঙ্গে ঝড়-ঝাপ্টায়, বরষে গরজে অশনি।।

কঠোরতা মাঝে হে কোমলতম, তব কাণে পশে আকুতি মম।
দূরে থাকিলেও অন্তরতম হিয়া মাঝে তব গান শুণি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৬/৮৪)

১৫৫৯

ওগো অজানা পথিক, দূরেই থেকে গেলে।
ডাকছি তোমায় এত, শুণতে নাহি পেলে।।

ঊষার অরুণ রক্তরাগে, ডাকছি তোমায় অনুরাগে।

অনুক্রমণিকা

সন্ধ্যাকাশে জাগে মোর আকুতি নভোনীলে।।

শিশির-সিক্ত শেফালীতে শরৎ সুনীল মূর্ছনাতে।
বসন্তেরই প্রাণের স্রোতে ফুলের গন্ধানিলে।*।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৬/৮৪)

**গন্ধানিল = গন্ধ + অনিল*
অনিল মানে বাতাস ।
গন্ধানিল মানে ফুলের সুগন্ধযুক্ত বাতাস।

১৫৬০

মেঘে ঢাকা বরষায় বারি-ঝরা তমসায় আঁখিনীরে ডেকে' গেছি তোমারে।
চঞ্চল পবনে মুখরিত স্বননে, অঞ্জন আঁকা ছিল মনের গভীরে।।

নীলাঞ্জন ছায়া ঝঞ্ঝায় উদ্বেল, সঞ্চিত পেলবতা পেল প্রভু এ কী শেল।
করকা ধারার 'পরে অশনির হুংকারে, হৃদয়বৃত্তি হারিয়ে গেছে তিমিরে।।

জানি এ তমিস্রা কেটে' যাবে একদিন, সব ঈতি* সরে' যাবে, ঊষসীতে হবে লীন।
আমার আঁখির 'পরে তমসার পরপারে, জ্যোতিধারা ধরা দেবে নন্দিত প্রহরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৬/৮৪)

**ইতি = বড় রকমের বিপদ*

১৫৬১

আসা আর যাওয়া, চাওয়া আর পাওয়া,
শুধু এ দু'য়ের মাঝে বেঁচে' থাকা।
পাহাড়ে সাগরে নীরধারা ধরে' যুক্ত করে সরিতৃকা।।

কত বার আসা, কত বার যাওয়া, কত মরু মাঝে পথহারা হওয়া।
বাষ্পের রূপে পুনঃ ফিরে' আসা, ডাক দেয় আশা-মরীচিকা।।

কারণে অকারণে চাওয়া, কিছু পাওয়া আর বেশী নাহি পাওয়া।
পাওয়া মাত্রেই তারে ভুলে' যাওয়া, যে সরায় সব কুহেলিকা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৬/৮৪)

১৫৬২

তোমায় আমায় এই পরিচয় কোন্ অতীতে কেউ জানে না।
তুমি যে আমার সারাৎসার, কেউ মানে, কেউ মানে না।।

আলোর দোলা যখন এল প্রাণের খেলা শুরু হ'ল।
অমানিশা সরে' গেল, কেউ দেখে' যায়, কেউ দেখে না।।

মলয় হাওয়া যখন এল, ফুলের শোভায় ভরে' গেল।
মরা গাঙে জোয়ার এল, কেউ বুঝে নেয়, কেউ বোঝে না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৬/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৫৬৩

আমার দুখের রাতে এলে প্রভু, সুখের দিনে এলে না।
আঁখির জলে ধরা দিলে, ফাঁকির ছলে ভুললে না।।

বসন্তেরই ফুলের ডালায়, সাজিয়ে রাখা পূজার্চনায়।
অর্ঘ্য দিতে পাইনি তোমায়, যেচে' নিলে বেদনা।।

হাসির খেলায় আলোর মেলায়, পাইনি তোমায় খুশির বেলায়।
নীরন্ধ্র এই অমানিশায় পেলুম তব করুণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৬/৮৪)

১৫৬৪

যে কভু কাছে আসে নি মোর তারই তরে নয়ন ঝরে।
যে কভু কয় নি কথা, ভালো কেন ৰেসেছি তারে।।

জলে স্থলে মহাকাশে ছুটে' বেড়াই তারই আশে।
পাই না কারো সকাশে, বাজে মনোবীণার তারে।।

আকুতি-ভরা হৃদয়ে প্রীতিমাখা মধু নিয়ে।
নিজেরে উজাড়ি' দিয়ে, কবে কাছে পাব যে তারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৬/৮৪)

১৫৬৫

বজ্রকঠোর কুসুমকোরক পিনাকপাণয়ে নমো নমস্তে।
রজতগিরিনিভ চন্দ্রশেখর সর্বগুণানি জানামি তে।।

অনুক্রমণিকা

পরেশঃ ত্বং প্রভু অপরেশঃ ত্বম্, আর্ত্তজনানাম্ আশ্রয়ঃ ত্বম্।
অনাদিকালাতীতঃ সান্তে সংস্থিতঃ নমো শান্তায় পশুপতে।।

সর্বরত্নাধীশঃ সর্বত্যাগী ত্বং মরকতমণি উদ্ভাসিতঃ ত্বম্।
বিশ্ববীজং বিশ্বস্যাদ্যং নমো শিবায় সম্ভূতপতে।।

মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৬/৮৪)

পরেশ = পরা ঈশ(যা কিছু চেতন সত্তা তার অধীশ(Cognitive faculty)
অপরেশ = অপর + ঈশ= Lord of material world
পশুপতি = Lord of the living world
সম্ভূতপতে= Lord of the creative world
সর্বগুণানি জানামি = সর্বজ্ঞ; স+ অন্ত = সান্ত

১৫৬৬

ভোল না আমারে তুমি, আমি তোমায় যাই যে ভুলে'।
ভুলি না নিতে তব দান, ভুলিয়া যাই দিতে গেলে।।

সুখের আলোর ঝলকানিতে তোমাকে না পাই দেখিতে।
কেঁদে' মরি দুখের রাতে দুঃখহরণ বাঁচাও বলে'।।

সুখেতে রচি যুক্তিজাল, বলি মানি না পরকাল।
মানি না তোমায় বিধাতা, দুঃখে বলি এসো চলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৬/৮৪)

১৫৬৭

অনুক্রমণিকা

আমি কুসুম পরাগে রয়েছি, মধুতে ভরিয়া দিয়েছি।
প্রাণের সাগর উত্তাল করে' ছন্দমুখর হয়েছি।।

আমি অজানার সুরে গান গাই, অসীমের ভাবে ভাষা পাই।
আমি অনিন্দ্যাননে নন্দন বনে নাশঞ্জয়ে জেনেছি।।

আমি কুসুমের কাণে কথা কই, সুষমার সুধাসারে রই।
আমি অনলে অনিলে স্মিত নভোনীলে চির নূতনেরে চিনেছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৬/৮৪)

১৫৬৮

চলে' যাবে যে তুমি কোথায় রেখে' আমায় বলো না।
গলে' গেছে যে বরফ, জানি ঝরে' যাবে হয়ে ঝরণা।।

শীতে নিষ্পত্র যে দ্রুম, বসন্তে ফোটাবে কুসুম।
ঊষসী-রাঙা কুমকুম সে কি পূর্বাকাশের ছলনা।।

হারিয়ে যাব যে আমি, গহন এ বনভূমি।
নিশানা দেখিও তুমি, নাই বা থাকুক আমার সাধনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৬/৮৪)

১৫৬৯

বসো আমার ঘরে ওগো প্রভু, মোর বাগানে ফুটেছে ফুল।
আস নি মোর গেহে তুমি কভু, নিয়ে ওই চরণ রাতুল।।

অনুক্রমণিকা

চম্পক কাননেরই গন্ধ নিয়ে, অমরারই সুধাস্যন্দ দিয়ে।
মানস কুসুমের মধু মাখিয়ে, গেঁথেছি মালা অতুল।।

শুদ্ধ শুচি মনে ধ্যানে জপে সাজায়েছি ঘর বহু তপে।
স্নিগ্ধ বরষাতে স্মিত নীপে, আশা দোলে দোদুল দুল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৬/৮৪)

১৫৭০

কার কথা সদা ভাব সুনয়না, কার পথ পানে আঁখি রেখে'।
কে সে চিতচোর হরিয়া নিয়েছে হৃদয় তোমার দূরে থেকে'।।

কিছুই তোমার চাহিবার নাই, নিজেরে বিলাতে চেয়েছ সদাই।
যাহা চেয়েছিলে তাহাই হয়েছে, সে নিয়ে গেছে সে কোন্ লোকে।।

আজ গেয়ে যাও তোমার কাহিনী, যাতে মিশে' আছে ওই হিয়াখানি।
ও হিয়ার ভার মর্মের তার, আঁখি জলে ভাসে লোকে লোকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৬/৮৪)

১৫৭১

তন্দ্রা নাবে যদি তুমি সরিয়ে দিও।
ক্লান্তি নিরবধি প্রেষণায় ভরে' নিও।।

এসেছি তব ইচ্ছায়, বেসেছি ভালো এ ধরায়।

অনুক্রমণিকা

হেসেছি ফুলশোভায়, এ কথাই গানে গেয়ো।।

তুমি ফুল, রেণু আমি, তুমি চন্দন, জল আমি।
তোমাতেই মিলেমিশে' থাকিতে মোরে দিও।
তুমি অপলক চোখে চেয়ো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৬/৮৪)

১৫৭২

রাতের কালো আলো করে' কে এল গো, কে এল।
মায়া-কাজল চোখে এঁকে' বিশ্বভুবন মাতাল।।

মন-মাতানো বাঁশীর সুরে প্রাণ-ভরানো গীতি ভরে'।
সব জড়িমা চূর্ণ করে' দীপক রাগে বাজাল।।

বিশ্বে তাহার নাই তুলনা, সপ্তলোকে তার দ্যোতনা।
সে-ই সত্য সে-ই সাধনা, এ সার কথা জানাল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৬/৮৪)

১৫৭৩

রত্নপ্রদীপ হাতে নিয়ে কে এলে গো অনুপম।
অপলকে চেয়ে' আছ প্রতি পলে পানে মম।।

অঙ্গে তোমার আলোক ভূষণ, সঙ্গে তোমার অলোক ভুবন।
অপাঙ্গে এ কী সম্মোহন, আকর্ষণ কী নিরুপম।।

অনুক্রমণিকা

মর্মে তোমার অপার প্রীতি, ধর্মে তোমার বিশ্বগীতি।
কর্মে তোমার কী আকুতি, ছন্দায়িত সুধাসম।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৬/৮৪)

১৫৭৪

নিষ্পত্র বনভূমি, নিস্পন্দ দিনেতে এলে।
কিশলয়ে ভরে দিলে, মরা ডালে ফুল ফোটালে।।

যে আশা ঝরিয়া গেছে, যে ভাষা মূক হয়েছে।
সে আশায় গুচ্ছে গুচ্ছে মুখরতা আনিলে।।

যে সরিতা শুকিয়ে মরুতে গেছে হারিয়ে।
ফল্গুধারা আনিয়ে তাহাকে বহায়ে দিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৬/৮৪)

১৫৭৫

তোমারই আশায় দিন কেটে' যায় কত যে যুগ ধরে' জান না।
প্রাণের বঁধু বিধুর মধু কেন বেদরদী জানি না।।

কত যে ফুল ফোটে, কত ঝরে' যায়, মেঘ আসে, বারি বরষায়।
তুমি আস না, ব্যথা বোঝ না, মনেতে মন দিয়ে মেশ না।।

সুস্নিগ্ধ বিধু আলোর মায়ায়, সুমিষ্ট মধু রসনা উপচায়।
এ বিধুতে মধু থেকেও থাকে না, যদি আমার কাছে এল না।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৬/৮৪)

১৫৭৬

কে গো লুকিয়ে ছিলে মনের মাঝে আমায় না জানিয়ে।
পরশমণি তুমি আমায় ছিলে ভুলিয়ে।।

ভেবেছিলুম অনাথ আমি, কেঁদেছিলুম দিবস-যামী।
আজিকার পরিচয়ে বুঝিয়ে দিলে তুমি আমায় ছেয়ে।।

হে আমার নিকটতম, তুমি মোর প্রিয়তম।
সারাৎসার তুমি মম লীলা করেছিলে হৃদয় নিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৬/৮৪)

১৫৭৭

তোমারে চেয়েছি ফোটা ফুলে আমি মধু-ভরা বনবীথিকায়।
মানস ভৃঙ্গ গুঞ্জরি' চলে দুর্নিবার এষণায়।।

প্রহরের পর প্রহর যে যায়, পল অনুপল অসীমে হারায়।
তুমি আসিলে না, কথা কহিলে না, ভাসি অশ্রুরই বরষায়।।

বেদরদী তব কী বা পরিচয়, কেন লীলা কর নিয়ে এ হৃদয়।
ব্যথা বুঝিলে না, কথা শুণিলে না, বেলা যায় ৰলাকা-পাখায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৬/৮৪)

১৫৭৮

অনুক্রমণিকা

চাঁপার কলি, তোমায় বলি একটু কাছে এসো না,
তুমি একটু কাছে এসো না।
লুকিয়ে তাকাও সুবাস বিলাও ধরাছোঁয়ায় আস না।।

ফুলের বনের বনস্পতি, দীর্ঘ ঋজু মধু প্রকৃতি।
তরুবরের ৰৱরুচি বর্ষা বারির ঝরণা।।

রূপসায়রের মধ্যমণি, স্বর্ণধারায় মর্মধ্বনি।
মর্ম মাঝে হারিয়ে যাওয়া ঝর্ণা-ঝরা এষণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৬/৮৪)

১৫৭৯

নীলাকাশে আলো ভাসে, এমন দিনে কে গো মনে এলে।
অশোকে পলাশে বনভূমি হাসে ব্যথা ভুলে'।।

চঞ্চল পবনে ফুলরেণু ভেসে' যায়, উচ্ছল স্বননে মর্মরে কেকা গায়।
ঝঙ্কৃত মননে বিধৃত নিক্কনে ব্যথা ভুলিয়ে কে প্রাণ ভরালে।।

আঁখির অঞ্জনে স্মৃতির গুঞ্জন, অসিতিমা ভঞ্জনে বর্ণ সুরঞ্জন।
আশা ভেসে' যায় মন্দাক্রান্তা ছন্দে তালে তালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৬/৮৪)

৫০০০ বছরের পুরানো মন্দাক্রান্তা ছন্দ

১৫৮০

অনুক্রমণিকা

অজানা পথিক, অলকার কথা শোণাও বারেক কাছে এসে'।
নীলাভ্রের নীহারিকা কণা কোন্ অজানায় যায় ভেসে'।।

যাহা দেখে' থাকি তাহাই কি ঠিক, যাহা নাহি দেখি সবই কি অলীক।
কোন্টা সত্যি কোন্টা মিথ্যে, কে ছিল অতীতে, গেছে খসে'।।
শাস্ত্রে যা' আছে অপৌরষেয়, শাস্ত্রে যা' নাই তাহাই কি হেয়।
মূল প্রশ্নের মূল উত্তর দিয়ে যাও মনেতে বসে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৬/৮৪)

১৫৮১

চাঁদে জোয়ারে, ফুলে মধুকরে কী প্রীতি ভরিয়া দিয়েছ।
পুষ্পকোরকে হসিত উদকে নন্দনমধু ঢেলেছ।।

কোন সত্তাই কারো থেকে নয় ত্যাজ্য দূর রহিত পরিচয়।
সবাইকে নিয়ে কী সমন্বয়ে বিশ্ব রচনা করেছ।।

তারা ভালৰাসে ধরার শিশুরে, শিশু কাছে চায় দূরের তারাকে।
সুনীলাম্বরে মলয় সমীরে মেঘমল্লারে গেয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৬/৮৪)

১৫৮২

নয়নের মণি হীরকের খনি নন্দনবনে চন্দনসার।
আসা-যাওয়া নেই, হ্রাস-ক্ষয় নেই, প্রীতিপয়োধির প্রমীল প্রসার।।

কোন্ সে অতীতে হেসেছিলে চিতে, নেই তা' তত্ত্বে নেই লেখনীতে।

অনুক্রমণিকা

শুধু জানি আছ ভালো বাসিয়াছ, তুমি বিনা মোর সবই যে অসার।।

আছ অনলে অনিলে স্মিত নভোনীলে, গ্রহ-তারকায় কাল কজ্জলে।
মণিকা-মাধুরী মমতায় ভরি' ছড়ায়ে দিয়েছ অমেয় অপার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৬/৮৪)

১৫৮৩

মলয়ানিলে কে গো তুমি এলে, শাখায় শাখায় দোলা দিলে।
মনের যত পুঞ্জীভূত ধূলো ঝেড়ে' প্রীতি মাখালে।।

তন্দ্রাহত ছিল যে জীবন, দৈন্যাহত ছিল যে মন।
সকল বিকৃতি সরিয়ে দিয়ে সুন্দর করে' সাজালে।।

সত্যের খোঁজ করি নি কখনো, ভয়ে পিছু হটিতাম অনুক্ষণ।
সাহস জাগালে, বল ভরে' দিলে, মানুষের কাজ বোঝালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৬/৮৪)

১৫৮৪

পাহাড় বেয়ে ঝরণা ধেয়ে যায় সে কার পানে কে জান তা' বলো না।
মনের মণিমঞ্জুষাতে কার ছবি ভাসে রাতে দিনে, মন নিয়ে কী এ ছলনা।।

ঘরেতে যে মন বসে না, আকাশ-বাতাস দেয় দ্যোতনা।
উদ্বেল মন সারা ক্ষণ চায় যারে সে যে অজানা।।

অনুক্রমণিকা

মনের ময়ূর নীল আকাশে কলাপ মেলে' নাচে হাসে।
ছন্দে তালে অনুপ্রাসে ছড়ায় চেতনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৬/৮৪)

১৫৮৫ (*Song of positivity and affirmation)*

যদি কথা নাহি কয়, সাড়া নাহি দেয়, তবু আমি তারে ডেকে' যাব।
চরণ ধরিতে নাহি যদি দেয়, পদধূলি পানে চেয়ে রব।।

কত দিন যায় কত না কাঁদায়ে, রাত বয়ে যায় অশ্রু বহায়ে।
তবু দমি নিকো, তবু থামি নিকো, মর্মের কথা কাণে দোব।।

উত্তুঙ্গ যে ৰাধাই আসুক, দুর্লঙ্ঘ্য যে গিরি থাকুক।
চরণাঘাতে বজ্রনিপাতে চূর্ণ করিয়া জয়ী হব।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৬/৮৪)

১৫৮৬

তোমার তরেই মালা গাঁথা, ভাবা শুধু তোমার কথা।
তুমি মনের মঞ্জুষাতে উপচে-পড়া মধুরতা।।

দিন আনে তোমার বারতা, রাতের মায়ায় তব স্নিগ্ধতা।
ঊষা-সন্ধ্যা মধুছন্দা, তোমার গীতির সুরে সাধা।।

তুমি ছাড়া আর কেহ নাই, আদির আগেও তোমাকে পাই।
শেষের শেষেও হাস সদাই, দূর অলকার হে দেবতা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৬/৮৪)

মনের মঞ্জুসা = ভাবনার ভেতর দিয়ে সেবা করা

অনুক্রমণিকা

১৫৮৭

মননিকুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে অলি আসে যায় কেন জানি না।
বসন্তানিলে চিত-নভোনীলে সে ৰলাকা কেন ডানা মেলে না।।।

চেয়েছি তাহারে শব্দে স্পর্শে সুহাস আকাশে অতনু সুবাসে।
চেয়েছি তাহারে কেতকী রভসে, চাওয়া তরু কেন ফুলে ভরে না।।

চেয়েছি তাহারে রূপায়িত রসে, গন্ধতরুর মন্দ বাতাসে।
চেয়েছি তাহারে শ্বাসে প্রশ্বাসে, দ্যোতমানতায় সে-ই যে প্রেষণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৬/৮৪)

ৰলাকা= Migratory bird, comes from Siberia in December, January and February. গন্ধতরু =Aromatic plant
চিত-নভোনীলে= In the blues of my mental sky

১৫৮৮

চন্দনসুরভি-মাখা কে গো এলে আজি।
অঞ্জন নয়নে আঁকা, মোর কাছে কিছু না যাচি'।।

বলিলাম চিনি না তোমায়, দেখেছি মনে নাহি হয়।
ভেবেছি মনে মনে নিরালায় আসন রচি'।।

বলিলে জানো আমায়, মোর সাথে তব পরিচয়।
অনাদি কালের থেকে এসেছি শত রূপে সাজি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৬/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৫৮৯

যেও না, একটু থাকো, মোর আরও কথা আছে বাকি।
মেনো না আমার কথা, শুণে' যেতে আছে ক্ষতি কী।।

ফুল কেন ঝরে' যায়, প্রীতিমালা কেন শুকায়।
কেন যে দোলা জাগায় এ ভাবনা রাখি ঢাকি'।।

শরতে শিউলি আসে, হিমে কমল না হাসে।
মঞ্জুল নীলাকাশে বলাকা ভাসে কী আশে ডাকি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৬/৮৪)

মঞ্জুল = Vibrated

১৫৯০

আসিবে না তুমি যদি, কেন তবে পথপানে চাওয়া।
হাসিতে ভুলে' গেছ যদি, কেন দিবানিশি ডেকে' যাওয়া।।

দখিণা পবন কয়ে যায়, ডাকিলে সে সাড়া নাহি দেয়।
প্রীতি জানে, রীতি ভুলে' যায়, কেন তার তরে গান গাওয়া।।

ভ্রমরা কাণে কাণে কয়, প্রীতি দেয় প্রীতি নাহি নেয়।
তার সাথে যার পরিচয়, সে বলে অলঙ্ঘ্য সে মায়া।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৬/৮৪)

দখিণা পবন = Southern breeze coming from Malaysia to Bengal

অনুক্রমণিকা

অলঙ্ঘ্য = Unsurmountable

১৫৯১

তোমার তরে জীবন ভরে' গেয়ে গেছি গীতি।
নাই বা থাকুক ছন্দ-দ্যুতি, নাই বা থাকুক রীতি।।

স্বপ্নসাধের হে দেবতা, মর্ত্য মায়ায় কও না কথা।
বোঝ আমার ব্যাকুলতা, মর্মে মাখা প্রীতি।।

দুখের রাতে সুখের প্রাতে খেলছ খেলা আমার সাথে।
মনের সকল মূর্ছনাতে লীলায় ভাস নিতি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৭/৮৪)

১৫৯২

ভেবেছি, ভেবে' চলি আমি তব কথা দিবা-শর্বরী।
মেনেছি, মান জানি তুমি, হার মোর মন-প্রাণ ভরি'।।

সোজা পথে চলিনিকো, তাই বক্রতা উৎক্রমি' যাই।
যে বক্রতা মোরে বেঁধেছিল মোহডোরে, তাহারে সতর্কে পাশরি।।

কাছে থেকে কাছে নাহি পাই, চাই যে বাহিরে মনে না তাকাই।
রাজ-সমারোহে এলে তাই সকল আঁধার দূর করি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৭/৮৪)

শর্বরী = রাত্রি

অনুক্রমণিকা

শবরী= Tribal girl

১৫৯৩

ঝরণার আমি উচ্ছল জলধারা।
অদ্রির কথা দ্রবিত বারতা সিন্ধুতে পৌঁছাই মধুমুখরা।।

কোন ৰাধাই মোরে বাঁধিতে নাহি পারে।
দৈত্যাকার কারা রোধিতে নারে মোরে।
প্রাণচঞ্চল আমি হয়ে যাই পাগলপারা।।

কোন ৰাধাকেই আমি কখনো নাহি ডরি।
বিশুষ্ক কন্ঠ সুধানীরে দিই ভরি'।
কলকলোচ্ছল আমি নেচে' যাই বাঁধনহারা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৭/৮৪)

১৫৯৪

বকুল তরুর ছায়ে কে গো এলে ফুল বিছায়ে।।

কও নি কথা কারো সনে, ছিলে সোণার সিংহাসনে।
বসন্তেরই রঙের গানে মন ভরিয়ে।।

এমনটি আর পাব কোথায়, বাহির-ভিতর রাঙিয়ে দেয়।
মনের কোণে তুলির টানে মধু মাখিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৭/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৫৯৫

তুমি আমায় চেয়েছিলে প্রিয়, আমি তো চাই নি তোমারে।
তুমি আমায় ভালো ৰেসেছিলে, আমি রাখি নিকো স্মৃতিহারে।।

অহেতুকী কৃপা কত না পেয়েছি, রূপে রসে মন ভরিয়া তুলেছি।
কুসুমে ফলে মলয়ানিলে পরশ দিয়েছ আমারে।।

যা' চেয়েছি তার বেশীই দিয়েছ, যাহা কল্মষ সরায়ে নিয়েছ।
হিত-এষণায়, ঋত-দেশনায় ভরায়ে দিয়েছ সুধাসারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৭/৮৪)

১৫৯৬

তোমার নামটি নিয়ে সাথে একাই চলিতে পারি আমি তব পথে।।

রাত্রি যতই ঘনান্ধকার হোক, বিভীষিকা বীভৎস তার।
সু-উচ্চ শিরে তব গীতে সুরে গেয়ে যাব পতাকা হাতে।।

কোন ৰাধাতেই নাহি ডরি আমি, কোন সংকটে নাহি যাব থামি'।
স্বর্ণদ্যুতিতে হে পরশমণি থেকো সাথে জ্যোতিঃসম্পাতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৭/৮৪)

১৫৯৭

নিশীথে মালা হাতে চেয়েছিলুম, আমি আসা-পথে।

অনুক্রমণিকা

জ্যোৎস্নায় মেঘমালায় মিলেমিশে' ছিল আঁখিপাতে।।

মালতীর প্রতি পরাগে চামেলীর অনুরাগে।
ভেসেছিল কী সুর ছন্দমুখরতার সাথে সাথে।।

তুমি এলে মন ভরালে, সকল গ্লানি সরিয়ে দিলে।
ভালবাসার রাগে পূর্ণ করে' দিলে সে সঙ্গীতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৭/৮৪)

১৫৯৮

মণিকার মহামন্ত্রে মোর মন মেতেছে।
যা' ছিল পাওয়া না-পাওয়ায়, সে আজি কাছে এসেছে।।

যা' ছিল দ্বিধায় ভরা, সরিতা মরুতে হারা।
বাদলের স্নিগ্ধ হাওয়ায় সরসতা ফিরে' পেয়েছে।।

আজিকে বনতল আকুল চঞ্চল।
ঝরা পাতারই দল কিশলয় সাজে সেজেছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৭/৮৪)

১৫৯৯

মোর মনের কোণে কে এলে।
নীরবে এসে' নীরবে বসে' নেবানো দীপগুলি জ্বালালে।।

যাহারে ভেবেছিনু দিবস-যামী, যাহারে চেয়েছিনু সে-ই গো তুমি।

অনুক্রমণিকা

এতদিনে বিরলে বিজনে মুকুতা-ঝরা হাসি হাসিলে।।

অজানা পথিক আজও কি অজানা, চাঁদ-জোয়ারের কথা কার না জানা।
মনের দেউলে মধু হিল্লোলে রূপে রসে আজি ধরা দিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৭/৮৪)

১৬০০

মনের কেকা কাঁদে একা একা দূর আকাশে চেয়ে।
চাঁদ আছে মেঘ আছে, নেই কো রাকা ভরা মধু বায়ে।।

বলা নেই কওয়া নেই আসিলে না, প্রীতি-বিরহ নেই তাকালে না।
দূর থেকে দূরে গেলে, ডাকিলে না, গেলে অচেনা হয়ে।।

একদিন মোর কাছে কত না ছিলে, মনের মাধুরী মোর রঙে রাঙালে।
রূপ থেকে রূপাতীতে নিয়ে গেলে মায়া-অলকা বেয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৭/৮৪)

১৬০১

রূপের সাগর পেরিয়ে এসে' অরূপ তোমায় পেয়েছি।
দ্বন্দ্বাতীত তন্দ্রাতীত ঊর্মিমালায় দেখেছি।।

দর্শনেতে পাইনি তোমায়, বিজ্ঞান জানায় নি তোমায়।
ভালবাসার মোহন ডোরে মধুর ভাবে জেনেছি।।

অনুক্রমণিকা

ধূপে দীপে ফুলের ডালায় আনুষ্ঠানিক পূজার্চনায়।
ভাষাতে ৰাঁধা প্রার্থনায় দাও না ধরা মেনেছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৭/৮৪)

১৬০২

তোমার কথা ভেবে' ভেবে' হই উতলা,
তোমার ছবি মনের মাঝে দেয় যে দোলা।
তোমার হাসি মোহন বাঁশী হিয়ায় পশি',
আমার সকল সত্তাই করে আপন-ভোলা।।

শরৎ শুভ্র মেঘে হিমেল হাওয়ায়,
বলাকা যখন পাখা মেলে' যায়।
সেই স্বপ্নিল পরিবেশে নীহারিকায়,
আমার 'ছোট আমি'-র শেষ যে হয় না চলা।।

শীতের কুয়াশাতে হিমজড়তায়,
তুহিনের প্রাণোত্তাপ হারিয়ে যায়।
শেষে আস বসন্তেরই ঊর্মিমালায়,
মুখর করে' দাও কথা না-বলা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৭/৮৪)

১৬০৩

আলোকোজ্জ্বল তুমি ভরে' আছ মনোভূমি,
নিত্য সত্য তুমি অলোকের পানে ধাও।
সবার সকল চাওয়া, সবার সকল পাওয়া,

অনুক্রমণিকা

সবেতে নিহিত থেকে' অসীমে ভাসায়ে যাও।।

হে প্রভু, তোমায় আমি শত রূপে দেখেছি,
না জানিয়া তব ধূলি বারে বারে মেখেছি।
মোহেতে মরেছি কেঁদে' নিজেই নয়ন বেঁধে',
এ মোর নিগড়ে তুমি নিজ হাতে খুলে' দাও।।

কাছে টেনে' নিই নিকো যদিও কাছে পেয়েছি,
করণীয় নাহি করে' মনে ব্যথা দিয়েছি।
নিজেরই কুম্ভীপাকে জড়ায়েছি পাকে পাকে,
এ মোহ-বিপাকে মোর কৃপাবারি বরষাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৭/৮৪)

১৬০৪

মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছি মাটির ঘরে প্রভু আজিকে।
আমার বলিতে কিছু নাই জগতে, সার শুধু জেনেছি তোমাকে।।

ছিল না আমার কিছু, নাই যে কিছু, ছুটেছি আশা-মরীচিকারই পিছু।
চাওয়া আর না-চাওয়া, পাওয়া আর না-পাওয়া,
প্রলাপে বিলাপে কাঁদায় আমাকে।।

তন্দ্রা আসে পথে মন্দানিলে হায়, কুসুম সুরভি অতীতের মাঝে লীন হয়। যা' দেখেছি দু'নয়নে, যা' ভেবেছি আনমনে,
সব নিয়ে ধরা দাও মনকোরকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৭/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৬০৫

তোমারে ভুলিয়া যাই যদি, মোর ভুল ভাঙ্গিয়ে দিও।
নিজেরে সম্মান দিতে গেলে তুমি শুধরিয়ে নিও।।

আঁধার নিশায় তুমি দীপাবলি গো, মরুযাত্রীর মারব দ্বীপ।
বিশুষ্ক কণ্ঠে নীরধারা গো, পদদলিতের স্মিত মধু নীপ।
তুমি আছ তাই আছি, আছে ধরা, এ গান সতত কাণে গেয়ো।।

প্রপঞ্চ মাঝে আমি একা, দাবানলে সব-হারা কেকা।
দগ্ধ কাননে কৃষ্ণ তিলকে কপালে ফাগের রেখা আঁকিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৭/৮৪)

মারব দ্বীপ = মরুদ্যান

১৬০৬

এই দুর্মদ মাদকতা কেন দিয়েছ, বলো কেন দিয়েছ।
শোণিতধারায় এই চঞ্চলতা রূপে রসে কেন এনেছ।।

কহিতে চাহি নি যাহা কহিতে হয়েছে, লুকানো মর্মকথা ব্যক্ত হয়েছে।
যা' ছিল মনের কোণে নিভৃত ভুবনে, তাহাকে আলোয় ঢেলেছ।।

নিলাজ নহি আমি ওগো প্রিয় তব সম,
কহি না মনের কথা হোক যত অনুপম।
মনের মাঝারে আছ, সবই শুণে' চলেছ, অন্তরে তুলে' ধরেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৭/৮৪)

মানুষের মধ্যে Hypocrisy থাকে এর

অনুক্রমণিকা

ফলে নিজেই অসুবিধায় পরে

১৬০৭

তুমি কত লীলা জান।
নিকটে দূরে, আলো-আঁধারে মিলন ছলে বিরহ আন।।

ফুলের পরাগে দূরে ভেসে' যাও, রাগে অনুরাগে অসীমে মিশাও।
ভাব সমাহারে কল্পনাহারে দুঃখ-সুখের জাল যে বোন।।

অরূপ তোমাকে বোঝা নাহি যায়, চিনেও মনে হয় চিনি না তোমায়।
দূর দিগন্তে কোন্ অনন্তে ভালবাসায় আমাকে টান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৭/৮৪)

১৬০৮ Pure classical-এ টপ্পার চাল ।

ফুলের মধুকে অভ্র বিধুকে কী সুরে বেঁধেছ রাগে রূপে।
মনের কিরণে বরণে বরণে ছড়ায়েছ রত্নদীপে।।

আমার বলিতে কিছুই ছিল না, ভালবাসা নিতে কেহই এল না।
গোপনে গোপনে কহিলে কাণে কাণে, আমি রহিয়াছি স্মিত নীপে।।

যার কেহ নাই তুমি আছ তার, না-থাকারই মাঝে তুমি সারাৎসার।
চলেছ ভেসে' ভেসে' মোহন হাসি হেসে' নিজেরে বিলায়ে গন্ধধূপে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৭/৮৪)

১৬০৯

ভালো দিয়ে তৈরী তুমি, ভালোর মাঝে বাসা বেঁধেছ।
আলোয় আলো ভরিয়ে দিয়ে মৃত্যুতে অমৃত ঢেলেছ।।

চাই নি তোমায় আমি কভু, বিপদে ডেকেছি প্রভু।
ভালবাসার স্বর্ণাভরণ মনেতে সুর দিয়েছ।।

হারানোর ভয় নেই যে তোমার, সৃষ্টি-স্থিতি-মহাপ্রলয়।
সব কিছুতেই জেগে' আছ, সব কিছুকেই ভরে' রয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৭/৮৪)

১৬১০

মনের গহনে তুমি কে গো এলে, মোরে তন্ময় করে' দিলে।
নিমেষে সকল গ্লানি সরিয়ে দিয়ে আমারে তোমার করে' নিলে।।

কৃপার যোগ্য নই আমি কখনো, তব মনোমত কাজ করি নি কোন।
নিজেই এলে, নিজেই ধরা দিলে, অহেতুকী কৃপা বরষিলে।।

কুসুমে সুরভি সম আমাতে তুমি, প্রাণের প্রদীপে বহ্নিশিখা তুমি।
তুমি ছাড়া আমি নাই, কিছুই যে নাই, সারকথা মর্মে শোণালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৭/৮৪)

১৬১১ নব্য মানবতাবাদ

আলোর দেশে তরুণ হেসে' বলে, মিথ্যেয় ভুলছি না,
ঠকছি না, ঠকাচ্ছি না।
ফাঁকা কথার ঝলকানিতে আর কখনও টলছি না,
আর তা' কাণে তুলছি না।।

সবাই আসে আলোর আশে, বাঁধা পড়ে কালোর ফাঁসে।

অনুক্রমণিকা

লোভের বশে পথের দোষে জড়ায় যেথায় জাল বোনা।।

মানুষ মানুষ এক পরিবার, একই দুঃখ-সুখ যে সবার।
চরম কথা এ সত্য সার, গাইতে দ্বিধা করছি না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৭/৮৪)

১৬১২

তোমারে চেয়েছি মনে প্রাণে আমি সারা সত্তার অর্ঘ্যতে।
নিবিড় নিশীথে আলো-ঝরা প্রাতে সুরে ও ছন্দে রাগেতে।।

হারাবার মোর কোন কিছু নাই, সব বিনিময়ে তোমাকেই চাই।
আমার আকুতি মর্মের গীতি পুষ্পিত হয় তোমাতে।।

ভুলেছিলুম তোমায় এতদিন, জড়ৰন্ধনে ছিনু জড়ে লীন।
অন্তর পানে না চাহিয়া শুধু চেয়ে গেছি বাহিরেতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৭/৮৪)

১৬১৩

চাহিয়া চাহিয়া থাকি, ধৈর্য ধরিয়া রাখি,
মনসিজ মাধুরী মাখি' মথিত মধুর।
ভাবিয়া ভাবিয়া দেখি, কিছুরই নাহি যে বাকি,
সবার সমাহারে অরূপ এ রূপ বিধুর।।

শত জ্যোৎস্নায় যার স্নিগ্ধতা উপচায়,
শত মণি-মুক্তায় উপমা না করা যায়।
মনের কোণেতে হাসে শত শত অনুপ্রাসে,

লীলা বোঝা ভার চিরন্তন এ বঁধুর।।

কুসুম পরাগে ভাসে অনুরাগে নীলাকাশে,
চন্দনসুধাস্যন্দ ঈতি করে দূর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৭/৮৪)

ঈতি = বড় রকমের বিপদ

১৬১৪

নয়নে নয়ন রেখে' মনের গহনে শোণাও গান।
তোমাতে আমাতে ঘুচে' যাক সব ব্যবধান।।

চলেছি তোমারই পথে কবে সে কোন প্রভাতে।
ভুলেছি তিথি-মিতি, ভুলেছি কীসের ছিল টান।।

ভালৰাসিতে জান, সৰারে নিকটে টান।
সবায় প্রীতিছায়ায় মমতায় করাও মুক্তিস্নান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৭/৮৪)

১৬১৫

তুমি আসবে জানি মোর ঘরে।
দিন কেটেছে ডেকে' ডেকে', রাত চলে' যায় আঁখিনীরে।।

গ্রীষ্ম গেছে, বর্ষা গেছে, আশা নিরাশায় ঘিরেছে।
শরতেরই শিউলিগুচ্ছে ডেকে' গেছি সাদরে।।

হেমন্তেরই হিমেল হাওয়ায়, শীতকালেরই কন্ কনে বায়।
দাও নি সাড়া, তাকাও নিকো, এলে বসন্তের সুরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১/৮৪)

একই গানে ছয় ঋতুর প্রকাশ

১৬১৬

এই হৃদয়ের মালাখানি তোমার তরে গেঁথে' রাখা।
তোমায় দিলুম অর্ঘ্য দানি'।।

ভালো না লাগে তুলে' নিও না, মন না ভরে চেয়ে দেখো না।
অশ্রুভরা বেদনা-ঝরা আছে এতে মোর মর্মবাণী।।

ক্ষুদ্র আমি, বৃহৎ আশা, তোমায় পেতে তাই দুরাশা।
যদি না চাও মোরে প্রীতিডোরে কেন বেঁধেছ, এনেছ টানি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১/৮৪)

১৬১৭

চলার পথের সাথী মম, আঁধার নিশায় ধ্রুবতারা।
নিরাশ প্রাণে আশা অনুপম, এক সুরে সাধা একতারা।।

তুমি সাধ্য তুমি সাধনা, যুগ-যুগান্তের তুমিই প্রেরণা।
অনাদি কালস্রোতে হাস অনন্তে দুঃখ-সুখের বাঁধনহারা।।

তোমাকে চিনিতে পারা নাহি যায়, তোমাকে বুঝে' ওঠা আরও বেশী দায়।
তোমাতে মিশে' যাওয়া, তোমার তুমি হওয়া, আমার নেই পথ এ পথ ছাড়া।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৬১৮

তোমারে চেয়েছি মনে প্রাণে আমি, চেয়েছি হৃদয়াকাশে—
আমি চেয়েছি হৃদয়াকাশে ।
তৃষিত নয়ন অতৃপ্ত মন তব দরশন আশে—
প্রিয় তব দরশন আশে।।

উচাটন মন তোমার তরে, স্থির কিছুতেই রয় না ঘরে।
চঞ্চল মাঝে তুমি শুধু স্থির, লুকায়ে রয়েছ গহনে গভীর।
শারদ নিশীথে শুক্লা তিথিতে তব প্রীতিকণা ভাসে—
প্রিয় তব প্রীতিকণা ভাসে।।

বারে বারে আমি তোমারেই চাই, আর কিছুতেই তৃপ্তি না পাই।
উদ্বেল হিয়া তোমারই লাগিয়া,
এসো অনাবিল হেসে', (তুমি) মনে প্রাণে থাক মিশে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৭/৮৪)

১৬১৯

তোমাকেই ভালো বেসেছি, দোষ-গুণ নাহি দেখেছি।
জোয়ারের বারি আমি চাঁদের টানে ছুটে' চলেছি।।

হে মহোদধি, হে অনন্ত, ঊর্মিমালায় চির শান্ত।
হৃদয়ের প্রশান্তিতে তোমাকেই সার জেনেছি।।

পাষাণ-দেবতা কয় না কথা, বোঝে না মনের ব্যথা-ব্যাকুলতা।
নও কো পাষাণ হে প্রচেতা, তুমিই সারাৎসার বুঝেছি।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৭/৮৪)

১৬২০

আলোকের নিমন্ত্রণে এসো প্রভু এসো প্রিয় আমার।
ভূলোকের এ আহ্বানে দূরে থেকো নাকো তুমি আর।।

সবাই তোমায় চায় যে কাছে, সবার এ এষণা আছে।
এসো তুমি ধরায় নামি' উজ্জ্বলিয়া জ্যোতিঃহার।।

ফুলের মধু নভোবিধু জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ মহাসিন্ধু।
যাহাই ভালো প্রীতির আলো সবার তুমি সমাহার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৭/৮৪)

১৬২১

তুমি ভালো বেসেছ আমারে, আমি ভালো ৰাসি নি তোমায়।
তুমি কত যে দিয়েছ মোরে, অতৃপ্ত হিয়া আরও চায়।।

দিই নি তোমায় কিছু আমি কখনো, করি নি তোমার কাজ ভুলেও কোন।
একতরফা শুধু চেয়ে গেছি, ভুলে' গিয়ে গ্লানি-লজ্জায়।।

বিপদে পড়িলে শুধু ডেকেছি তোমায়, বিপন্মুক্ত করা যেন তব দায়।
তবু ক্লেশ বুঝিয়াছ, কৃপা করেছ, এ ঋণ শোধ না কভু করা যায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৭/৮৪)

১৬২২

মনের রাজা তোমারই তরে মনকে সাজায়ে রেখেছি।
সুধাসারে ছন্দে সুরে তোমাতেই আপ্লুত হয়েছি।।

তুমি ছাড়া নাই দিনের আলো, তুমি ছাড়া নাই আঁখিতারারই কালো।
ভালোর ভালো তুমি প্রীতির আলো, ভালবাসাতে ভরা প্রাণ পেয়েছি।।

আঁধার নিশায় তুমি শুকতারা গো, আজিকে তোমাকে চিনিলাম।
দেশাতীত তুমি প্রিয় সর্বগ, অভীষ্টে তুমি অভিরাম।
লীলা কর অন্তরে, লীলায়িত বাহিরে, লীলার মাধুরী মেখেছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৭/৮৪)

১৬২৩

তোমারে চেয়েছি মন-প্রাণ মাঝে।
মথিত হৃদয়ে নিভৃত নিলয়ে আমার সকল চিন্তায় সকল কাজে।।

প্রভাত-কুসুমে নিকষিত হেমে অনুধারায় যে প্রীতি আসে নেমে'।
যাহা ভাবিয়াছি, যাহা ভাবি নাই, সব কিছুই যেন তব দ্যুতিতে রাজে।।

যে মধু ছিল ঢাকা মনের কোরকে, যে বিধু দিত উঁকি মেঘের ফাঁকে ফাঁকে। যে সলাজ আঁখি তোমার পানে দেখি' নিজেরে হারায়, তারে টেনে' নাও কাছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৭/৮৪)

১৬২৪

প্রভু তোমায় শত রূপে আমি দেখেছি, শত ভাবে ভাবিতে চেয়েছি।।

বীণার তারে তুমি আছ, ঝংকারে মন মাতিয়েছ।

অনুক্রমণিকা

শ্রুতির মাঝে প্রীতিলাজে তোমায় নিকটে টেনে' নিয়েছি।।

বাহির-ভিতর এক হয়ে যায়, কাছের দূরের ভেদ যে হারায়।
তোমার গানে তোমার টানে তোমাকেই শুধু খুঁজেছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৭/৮৪)

১৬২৫

নিয়ে আমায় এ বিশ্বময় লীলা করে' তুমি চলেছ।
বোঝা না যায় হে লীলাময় কী সুখ এতে তুমি পেয়েছ।।

দিয়েছ মধু কোরকে শুধু, ফুলেতে মনেতে দু'য়েতে।
নিঠুর বঁধু মরুর ধূ ধূ হৃদয়ে দিয়েছ জ্বলিতে।
লীলার ধারায় বলো আমায় এত দূরে কেন রয়েছ।।

চাই না আমি বুঝিতে তোমায়, ডাকি না কোন পাবার আশায়।
চাই দেখিতে ওতঃপ্রোতে, আমায় তোমার করে' নিয়েছ।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৭/৮৪)

১৬২৬

ভালো ৰাসিয়াছি তোমাকেই আমি নামে রূপে রূপাতীতে।
মনের মাধুরী মন্থন করি' সাজায়েছি প্রীতি-বেদীতে।।

চাই না কিছুই তোমার সকাশে, তব দ্যুতি যেন সদা মনে ভাসে।
বসন্তানিলে স্মিত নভোনীলে ভরে' থাক তুমি আমাতে।।

হে সুধার্ণব! তোমাতেই আছি, ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে' রয়ে গেছি।

অনুক্রমণিকা

এ ভালবাসার এ মুমুক্ষার পরাগতি প্রভু তোমাতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৭/৮৪)

১৬২৭

কত কাছে ছিলে, দূরে চলে' গেলে,
আমি ছিনু বসে' আসারই আশে, নাহি এলে।।

যে গান রচিলে, মোরে শিখাইলে, মোর কণ্ঠে তা' না শুণিয়া গেলে।
যে বীণার তারে ভুবন মাতালে, সে তার ছিঁড়িয়া দিলে।।

ওগো বেদরদী, এ তব লীলায় অলোকালোকে প্রধাবিত হয়।
যারা ভাবে আছে তব কাছে কাছে তারাই বিরহানলে জ্বলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৭/৮৪)

১৬২৮

এক মনেতে একতারাতে একটি সুরেই ডেকেছি তোমায়, তোমায় প্রভু তোমায়।
পুণ্যের ভার ছিল না আমার, ছিল না প্রতীতি বিদ্যায়।।

কাল কাটাই নি অলস আবেশে অতীতমুখর স্মৃতির সরসে।
যাহাই পেয়েছি কাজে লাগিয়েছি, গেঁথেছি প্রীতির মালায়।।

বলি নি বিপদে করো মোরে ত্রাণ, চাই নি কখনো কোন ৰৱদান।
বলেছি ত্যজি' মান-অভিমান, কাজে লাগাও গো আমায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৭/৮৪)

১৬২৯

অনুক্রমণিকা

ফুলৰনে আসে অলি, কী কথা কয় ফুলের কাণে।
মনবনে তুমি অলি, কও যে কথা গানে গানে।।

লুকায়ে থাকিতে চাই, লুকাতে নাহি যে পাই।
অভ্র 'পরে অদ্রি শিরে আছ গভীরে গহনে।।

যে কথা কহিতে চাই, কহিতে ভরসা না পাই।
মর্মকথা গোপন ব্যথা ভাসে তোমার সুরে তানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৭/৮৪)

১৬৩০

তোমার সুরে হৃদয় ভরে, তোমার তরেই কাঁদা-হাসা।
তুমিই মনের মঞ্জুষাতে উপচে'-পড়া ভালবাসা।।

আঁধার নিশায় তুমিই আলো, মরুর তৃষায় বারি ঢাল।
ভাবসাগরের রূপাধারে তোমায় নিয়েই যাওয়া-আসা।।

অন্তবিহীন অলখ দ্যুতি, উপমাহীন প্রীতির গীতি।
চিদাকাশে স্মিত হাসে ছন্দায়িত মর্মভাষা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৭/৮৪)

রূপ = র = রঞ্জতি
উ = উদগিরতি
প = পশ্যতি

র+উ+প = রূপ 〉পৃষিদীর্ঘে রূপ
রূপগত আধার = রূপাধার

অনুক্রমণিকা

১৬৩১ Structure গজল, ঠাট টপ্পা

তুমি এসেছিলে, দীপ জ্বেলেছিলে, কী মন্ত্রবলে তমঃ নাশিলে।
মনের মুকুরে সাজালে স্তরে স্তরে, ভাবে রূপে ঘিরে' সুরে তালে।।

বলিলে ভয় নাই প্রীতির গীতি গাই, অনাবিলতা চাই পলে বিপলে।।

আসিয়াছি আমি মর্ত্যলোকে নামি', থাকি দিবস-যামী না মানি' কালাকালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৭/৮৪)

১৬৩২

মধুর পরশে হরষে তুমি এলে প্রিয়তম ঘরে।
পরিতোষে সহাসে ফুলেরা বরণ করে তোমারে।।

মধুতে মধুতে প্রীতি উপচায়, গীতিতে গীতিতে সুধা বরষায়।
ছন্দে ছন্দে নব দ্যোতনায় অর্ঘ্য সাজাই উপাচারে।।

নৃত্যের মধুরিমা হিয়ায় পল্লবে পুষ্পে ঝলকায়।
স্মৃতির মোহন অলকায় দ্যুতি ভাসে বিদারি' তিমিরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৭/৮৪)

১৬৩৩

তোমারই আসার আশে ফুল ফুটেছে বনে বনে।
এসো তুমি ধীরে ছন্দে সুরে তালে গানে।।

অনুক্রমণিকা

সবাই তোমায় যে পেতে চায়, তোমার রঙে রঙ যে মেশায়।
তোমার লীলায় বিশ্বদোলায়, সবাই ছোটে তোমা' পানে।।

তুমি ভূমা সবাই অণু, ছন্দায়িত মর্মবেণু।
দ্রুতি চপল হয় যে স্থাণু তোমায় ভেবে' মনের কোণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৭/৮৪)

১৬৩৪

মধুর চরণে অনুপ রণনে মৃদু সমীরণে কে গো এলে।
কে গো এলে, তুমি কে গো এলে।
মনের গভীরে তন্দ্রা নিথরে মুকুতার হারে সাজাইলে।।

পরশে তোমার মলয় আবেশ, হরষে তোমার সুধা সমাবেশ।
রাখে সে মন্দ্র মোহনেরই রেশ প্রাণের সোণালী উপকূলে।।

প্রসুপ্ত কলি ফুটিয়া উঠিল, পাপড়িতে ঢাকা মধু যে ঝরিল।
প্রীতির পরশে প্রাণ ভরে' গেল মর্মমেখলা নভোনীলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৭/৮৪)

১৬৩৫

দখিণা পবনে আনমনে মালা গেঁথেছিনু প্রিয় তোমারই তরে।
বাতায়নে গুঞ্জরণে অলি এসে' জুটেছিল থরে থরে।।

মন ভেসে' গিয়েছিল কোন্ সুদূরে, কেতকীরেণু সম বেণুর সুরে।
প্রীতিধারে উচ্ছল ভুলি' নিজেরে, তোমারে খুঁজেছি হিয়ার গভীরে।।

অনুক্রমণিকা

কতদিন চলে গেছে, কাল যে গেছে, মনের মুকুরে কত ছবি ভেসেছে।
রাগে রূপে তারা সব ধরা দিয়েছে, হে নিত্য শাশ্বত সুধাসারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৭/৮৪)

১৬৩৬

ভালো বেসেছ আমারে তুমি, তাই শত রূপে মোরে ঘের।
নিত্য সত্য হইয়াও তবু দ্বৈত ভাবেতে ধরা পড়।।

অগাধ অপার লীলা যে তোমার, বুঝিয়াও বোঝা হয়ে যায় ভার।
যে বুদ্ধি-ৰোধি বিচারিয়া দেখে তাদেরও নিজ হাতে গড়।।

তর্কজালেতে ধরা নাহি দাও, মর্মনিগড়ে বাঁধা পড়ে' যাও।
বাচক ও দার্শনিকের সাথে চাঁদে-মেঘে সদা লীলা কর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৭/৮৪)

১৬৩৭

আঁধার নিশায় তুমি দীপাবলী।
প্রিয় তুমি প্রিয় গহন অরণ্যে মধু কাকলি।।

শুষ্ক মরুবুকে তুমিই নীরধারা,
নীরস ম্লান মুখে দ্যুতি আশা-ভরা।
হেরে' যাওয়ার গ্লানি তোমাতে ভুলি'।।

যা' কিছু চাই নাই, তোমাকে আছে ঘেরি',
যা' কিছু পাই নাই, তোমাতে আছে ভরি'।
আমার পাওয়া তোমায় দিয়ে যাব চলি'।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৭/৮৪)

১৬৩৮

সিন্ধুর রণনে শুক্তি-অন্বেষণে পরিচয় হয়েছিল গান গেয়ে।
ঊর্মি নাচে ছন্দ মাঝে, তোমাকে পাবার আশা জাগে হৃদয়ে।।

চাঁদের আলোয় ধরা ছিল শুভ্র, বালুকাবেলার সাথে স্মিত অভ্র।
বসেছিনু কাছাকাছি, বুঝি নিকো আমি আছি,
অনাদি কালের স্রোতে তোমাকে চেয়ে।।

তোমায় ভাবিতে গেলে আমার 'আমি' থাকে না,
জীবন-মরণ হয় অখণ্ড সাধনা।
ৰাঁধা আছি প্রীতিডোরে অসীমের রাগে সুরে,
আমার দুঃখ-সুখ তোমাকে নিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৭/৮৪)

১৬৩৯

অরণ্য মর্মরে অলখ অভিসারে তুমি এসেছিলে বসন্ত হিল্লোলে।
মনের মুকুরে প্রীতিমধু সারে সেই আগমন তব স্মৃতি জ্বলে উজ্জ্বলে।।

ভুলে' থাকা ভোলা নয়, ভুলি নি সে পরিচয়।
সে মর্ম বীণার তারে ঝঙ্কারে ভেসে' চলে।।

কুসুমিত কাননে কীর্ত্তিত কলতানে,
মনের মাধুরী-মাখা মন্দ্রিত মধুবনে।
রেখে' গেছে রেখা তব, যে পরশ অভিনব,

অনুক্রমণিকা

অঝোরে যে আজও ঝরে অঞ্জিত কজ্জলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৭/৮৪)

১৬৪০

অরূপ থেকে তুমি রূপে এসেছ, সকল মাধুরী ঢেলে' দিয়েছ।
মধুর মোহন ভাবে ধরা দিয়েছ, প্রীতির বাঁধনে সবে বেঁধেছ।।

অলকার অভিরাম তুমি ৰন্ধু, প্রিয়ের প্রিয়তম সুধাসিন্ধু।
ভাবের অতীত তুমি ভাবে এসেছ, গুণেতে ভুবন ভরিয়েছ।।

অবাক বিস্ময়ে ভাবি তোমারে, সবাক ভাষায় চাই রাখিতে ধরে'।
অবাঙমানসগোচর যে তুমি, তাই কি মর্মে ঠাঁই নিয়েছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৭/৮৪)

১৬৪১

চন্দনসারে মন্থন করে' কে গো এলে তুমি অৰেলায়।
কণ্ঠে তোমার ত্রিলোকের হার মধুরিমা-মাখা দ্যোতনায়।।

চিরচঞ্চল বজ্রকঠোর বিধিবিৰদ্ধ তুমি চিতচোর।
আননে তোমার দ্যুতি অলকার রূপে গুণে ধরারে মাতায়।।

ছন্দে মুখর নির্গুণ তবু শিবাদ্বৈত সবাকার প্রভু।
হার নাহি তুমি মানিয়াছ কভু, দানবের মূঢ় স্পর্ধায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৭/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৬৪২

মনেতে এসেছ তুমি, মনেই দিয়েছ ধরা।
মনের গোপাল মনোমাঝে থেকে' ভুবনে রয়েছ ভরা।।

মনকে করেছ উদ্বেল তুমি রূপে রসে নাচে গানে-
সে ছোটে অসীমের পানে।
বসুধার ক্ষুধা অমরার সুধা একেতে আত্মহারা।।

মনকে করেছ উন্মনা তুমি, চির নূতনের টানে সে ছোটে অনন্ত পানে।
বসুধার সীমা অমরা গরিমা হয়েছে স্বয়ম্বরা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৭/৮৪)

উৎ+ৰেল = উদ্বেল
সমুদ্রের ঢেউ যখন ৰেলাভূমিকে অতিক্রম করে চলে যায় তাকে বলে উদ্বেল

১৬৪৩

নন্দিত তুমি বন্দিত তুমি সপ্তলোকের বিধাতা।
কিশলয়ে রক্তিম রেখা চুমি' ছড়ায়ে দিয়েছ মমতা।।

উচ্চ ও নীচ ভেদ নাই তব, অলকে আলোকে প্রীতি-বৈভব।
অনিন্দ্য অণিমার অনুভব, ছন্দায়িত হে দেবতা।।

আমাতে নিহিত যত আবিলতা, মনের কোণের যত মলিনতা।
পরশে তোমার ভেসে' যায় কোথা', বিশ্বগীতির হে উদ্‌দ্গাতা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৭/৮৪)

১৬৪৪

অনুক্রমণিকা

মন চাহে হেরিবারে তোমারে, আঁখি লজ্জায় নাহি পারে।
অলঙ্ঘ্য ৰাধা আসে ঘিরে' শত ত্রুটি-বিজড়িত বিচারে।।

পুষ্পের পাপড়িতে ছিলুম, কীটে কাটা হয়ে ঝরে' গেলুম।
ফুলের মধুতে ছিলুম, কালো ভোমরায় গ্রাস হলুম।
দিনের আলোতে এলুম, গেলুম যে ঢাকা পড়ে' তিমিরে।।

এখন তুমিই শুধু ভরসা, এসো হেসে' পূরো করে' দুরাশা।
হিয়ার সকল ভালবাসা দিলুম উজাড় করে' তোমারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৭/৮৪)

১৬৪৫

কোন আঁধার নিশীথে আলোধারা সাথে এসেছিলে তুমি প্রিয়তম।
তন্দ্রাহত বেদনাপ্লুত ছিলুম মথিত লতা সম।।

দেখিবার মোর কেহই ছিল না, কাছে টানিবার মধুর দ্যোতনা।
ছিল না সাধ্য, ছিল না সাধনা, ছিলে তুমি একা অনুপম।।

দূরে সরে' গেছে কৃষ্ণা রজনী, সে তিথির কথা আজও যে ভুলি নি।
পলকে পলকে স্মরণের ফাঁকে উঁকি দেয় সে যে মনে মম।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৭/৮৪)

১৬৪৬

তোমারে চেয়েছি রাগে রূপে আমি মধুভরা মহা দ্যোতনায়।

অনুক্রমণিকা

সব গ্লানি মোর মুছে' ফেলে' দিয়ে সকল ত্রুটির মার্জনায়।।

অপাপবিদ্ধ এসো রাজবেশে, কালো কুহেলি-মুক্ত পরিবেশে।
স্মিত পয়োধির জ্যোৎস্না আবেশে শুক্তিৰেলার স্বর্ণিমায়।।

হে বিরাট তুমি বাঙ্ মনোতীত, বিশ্বপরিভূ তোমাতে নিহিত।
কালের ঊর্ধ্বে তুমি কালাতীত, তাই সকলেই চাহে তোমায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৭/৮৪)

১৬৪৭

দূরেরই প্রিয়তম ডাকে আমায় ডাকে।
বাঁশীর টানে মনে প্রাণে ভাবনারই ফাঁকে ফাঁকে।।

সাড়া দিতে চাই না অমি, ডেকে' চলে দিবস-যামী।
অচিন সুরে মর্মপুরে পুষ্পিত মনশাখে।।

কালাতীত সেই যে বঁধু ভাবাতীত অলখ মধু।
ভালবাসার সে-ই তো বিধু প্রীতির পরাগ মাখে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৭/৮৪)

১৬৪৮

আলোঝলমল পূর্ণিমাতে সে ছিল সাথে, সে ছিল সাথে।
ফুলের পরাগে রাগে অনুরাগে মনের মাধুরী মাখা মধু বাতে।।

রাকা-রাতি চলে' গেছে, আঁধার নেবে এসেছে,
ফুলের পরাগ দাবদাহে শুকায়েছে।

অনুক্রমণিকা

রাগের ফাগের রেখা যা' কপোলে ছিল আঁকা।
গ্রস্ত হয়েছে অতীতে।।

বঞ্চিত সুষমার মথিত অবহেলার,
তৃণ সম পড়ে' আছি চরণপ্রান্তে তার।
কবে প্রিয় সে তাকাবে হেসে' মনের সকল মলিনতা সরাতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৮/৮৪)

১৬৪৯

তুমি এসেছিলে অশোকে বকুলে জীবনেরই কূলে কূলে মধুমাখা ফুলে ফলে।
চরণপ্রান্তে তব জেগেছিল নব নব, মাধুর্যে অভিনব সঙ্গীতে তালে তালে।।

সেই স্মৃতি সুষমার, সেই গীতি অলকার-
সেই প্রীতি-সুধাসার দীপ্তিতে আজও দোলে।।

চলিয়া গিয়াছ প্রিয়, ভেসে' চলে আজিও।
প্রৈতি অতুলনীয় মর্মের তালে তালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৮/৮৪)

১৬৫০

হারানো গানের হারানো সুরেতে মোহন বাঁশীতে তুলেছ তান।
মনের গহনে নীরবে বিজনে কাল রাত্রির হ'ল অবসান।।

যে সুর হারায়ে গেছে বহু দূরে, তাহারে চাহি নি পুনঃ পেতে ফিরে'।
ভুলিয়া ছিলাম, ভাবিয়াছিলাম সে নহে তো আর স্পন্দমান।।

অনুক্রমণিকা

হারায় না কিছু তোমার ভুবনে, আসে আর যায় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।
এ সার সত্য বুঝিতে পারি নি, তাই কেঁদে' কেঁদে' হয়েছি ম্লান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৮/৮৪)

১৬৫১

তোমার পথ চেয়ে দিলুম দিন কাটিয়ে, তুমি বলে' যাও কেন এলে না।
না-ফোটা পাপড়ি ফুটে' গেল ঝরি', ধরে' রাখা মধু ঢাকা গেল না।।

যে মধু জমা ছিল যুগ-যুগান্তে, শত নীহারিকা তারকা প্রান্তে।
আদি ও অন্তে সীমা প্রত্যন্তে, তাহাকে তব মনে ঢালা হ'ল না।।

আসা, নাহি-আসা, আশা নিরাশা, তোমার কাছে কিছু নয় কাঁদা-হাসা।
আমার কাছে সে যে বিরহ ভালবাসা, এ কথা বুঝেও কি বোঝ না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৮/৮৪)

১৬৫২

বকুল-বিছানো পথে এসো প্রিয় আজি মম।
তোমার তরেই বসে' আছি, মালা গেঁথে' অনুপম।।

ফুলেতে মোর মধু আছে, রঙে রাঙা পাপড়ি মাঝে।
আসার আশে সে নির্যাসে মন ভেসে' যায় পরাগ সম।।

চাই না কিছু তোমার কাছে, অরূপ রতন সাথেই আছে।
মনের মাঝে খুঁজেখুঁজে' পাবই তোমায় প্রিয়তম।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৮/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৬৫৩

বরষায় তুমি কেতকী-সুরভি, হরষে পরাগে ভেসে' যাও।
শরতে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না যে তুমি, চকোরের প্রাণে আশা জাগাও।।

নিদাঘের তুমি নীরধারা প্রিয়, রূপে ও গুণে অবর্ণনীয়।
হেমন্তে তব চরণ প্রান্তে হিমগিরি তুহিনে ভরাও।।

শীতের কুজ্ঝটিকারই মাঝে তব নূপুর নিক্কন বাজে।
বসন্তেরই রূপ প্রত্যন্তে রঙিন ভাষায় কথা কও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৮/৮৪)

১৬৫৪

তুমি নাহি ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি।
ঘুমঘোরে আনমনে তাই তোমার টানে ছুটে' আসি।।

তুমি আমার দিনের আলো, রাতের বিধু তুমি।
জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তিতে তোমার কথাই ভাবি আমি।
আঁধার রাতে ঝঞ্ঝাবাতে দেখি যে তব হাসি।।

তুমি আমার ফুলের মধু, ভুলের সম্বিৎ তুমি।
পথে চলার আনন্দেতে ভরাও যে মনোভূমি।
তুমি ছাড়া নেই যে আমি, এ কথা ভাবি দিবানিশি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৮/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৬৫৫

আমি পথ ভুলে' এক পথিক এসেছি।
জেনেশুণে' ভুল করেছি, ভুলের জেরেই চলেছি।।

অব্যক্তে ছিলুম একা একা,
ছিল না কোন কাজকর্ম, ছিল না কোন শোণা-দেখা।
চলার ঝোঁকে অলোক থেকে নেৰেই কাজে নেৰেছি।।

আমার কাছে নেইকো আপন-পর,
নেইকো নিকট, নেইকো যে দূর, ৰন্ধন দুস্তর।
এসে' গেছি, ভালো বেসেছি, রঙ ছড়িয়েছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৮/৮৪)

১৬৫৬

জানি তুমি ভালৰাস আমায়।
কও না কথা, দাও না সাড়া, তবু জানি নিশ্চয়।।

ছিলুম ধূলোয়, কেউ ছিল না মোর, ধূলো ঝেড়ে' নিয়েছ কোলে।
নাম ছিল না, ধাম ছিল না, ছিল তিমির ঘোর, নেৰে এলে, নিলে যে তুলে'।
কৃতজ্ঞতা কী জানাই তোমায়।।

তুমি ছাড়া আর যে কিছু থাকে নাকো আমার।
সকল ভাব ও ভালবাসার তুমিই সারাৎসার।
চলার পথে দ্যুতির সাথে আছ সর্বময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৮/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৬৫৭

মর্ম ভরে' হৃদয়পুরে গান গেয়েছ গীতিময়।
যুগান্তরের তিমির চিরে' এসো তুমি ছন্দময়।।

গান ভেসে' যায় অলোক পথে, আলোক ধারায় দূর দূরান্তে।
মনের বীণার ঝঙ্কারেতে অরূপ রাগে মন্দ্রময়।।

অণু-পরমাণুর সুরে তোমার গীতি প্রাণ যে ভরে।
পাষাণকারার অন্ধকারে দীপক তব দীপ্তিময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৮/৮৪)

১৬৫৮

তোমারই তরে হৃদয় ভরে' রাখিয়াছি মধু যতন করে'।
তুমি এসো কাছে প্রাণের মাঝে, আমার সত্তা 'ভরে' সুরে সুরে।।

মলয় পবন বহে বাহিরে, অতল গহনে হিয়া কাঁদে গভীরে।
তুমি লীলাময় তুমি ছন্দময়, রূপের সাগরে মোরে দাও গো ঘিরে।।

তুমি জ্যোতিষ্মান তুমি স্পন্দমান, আমারে তোমার করো নিয়ে অভিমান।
তব কৃপাকণা করুণা অণিমা অণুরে ভরেছে থরে থরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৮/৮৪)

১৬৫৯

সুন্দর তুমি মনোহর মধুপ নিকরে স্মিত হাস।
তোমারই তরে হৃদয় ভরে' আমি উদ্বেল ভরা উচ্ছ্বাস।।

অনুক্রমণিকা

তব ভাবনায় দখিণা পবন বয়, তব করুণায় মন মোর মধুময়।
তব দ্যোতনায় তব প্রেরণায় প্রীতি-মহিমায় মাখা আকাশ।।

ফুলের সুবাসে অমরা মাধুরী চায় অঞ্জিত চোখে দূর নভোনীলিমায়।
মনের পরাগ ভেসে' ভেসে' চলে' যায়, থামিবার তার নাই কোন অবকাশ।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৮/৮৪)

১৬৬০

সাগরৰেলায় মধুমেখলায় দোলালে দোলায় প্রীতি ভরে'।
তোমায় আমায় সে মলয় বায় বহায়ে দিয়েছ গীতি সুরে।।

শুক্লা সে শর্বরী নিষিক্ত ছিল জ্যোৎস্নার জ্যোতিকণা।
মনের গহনে নিভৃত ভরণে ছিল মধুপের আনাগোনা।
তুমি আর আমি ক্ষণেক না থামি' ভেসেছি অচিন সুরপুরে।।

অৰাধ প্রকাশে নির্বাধ আকাশে সে মধুর স্মৃতি মনে প্রাণে ভাসে।
আমি আছি আজও তুমি সদা রাজো, ফোটে প্রীতি-ফুল থরে থরে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৮/৮৪)

১৬৬১

নীলাকাশে নীহারিকা চন্দনমাখা জ্যোতিরেখা।
তব অঞ্জনে আঁকা নয়নে আমি কখনই নহি একা।।

বাহির ভিতর এক হয়ে গেছে, মনের ময়ূর ডানা যে মেলেছে।
আলাপে কলাপে মধু সংলাপে মোহন রাগেতে ভাষে কেকা।।

অনুক্রমণিকা

অর্গল খুলে' বাহিরে এসেছে, ঘরেতে বন্দী থেকে' যে কেঁদেছে।
তোমার পরশ যে ফুল পেয়েছে, তার মধু কভু থাকে ঢাকা?

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৮/৮৪)

১৬৬২

এসো আলোকে প্রতি পলকে, এসো মধুরিমা-মাখা মন-বনে।
এ ভূলোকের এই রূপলোকে এসো প্রতি বিপলের মননে।।

তুমি যে প্রিয় নিকটতম, তটিনীর তটরেখারই সম।
হৃদয়পুঞ্জে কুঞ্জে কুঞ্জে মধুপেরা ভাষে তব গানে।।

বলে শেষ নাহি হয় তব কথা, মূর্ত্তি প্রীতির তুমিই দেবতা।
চরণ প্রান্তে এই আকুলতা, থেকো প্রতি শ্বাসে স্বননে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৮/৮৪)

১৬৬৩

চন্দনবর্ণা সে প্রীতি যে মেলেছিল পাখা।
মাধুরী অপর্ণা, তবুও সে গেছে একা একা।।

অসীম আকাশে যেথা চাই, সে বলাকা দেখিতে না পাই।
সীমাহারা রূপে ভরা সে যে মন্দ্রিত মধুরসে মাখা।।

সে অতীতে আজও কয় কথা, ভাবাতীতে তারই ব্যাকুলতা।
অলকার সে স্বর্ণলতা যুক্তিতে নাহি যায় ঢাকা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৮/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৬৬৪

কাণে কাণে গানে গানে বললে, আসব জেনে' রেখো,
মনে রেখো, আমায় মনে রেখো।
এলে না মোর ওগো চিতচোর, রইল না কথা ভেবে' দেখো,
একবার তুমি ভেবে' দেখো।।

অরণ্যেরই দাবানলে সরস তরু যেমন জ্বলে।
নীরস পাষাণ কেঁদে' ফেলে, তার কথা কি ভাব নাকো।।

কোন্ সে লোকে থেকে' গেছ, মর্মব্যথায় সব ভুলেছ।
বিস্মরণের বীথি 'পরে কার পরাণের ছবি আঁক।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৮/৮৪)

১৬৬৫

কোন্ অরুণোদয়ে মথিত হৃদয়ে তুমি এসেছিলে আলোকময়।
তিমির সরায়ে ছন্দ ভরায়ে ভুলাইয়া দিলে ভ্রান্তি-ভয়।।

কোন্ অজানায় ছিলে নাহি জানি, কৃপা বরষিলে অসহায় মানি।
মানস-তটিনী থামিতে দাও নি, গেয়ে চলে সে যে তোমারই জয়।।

দূরকে করিলে নিকট ৰন্ধু, অণুতে মিশালে সপ্ত সিন্ধু।
অচিন পথের একক ৰন্ধু, চির সাথী তুমি হে চিন্ময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৮/৮৪)

১৬৬৬

অনুক্রমণিকা

ফুলের বনে পরী এল, কেনই বা তা' কে জানে। ফু
লের বুকে মধু ঢেলে' কইল কথা কাণে কাণে।।

ফুলের পরাগ ভেসে' ভেসে' ছড়িয়ে গেল দূর আকাশে।
অণুর জগৎ গেল মিশে' ভূমার বিপুল স্পন্দনে।।

রঙ-বেরঙের পাপড়িগুলি আলোর প্রদীপ দিল জ্বালি'।
মর্ত্যে এল অংশুমালী নবাংশুরই নন্দনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৮/৮৪)

১৬৬৭

বাহিরে বহিছে ঝড় সে যখন এল, পুষ্প-পরশ প্রাণে যে পশিয়াছিল।
চিনিতে নারিনু তারে, কেন সে এমন করে',
আমারে তাহার আপনার করে' নিল।।

ঝঞ্ঝাবাত্যা উদ্দাম বেগে ধায়, ঝটিকার রাগে অশনি ঝলকি' যায়।
কহিল সে মোর কাণে নির্ভয়-ভরা গানে, কণ্ঠে তাহার মধুরিমা মাখা ছিল।।

ঝড় থেমে' গেছে, মধুর মলয় বায়, আজও সেই স্মৃতি সদা মনে জেগে' রয়।
গেছে সে সুদূর দেশে প্রিয় প্রতিভূর বেশে,
মরমের বাণী সঙ্গে সে নিয়ে গেল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৮/৮৪)

১৬৬৮

প্রিয় তুমি, থেকো আমারে ঘিরে'।

অনুক্রমণিকা

তোমার পরশ মধুর সরস পেলবতা দেয় ভরে'।।

নন্দনবনে কেন তুমি একা, জ্যোৎস্না নিলয়ে কেঁদে' চলে রাকা।
মনের গহনে নিঃসঙ্গ কেকা, কেহ নাই চারি ধারে।।

আর কেহ নাই মোর আপনার, ব্যথার অশ্রু মুছাতে আমার।
বিশ্বের তুমি সারাৎসার, সবে চাহে তোমারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৮/৮৪)

১৬৬৯

বিশ্বলীলা রচনা করে' কী জালে জড়িয়ে গেলে তুমি।
বিসৃষ্টির এই খেলাঘরে সবে তোমায় ঘিরে' নাচে না থামি'।।

বিশ্রামেরই নেই অবকাশ, ডাকে ক্ষিতি-অপ্-পবন-আকাশ।
জ্যোতিঃপুঞ্জে তারকাপুঞ্জে ভাব ভেসে' যায় পদ চুমি'।।

ফুলনির্যাসে ভরা পরিবেশে মকরন্দেরই আশে অলি আসে।
তাহার লাগিয়া কী প্রত্যাশে মর্ত্যলোকেতে এলে নামি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৮/৮৪)

মকরন্দ = ফুলের মধু
১৬৭০

আঁধার পারাবারের শেষে আলোর বেশে দিলে ধরা-
তুমি আলোর বেশে দিলে ধরা।
মনের কোণে সঙ্গোপনে সব পেয়েছি-তে তুমি ভরা।।

অনুক্রমণিকা

চাও নি কিছু কারও কাছে, যা' কিছু সব তোমার আছে।
শত মণির দ্যুতির মাঝে তুমি রাজ রূপ-ঝরা।।

ফুলের মধু রাকার বিধু, সকল কিছুই তুমিই বঁধু।
লুকিয়ে আছ শুধু শুধু উচ্ছলিয়া বসুন্ধরা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৮/৮৪)

১৬৭১

অরুণাচলে কে গো এলে, মন প্রাণ জিনে' নিলে।
কিছু না বলে' চলে' গেলে, এমন করে' কেন কাঁদালে।।

জানিতাম না তুমি এত প্রিয়, এত ভালৰাস আকর্ষণীয়।
কাছে পেলুম প্রাণ ভরে' নিলুম, প্রাণের প্রদীপ তুমি গেলে জ্বেলে'।।

যাহা আসে তাহা যায় ইহাই নিয়ম, বুঝিলাম এর তুমিই ব্যতিক্রম।
জানিতাম না তুমি আগেও ছিলে, জানিলাম চিরকাল রয়ে গেলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৮/৮৪)

১৬৭২

ছন্দে ছড়িয়ে দিলে প্রাণ প্রিয়তম, ভাষায় ভরিয়ে দিলে গান।
আশায় রাঙালে আকাশ বাতাস, ভুল ভাঙ্গালে হে মহান।।

কিছু-না-থাকার মাঝে সব কিছু জানিলে, শূন্যকে পূর্ণ করিলে।
আলোকের উৎসবে জীবনের আসবে ঢালিতে তোমার অবদান।।

অনুক্রমণিকা

অব্যক্ত মূক ধরা 'পরে রাগ-রাগিণী দিলে কন্ঠ ভরে'।
না-থাকার দুঃখ গেল সরে', এল থাকার আনন্দেরই বান।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৮/৮৪)

১৬৭৩

মেঘের গায়ে রঙ ধরেছে, রবির প্রীতি কি এ।
শিশিরকণা ঝলমলিয়ে ওঠে আজি কী নিয়ে।।

সুরভি যে ফুলে আছে, নিজের তা' নয় ফুল বুঝেছে।
সৌরভ যে ভরে দিয়েছে গৌরব তাকে জানিয়ে।।

মধু যে আজ বুকে ভরা বিশ্বসভায় স্বয়ম্বরা।
হ'ল সে তার গুণে ভরা, তারই গীতি শুণিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৮/৮৪)

১৬৭৪

মোর নিভৃত মনমুকুরে তোমারে দেখেছি অমানিশার ঘন তিমিরে।।

আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার তরে কাঁদি হাসি।
তোমার লাগিয়া হিয়া আবেশে যায় বহিয়া অসীমে কোন্ সুদূরে।।

মনের কোণেতে তুমি আছ, রূপে রসে মন ভরে' দিয়েছ।
আমার সকল কিছু নিয়ে নিয়েছ, বিনিময়ে দিয়েছ নিজেরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৮/৮৪)

১৬৭৫

শরতেরই শুভ্র শুচি শুক্লা শর্বরী সম, তুমি সব ভুলিয়ে এসো।
মথিত মোর মম মাঝে মধুরিমায় মেশো।।

চাঁদের আলোয় তুমি হাস, ফুলের সুবাসেতে ভাস।
উষ্ণ প্রাণের উচ্ছলতায় সরাও গ্লানির লেশও।।

সব কিছু নিহিত তোমায়, জানি বুঝি হে সর্বময়।
তোমায় নিয়েই আমার জগৎ, তুমি আদি শেষও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৮/৮৪)

১৬৭৬

মধুর ছন্দে মোহনানন্দে মন্দানিলে তুমি এলে-
আজি মন্দানিলে তুমি এলে।
মন-কন্দরে রাগে রূপে সুরে এ কী মূর্ছনা ঢেলে' দিলে।।

ছিনু আমি যার পথ চাহিয়া, সে পথিক এল হিয়া উপচিয়া।
যুগান্তরের তমসা নাশিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়ে রাঙাইলে।।

পথ চাওয়া মোর সার্থক হ'ল, আঁখির আকুতি ভাবে ভেসে' গেল।
ভাবাতীত ভাবে রূপে ধরা দিল, আনন্দ-উদধি উথলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৮/৮৪)

১৬৭৭

নেচে' নেচে' যায় মুখ পানে চায়, কিছু না শুধায় কেন বলো।

অনুক্রমণিকা

মন টেনে' নেয়, কথা নাহি কয়, রূপে রসে সদা উচ্ছল।।

চাহিবার আর কিছু নাহি আছে, হৃদয় উপচি' ঢালিয়া দিয়েছে।
প্রীতিরসে হিয়া সদা ভরে' আছে, সৌরভে চির চঞ্চল।।

বলিবার তার কিছু নাহি আছে, না-বলা ভাবেতে ভরিয়া রয়েছে।
ভাবে ভাবাতীতে দু'য়েতেই আছে, মধুরসে ৰোধি-উৎপল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৮/৮৪)

১৬৭৮

নৃত্যেরই ছন্দে কে এলে, বলো না আমায় তুমি বলো না।
মন্দিরা বাজে মন-মন্দিরে, কার তরে করে সে যে বন্দনা।।

নীরব চরণে মন মাঝে এলে, গোপনে এসে' মনে বসে' গেলে।
নীরবতার নূপুর বাজালে, কার লাগি লীলা কর বোঝা গেল না,
সে যে বোঝা গেল না।।

বনহরিণীর মত চঞ্চলা গতি মোর বন পথে উচ্ছলা।
স্মৃতি মন-সরণীতে উদ্বেলা, স্মিতনয়না সে যে স্মিতনয়না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৮/৮৪)

১৬৭৯

বসন্তেরই আগমনে শাখায় শাখায় ফুল ফুটেছে আজ।
মনের গোপন উপবনে তারে ভেবে' পাই যে কেন লাজ।।

পাপড়িতে মোর মধু ছিল মাথা, লজ্জা-ভীতি-ত্রুটি দিয়ে ঢাকা।

অনুক্রমণিকা

পূর্ণ হ'ল যুগান্তরের চেয়ে থাকা, সার্থক আজ হ'ল সকল কাজ।।

চাই নে তারে বাইরে নিয়ে যেতে, চাই যে তারে মনে ধরে' রাখিতে।
ভয় হয় কোন আচম্বিতে ভোলে মোরে সে রাজাধিরাজ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৮/৮৪)

১৬৮০

তুমি ছন্দে ছন্দে এলে প্রিয়তম নন্দন বনেরই মধু সম।
গন্ধে গন্ধে প্রাণ আকুল মম, চন্দন-পরশে অনুপম।।

অলকার অলকানন্দা নাচে তোমায় ঘিরে' নানা রূপে সাজে।
অমরা-মাধুরী নিয়ে এলে, ঢেলে' দিলে সুধা কী দুর্দম।।

তুমি ছাড়া রাকা অন্ধকারা, তুমি-ভরা ধরা মধুক্ষরা।
তুমি আছ, আছে জগৎ সারা, সারাৎসার তোমাকে নমো নমঃ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৮/৮৪)

১৬৮১

প্রতি পলকে পলে পলে গড়িছ ভাঙ্গিছ এ কী লীলা।
ঝলকে ঝলকে নেচে' চল, তব এ কী চলা।।

ভাঙ্গারই প্রয়োজনে গড় কি জেনেশুনে'।
খেলিছ আনমনে কালাতীতে বসিয়া একেলা।।

কারো কথা নাও না কাণে, কেউ নেই এ ত্রিভুবনে।
যাকে নিয়ে মেনে' সাজাবে স্থায়ী প্রীতিমেখলা।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৮/৮৪)

ABBA ABBA CD CD CD তারপর কমা gap ABBAC ABBAC CDC CDC	মন্দাক্রান্তা ছন্দ

১৬৮২ *এই গানটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত*

বসন্তেরই আগমনে ধরা নব সাজে সেজেছে।
জীবন-জগৎ রসে রাগে রূপে ভরেছে।।

ওগো রূপকার সুমুখে এসে' নয়ন মেলে' মধুর হেসে'।
দাঁড়াও তব মোহন বেশে ধরা দাও ধরণী-মাঝে।।

লীলা জান তুমি হে রাজাধিরাজ, প্রীতি-ভরা, তবু কেন কাঁদাও যে আজ।
সলাজ হৃদয়ে এসো হে নিলাজ ছন্দে নাচে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৮/৮৪)

১৬৮৩

সুন্দর প্রভু বিশ্বাতীত বিভূ অনন্ত জ্যোতিরাধার।
অচিন্ত্য মনোহর সর্বধী আকর একক সারাৎসার।।

তোমারে ভুলে' থাকি, ভুলিয়া নাহি যাই।
তোমারে চেয়ে থাকি, পেয়েও নাহি পাই।
যেখানেই আসি যাই তোমাতেই থেকে' যাই, সবাকার তুমি রূপকার।।

তুমি ছাড়া কেহ নাই দ্বিতীয় সত্তা কোনও।

অনুক্রমণিকা

ভরে' আছ দেহ-প্রাণ, ভরে আছ মোর মনও।
কিছু যবে নাহি ছিল, তুমি ছিলে তখনও কালাতীত সিন্ধু অপার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৮/৮৪)

১৬৮৪

নভোনীলিমায় মধু সন্ধ্যায় আলোকের ছটা কে ছড়ালে।
চিনি না তোমায় তবু মন চায়, মনকে রাঙিয়ে তুমি দিলে।।

অন্তবিহীন তোমার গরিমা, দিগন্তহীন তোমার মহিমা।
অনন্তে লীন তোমার প্রতিমা, দোষ-গুণ ভুলে' নেৰে' এলে।।

তুমি নাই হেন ঠাঁই নাই কোনও, তুমি ভাব নাই ভাব নাই হেন।
তোমার আশিসে ভরে' থাকে যেন তব ভাবে মন প্রতি পলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৮/৮৪)

১৬৮৫

অদ্রির মাঝে তুমি হিমগিরি, পুষ্পের মাঝে পারিজাত।
হৃদয় মাঝে তুমি মর্মবীণার তারে তারে কর স্পর্শাঘাত।।

বারে বারে আসিয়াছি, ভালো ৰাসিয়াছি।
কাছে কাছে ঘুরিয়াও প্রাণ ভরে' না পেয়েছি।
এবার এসেছ, প্রীতি-পসরা এনেছ, থাকো মোর সাথে দিন-রাত।।

প্রিয়দের মাঝে তুমি সবাকার প্রিয়তম, অন্তর মাঝে তুমি অন্তরতম।
তুমি কী, ভাষায় বলা দায়, নাও শত প্রণিপাত।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৮/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৬৮৬

রাত্রি দিনে মনে মনে তোমার কথা ভাবি নিরজনে।
কও না কথা হে দেবতা, তবুও তো তোমায় ভাবি আনমনে।।

তুমি ছাড়া মোর কেই বা আছে, অনাদি কালের এই সরণী মাঝে।
বোঝ না কথা মার্মিকতা, তবু তুমি সাথে আছ প্রতিক্ষণে।।

আলোকের এই যাত্রাপথে তুমি রয়ে গেছ প্রিয় ছন্দে গীতে।
জীবনের প্রতি মূর্ছনাতে রয়েছ প্রতি শ্বাসে স্বননে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৮/৮৪)

১৬৮৭

পথিক তুমি গান গেয়ে যাও এ কোন সুরে, বলো মোরে।
আলোকস্তম্ভ ঘোর তিমিরে জ্বালিয়ে রাখো কার তরে।।

আছ তুমি লয়ে তালে, সৃষ্টি-স্থিতি-ধ্বংস কালে।
বিশ্ব জগৎ অবহেলে' নাচাও তোমার খেলাঘরে।।

অব্যক্তের মাঝে আলো দীপশলাকায় তুমি জ্বাল।
সেই আলোকেই মন্দ-ভালো ধরা পড়ে জালে তার এ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৮/৮৪)

১৬৮৮

রুদ্র তোমার বিষাণ বেজেছে কালবৈশাখীর সুরে সুরে।
ক্ষুদ্র ভাবনা কোথা ভেসে' গেছে ঘোর ঘূর্ণীর হুংকারে।।

অনুক্রমণিকা

ধূলির আস্তরণে শ্যামলিমা হারায়েছে তার চিকন তনিমা।
বর্জিত হয়ে সব মধুরিমা বেণুবন কাঁদে হাহাকারে।।

অলস আবেশে আর থাকা নয়, সময়ের নয় বৃথা অপচয়।
চলো মিলেমিশে' রুদ্র-আশিসে রুদ্রেরই রোষে যুঝিবারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৮/৮৪)

১৬৮৯

সুপ্রভাতে এই রাঙা আলোতে কে গো এলে মন ভরে' দিতে-
তুমি কে গো এলে মন ভরে' দিতে।
কুসুম সুবাসে ঊর্মি হাসে উন্মদ করে' দিলে রূপছটাতে।।

নৃত্যের তালে তালে তুমি এসেছ, নৃত্যের স্বর্ণোপলে হেসেছ।
ইন্দ্রনীলের রঙে মনে ভেসেছ বিরস আনন রসঘন করিতে।।

এগিয়ে চলো, কোন ৰন্ধন নেই, জাগিয়ে তোল প্রীতি-পরশেতেই।
মন চায় মিশে যেতে প্রিয় তোমাতেই প্রাণের আকুতি-ভরা ছন্দে গীতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৮/৮৪)

১৬৯০

আকাশ যেথায় সাগরে মিশেছে, সাগর চেয়েছে তারে।
গোষ্পদ চায় চাঁদে ধরিবারে, মন চায় পেতে তোমারে।।

'ক্ষুদ্র আমি'-র আশা অনন্ত, তাই যেতে চায় ভেদি' দিগন্ত।
তাই তো সে চায় একক একান্ত তোমাকে নিজের মন-নীড়ে।।

অনুক্রমণিকা

বিশ্বজনের তুমি প্রিয়তম, একক ভাবেও অন্তরতম।
তাই সবে চায় পেতে যে তোমায় কেবলই নিজের প্রীতিডোরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৮/৮৪)

১৬৯১

ভালবাসি তোমায় আমি, চাই না কিছুই বিনিময়ে।
কর্মরত তুমি নিয়ত, বিশ্রাম নিও মোর নিলয়ে।।

তুমি আমার আশার আলো, সকল ভালোর চেয়েও ভালো।
নাশো মনের নিকষ কালো, আমার ধরা তোমায় নিয়ে।।

হে রুদ্র হে প্রিয়তম, তোমার শাসন পীযূষ সম।
তোমার আসন শীর্ষতম, তাই তো ঊর্ধ্বে রই তাকিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৮/৮৪)

১৬৯২ নব্যমানবতাবাদ

আলোর ধারা এল নেৰে' ক্লেশার্ত এই ধরা 'পরে।
নেচে নেচে' চলল সে যে মানব মনের স্তরে স্তরে।।

বাকি কেহই রইল না তো বিরস মুখে ব্যথাহত।
পাপ পুড়িয়ে ৰাধা গুঁড়িয়ে চলল আলো তমঃ চিরে'।।

যুগান্তরের অনেক আশা পূর্ণ প্রাণের ভালবাসা।
সবাই মিলে' ফুলে ফলে ভরে' গেল থরে থরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৮/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৬৯৩ নব্যমানবতাবাদ

সেই সোণালী স্বপনে আমি দেখেছি গো এক দেশ।
যেথা বঞ্চনা নাই কোন, কেউ দেয় নাকো ক্লেশ।।

সেথা কুসুম মধুতে ভরা, নাই কোন কাঁটা তায়।
সেথা অমার আঁধার চিরে' কৌমুদী ঝলকায়।
সেথা গোপনে গহনে কে যে গেয়েছে গীতি অশেষ।।

সেথা সরিতা জোয়ারে ভরা, নেই কোন ভাঁটা তায়।
সেথা মমতায় বুক ভরা, প্রীতিধারা উপচায়।
সেই আলোর রাজ্যে এসে' আমি পেয়েছি প্রীতির রেশ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৮/৮৪)

১৬৯৪

অঝোরে আজ ঝরে' পড়েছে প্রভু তোমার কৃপার কণা,
তব করুণা, তব করুণা।
ঊর্ধ্ব পানে চেয়ে আছি, কিছুই ভাবিতে পারি না।।

নীলাভ্রেরই আঁচল হতে স্বাতীর বারি প্রীতির স্রোতে।
শুক্তি-বক্ষে আচম্বিতে মুক্তা হ'ল সুনন্দনা।।

আনে নি কেউ সঙ্গে কিছু, যায় না কিছু পিছু পিছু।
থাকে নাকো উঁচু-নীচু, থাকে শুধু তব দ্যোতনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৮/৮৪)

১৬৯৫

অনুক্রমণিকা

তোমারই স্তুতিতে তোমারে ভজিতে কেন যাই প্রভু তুমি বলো।
তোমারই পুষ্পে অর্ঘ্য সাজাতে এ বৈকল্য কেন হ'ল।।

তব সলিতায় তব দীপিকায় তোমার আরতি করা কি গো যায়।
বাক্-মনোঽতীত থাকো না তুমি তো স্তুতি-ৰন্ধনে এক পলও।।

মন্দির রচি' তোমারে ধরিতে, মহাকাশ যারে না পারে বাঁধিতে।
শাস্ত্রে যারে না পারে বর্ণিতে, সে কি প্রতিমায় এল গেল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৮/৮৪)

১৬৯৬

তুমি এসেছ মোর মধুবনে চন্দন গন্ধভরা।
মৃদু হেসেছ তুমি ক্ষণে ক্ষণে অলকানন্দ-ঝরা।।

এ মোর উপবনে ছিনু একা, তোমাকে পেলুম আলোতে মাখা।
সেই আলোতেই মোর নয়ন-রাখা প্রীতি-ঋদ্ধিক্ষরা।।

যুগ-যুগান্ত ধরে' আছি একাকী, তোমারে খুঁজেছি সুরে রাগে ডাকি'।
এতদিন পরে নিজে এলে এ কি, হেসে' দিলে ধরা।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৮/৮৪)

১৬৯৭

ঊর্ধ্ব আকাশে তারার মেলা, নীচে ধরিত্রী উচ্ছলা।
বসে' নির্জনে পত্রস্বননে তব তরে কাঁদি একেলা।।

অনুক্রমণিকা

কেহ নাহি মোর আঁখি মুছাইতে, কেহ আসে নাকো সান্ত্বনা দিতে।
রুদ্ধ আবেগে হৃদি-সংবেগে পারি না সহিতে তব লীলা।।

মরকতমণি-দীপ্ত যে তুমি, হিয়ার আঁধার নাশ ত্রুটি ক্ষমি'।
তোমার চরণে শত শত নমি, আর করো নাকো উতলা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৮/৮৪)

১৬৯৮

অজানা পথিক থামো গো খানিক, তোমায় পরাব মালা।
কুসুম পরাগে স্মিত অনুরাগে সাজায়ে এনেছি ডালা।।

গান গেয়ে চলিয়াছি তোমারে তুষিতে, সুর-লয়ে সাধিয়াছি তব সঙ্গীতে।
প্রীতি-সম্বিতে মধু-মাখা চিতে মন্দ্রিত মন-মেখলা।।

ছন্দে ছন্দে নাচি তোমারে বরিতে, উচ্ছলানন্দে সুধার সরিতে।
চাই না কিছু নিতে, চাই শুধু দিতে ভালৰাসা পরাণ-ঢালা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৮/৮৪)

১৬৯৯

তুমি আলোকের প্রতিভূ, তুমি পরম প্রভু।
তুমি চঞ্চল মলয়ানিল, তুমি বিশ্ব বিভু।।

তুমি অসীমের হাতছানি দাও, অবহেলিতেরে তুলে' নাও।
তোমারই ছত্রছায়ায় ভরা মহা পরিভূ।।

তুমি অজানারে কাছে এনে' দাও, ছোটরে বড় করে' নাও।
তুমি অহেতুকী কৃপা করে' যাও হে স্বয়ম্ভূ।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৮/৮৪)

১৭০০

আশার বর্তিকা নিয়ে এলে কে গো তুমি আলোকময়।
ভাষার মাধুরী ছড়িয়ে দিলে ছন্দে সুরে গীতিময়।।

অভীপ্সা এসেছিল যার স্রোতধারা বেয়ে,
অভীষ্ট পূর্ত্তি হ'ল তারই প্রীতি দিয়ে।
অনন্তকালের ইতিকথা যাকে নিয়ে সে তুমি ঈড্য* চিন্ময়।।

সৃষ্টিধারা চলে রূপে রূপান্তরে, বিসৃষ্টি বিনষ্ট কখনো না হতে পারে।
লীলারসে থেকে যাবে তুমি প্রভু চির তরে নিজ দ্যুতিময়।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৮/৮৪)

*'ঈড্য' একটি বৈদিক শব্দ যার মানে প্রার্থিত/ পূজিত/ ঈপ্সিত।

১৭০১

আঁধার সাগর পারে সে এসেছে আলোর ঝর্ণা সম মনেরই মাঝে।
ৰাধার প্রাচীর চিরে' সে হেসেছে, ভালোর পসরা মম ভরে' তুলেছে।।

ভাবি নাই ক্ষণ তরে, দাবী নাই পেতে তারে, তবু সে সুধাসারে এসেছে কাছে।।

ব্যথা নাই না-পাওয়ার কোন কালে হারাবার, কালের ঊর্ধ্বে তার প্রীতি ঝরিছে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৮/৮৪)

১৭০২

নীলাকাশে বলাকা ভাসে, যায় বলো সে কোন্ দেশে।
ওই নীলিমার সঙ্গে কি তার ভাব হয়ে যায় অবশেষে।।

তারারা সব অবাক হয়ে তারই পানে থাকে চেয়ে।
জ্যোৎস্নারাশি শূন্যে বেয়ে উৎসাহ দেয় হেসে' হেসে'।।

ধরার মানুষ ঊর্ধ্ব পানে বিদায় জানায় গানে গানে।
উদয়গিরির রাগের টানে সেও যেতে চায় নভে মিশে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৮/৮৪)

১৭০৩

তোমার কথা ভেবে' ভেবে' দিন যে চলে' যায়।
ভাবার স্রোতে আছি মেতে' কিনারা নাই তায়।।

সিন্ধুতে বুদ্বুদের সম মহাকাশে মূল্য মম।
তবু আছি প্রিয়তম, আশা ঝলকায়।।

ভাবার কভু শেষ কি হবে, আমায় তোমার করে' নেবে।
তুমি প্রিয় উদ্ভাসিবে হৃদয়-অলকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৮/৮৪)

১৭০৪

এই অশোক তরুর তলে-
চৈত্রের সাঁঝে কাজে অকাজে বসিতাম কোন ছলে।।

মধুমাসে মধুর মলয়ে মধুপ আসিত মধু-র আশে ধেয়ে।

অনুক্রমণিকা

বেদনাসিক্ত ত্যক্ত পত্র কাঁদিত বিরহানলে।।

সে অশোকতরু শুকাইয়া গেছে, পত্র-পুষ্প বিলীন হয়েছে।
মধুপ এ পথ ছাড়িয়া দিয়েছে, কাঁদে নির্মধু তরু স্মৃতিজলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৮/৮৪)

১৭০৫

তুমি এসেছিলে রূপে উচ্ছলে মনের গহন কোণে সাজানো মধুবনে।
না সম্পদ না আস্পদ আমি ছিনু হতমানে।।

ছিনু জলদর্চিসিক্ত তনু, বর্ষোত্তর নভে রামধনু।
সব কিছু মোর অর্পিয়া দিনু আশা-নিরাশার গানে।।

তুমি ছাড়া মোর আর কেহ নাই, সব বিনিময়ে তোমাকেই চাই।
তোমার কথাই শুধু ভেবে' যাই অতন্দ্র রাতে দিনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৮/৮৪)

১৭০৬

সবার আপন সবার প্রিয় সবার মাঝে আছে।
সবায় নিয়ে কাঁদে হাসে, সবার মনে নাচে।।

সবার মনে সঙ্গোপনে মূর্ত্ত সে হয় ক্ষণে ক্ষণে।
সকল ধমনীর রণনে রঙে রাঙা রাজে।।

কাছের দূরের নেইকো বিচার, উচ্চ-নীচের নেই সংস্কার।
বিরাট সে যে মহান উদার প্রীতির পরশ যাচে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৮/৮৪)

১৭০৭

যদি তারে না ভালো ৰাসি, সে আমারে কেন ৰাসে।
যদি তারে না মনে তুষি, মননে সে কেন হাসে।।

রোদের বেলা ছায়ার ৰেলা তারই সঙ্গে করি খেলা।
অপার যে তার অযুত লীলা, তাতেও সে মোর কাছে আসে।।

দিনের আলোয় রাতের কালোয় বিশ্বে যত মন্দ-ভালোয়।
রঙ-বেরঙের ভাবের আলোয় রূপে রসে দেয় ধরা সে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৮/৮৪)

১৭০৮

তোমারই মধুর হাসি দেয় যে ভুলিয়ে-
আমার যত দুঃখ-কষ্ট-ক্লেশ-হতমান নিমেষে।
তোমারই মোহন বাঁশী দেয় যে জাগিয়ে-
ঘুমিয়ে-পড়া মধু-ভরা আবেশে।।

সুখের স্মৃতি দুখের গীতি রেখেছিলুম পাপড়িতে তুলে', যাই নিকো ভুলে'।
স্মৃতিগুলি যেমনি হোক, রঙে রাঙা মাতায় পরশে।।

ওগো আমার প্রিয়তম, কাছে এসো আরও মম।
দাও প্রাণ ভরিয়ে সুর ঝরিয়ে পাওয়ারই আশে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৮/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৭০৯

কাণে কাণে কয়ে যাও কোন দেশেতে থাক তুমি।
বলো কী বা পেতে চাও।।

দিনে রাতে আছ সাথে আলোয় হাওয়ায় প্রাণের স্রোতে।
সুরে রাগে মূর্ছনাতে একা নাহি রেখে' দাও।।

অনাদি কালেরই পথিক, থামোনাকো কোথাও ক্ষণিক।
মিষ্টি মনের তুমিই মাণিক, আঁধারেতে ঝলকাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৮/৮৪)

১৭১০

তোমাকে ভালো বেসেছি আমি হে অজানা, কেন জানি না।।

তোমাকে দেখেছি আমি স্বপনে, তোমাকে ভেবেছি আমি মননে।
তোমাকে পেয়েছি মৃদু শিহরণে, তুমি ছাড়া আর কিছু মানি না।।

মনের কোরকে তুমি আছ, প্রাণের স্পন্দনে নেচে' চলেছ।
ধমনীর শোণিতে মিশে' রয়েছ, কাছে আছ তবু দূরে ঠিকানা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৮/৮৪)

১৭১১

সেই দুর্যোগ-ভরা তামসী নিশীথে তোমারে পেয়েছি মোর কাছে।
মন মাঝে প্রিয়, মন মাঝে।।

তখন ঊষার উদয়ে ঢের দেরী ছিল, চিতি-সম্বিত ঘুমে ঢাকা ছিল।
ত্রস্ত পরাণে ধ্বস্ত মননে তুমি ধরা দিলে স্মিত সাজে।।

অনুক্রমণিকা

বলিবার মোর কিছুই ছিল না, পথ চলিবার পাথেয় ছিল না।
দীপ্ত আশার এষণা ছিল না উদ্বেল হয়ে মধু লাজে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৮/৮৪)

১৭১২

কাজল-কালো আঁখির তারায় আলোর দেবতা তুমি থেকো।
বাদল মেঘে ফাগের রাগে মনকে রঙিন করে' রেখো।।

আলোয় কালোয় পাশাপাশি দুঃখ-সুখের মেশামেশি।
এদের নিয়ে যাই এগিয়ে, চলার গতি তুমি দেখো।।

তোমায় আমায় জানাজানি নিত্যকালের মর্মবাণী।
হাসি-কান্নার চুনী-পান্নার দিব্যালোকে সার্থকও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৮/৮৪)

১৭১৩

অমানিশার তমিস্রা চিরে' আলো-ঝঙ্কারে কে গো এলে।
সকল চাওয়ার সকল পাওয়ার শেষ উত্তর দিয়ে দিলে।।

বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মন ছুটে' গেছে বহিরন্তরে।
এতকাল পরে যুগান্তরে মনকে নিজের করে' নিলে।।

সব চাওয়া মোর পূর্ণ হয়েছে, পাওয়ার আনন্দে মন ভরে' গেছে।
উচ্ছলোর্মি শান্ত হয়েছে শাশ্বত তব পদতলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৮/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৭১৪

তোমারে চেয়ে তোমারই গান গেয়ে, তোমারই পথ চেয়ে আছি জেগে'।
তোমার সব ভালো আঁধারে তুমি আলো, সরাও সব কালো উদ্বেগে।।

তোমাকে ভুলে' গেলে আমার আমি নাই, তোমাকে ধরে' রেখে' সব কিছু পাই।
তুমিই মোর আশা-শান্তি-ভালবাসা, সঙ্গে আছ সুখে দুর্যোগে।।

ফুলেতে তুমি মধু রঙিন পাপড়ি-ঢাকা, আকাশেতে তুমি বিধু অমরা মধু মাখা।
ত্রিলোকে আছ শুধু তুমিই প্রিয় বঁধু, সবারে ঘিরে' ওতপ্রোতযোগে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৮/৮৪)

১৭১৫

তোমাকে কাছে পেয়ে মন ভেসে' যায় অকূলে।
অপলকে চেয়ে থাকি ভাবজগতের দুয়োর খুলে'।।

কাছে থাক, তবু কেন ধরাছোঁয়া দাও না হেন।
এই এলে, এই চলে' গেলে, লুকোচুরি যাও যে খেলে'।।

ৰোধি-বুদ্ধি নাইকো আমার, শুধু জানি তোমাকে সার।
তোমার তরে অশ্রু ঝরে, তোমাকে চাই জীবন মূলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৮/৮৪)

১৭১৬

অর্জিত বিদ্যা ভুলে' গেছি, হে বিদ্যাধর, তোমাকে পেয়ে।
প্রার্থিত ঋদ্ধি পেয়ে গেছি, হে সর্বাধার, তোমাকে চেয়ে।।

অনুক্রমণিকা

অচেনা অজানা নও আর না-জানা, জানাজানি হয়ে গেছে পরাণ ভরে'।
স্বদেশে বিদেশে সব পরদেশে সীমার সকল রেখা গেছে যে সরে'।
কাছে তুমি এসে' গেছ, অজ্ঞতা নাশিয়াছ সম্বিৎ ক্ষুদ্র মনেতে দিয়ে।।

করে' যাব তব কাজ, ভুলে' যাব ভয়-লাজ।
আলোকে এসেছি আজ প্রতীতি নিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৮/৮৪)

১৭১৭

তোমার স্বরূপ বুঝে' ওঠা দায়।
কভু কঠোর কভু কোমল কভু আলোয় ঝলকায়।।

আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বালো, নাশো মনের নিথর কালো।
শুষ্ক হিয়ায় সুধা ঢালো, বলো নাকো থাকো কোথায়।।

সর্ব জ্ঞানের তুমিই আধার, সর্ব ৰোধের তুমি মূলাধার।
সর্ব শীর্ষে স্মিত সহস্রার, সর্বাবস্থায় তুমি সহায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৮/৮৪)

১৭১৮

গানের জগতে ভেসে' চলেছ প্রাণের পুরুষ একা একা-
অনাদি তোমার উৎস হতে অনন্ত পথে রাগে আঁকা।।

সুরে তালে লয়ে উচ্ছল হয়ে ভাবের মাধুরী পড়েছে ছড়ায়ে।
ভাব যায় ভাবাতীতে মিশায়ে স্পন্দিত করে' নীহারিকা।।

গান নেই হেন স্থান কোন নাই, জীবনের আলো প্রাণেতেই পাই।

অনুক্রমণিকা

প্রাণের পরাগ ছড়িয়ে যে যাই, প্রীতি-সুধারসে প্রীতি-মাখা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৮/৮৪)

১৭১৯

শিউলি-ঝরা প্রাতে শিশিরে ধোয়া পথে,
নাম না-জানা এলে কাহারই তরে।

কুশের কাশের রঙে মননের কুরঙ্গে নেচে' ছুটে' যায় দূরে সুদূরে।।

কালাকালের ৰাধা মান না, উপল পথে যেতে থাম না।
ক্ষণিকের বিশ্রাম নাও না, থাক বল্গা ধরে'।।

তোমায় আমি ভালবাসি, প্রাণের টানে ছুটে' যে আসি।
পলকে কাঁদি পলকে হাসি, ৰাঁধা প্রীতির ডোরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৮/৮৪)

১৭২০

তোমার কথা পড়ে মনে জ্যোৎস্না-ঝরা এই রাতে,
রজতশুভ্র ভাসা মেঘে।
বলাকারা ৰাঁধন-হারা গান গেয়ে যায় রাত জেগে'।।

চাঁদের আলোয় তারা ঢাকা, আকাশ বাতাস সুধা মাখা।
কেউ কোথা আজ নয়কো একা, তব প্রীতির পরশ লাগে।।

মনের সকল দুয়োর খুলে' তোমায় ডাকি আপন ভুলে'।
অগ্রপুরুষ, নয়ন মেলে' মোর পানে চাও রূপে রাগে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৮/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৭২১

মনের গহনে ডাকে কে? চিনি না, তারে জানি না।
গোপনে গোপনে ডাকে ভাবেরই ফাঁকে, বুঝি না কেন বুঝি না।।

যত ভাবি নাহি সাড়া দোব তাকে, যতই ডাকুক পলকে পলকে।
যতই ঝরাক ঝলকে ঝলকে জ্যোতিধারা সেই না-জানা।।

ডাকার যে তার শেষ নাহি হয়, সুরে তালে লয়ে সে যে মধুময়।
অজানা হয়েও মন জিনে' নেয়, বুদ্ধি বুঝিতে পারে না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৮/৮৪)

১৭২২

পুষ্পিত তুমি মধুবনে ছন্দায়িত নন্দনে।
আদৃত তুমি ত্রিভুবনে মনের নিত্য স্পন্দনে।।

শুভ্র-উজ্জ্বল রৈবতক রজতার্ণবে মন্দ্রিল মুখ।
মুখরিত কর যাহা কিছু মূক সর্বশ্রৌতি বিষাণে।।

থেকেছ, আছ, থেকে' যাবে তুমি, সর্বভেদী বসুধারা চুমি'।
তাই তো তোমারে শত শত নমি, বেঁধেছ প্রীতি-ৰন্ধনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৮/৮৪)

১৭২৩

ঘোর তিমিরে রুদ্ধ ঘরে ঘুমুচ্ছিলুম একা একা।

অনুক্রমণিকা

সহসা কে এলে গো, ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে দেখা।।

যুগান্তরের যে ঘুম আমায় করেছিল তমিস্রাময়।
নিমেষে, হে আলোকময়, আনলে আলোক খুলে' ঝরোকা।।

এখন শুধু আলোয় আলো, নেইকো কোথাও লেশও কালো।
জাগানো জীবনে ঢালো প্রীতিসুধা মমতা-মাখা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৮/৮৪)

১৭২৪

ছন্দে ছন্দে মধুরানন্দে তুমি এসেছিলে মোর মনে,
নিরজনে প্রিয় নিরজনে।
দেখিবার আর কেহই ছিল না, তুমি আর আমি দু'জনে।।

ৰেলা-চামেলী-চম্পককলি স্বাগত জানাল পাপড়ি যে খুলি'।
তুমি চেয়েছিলে নয়ন মেলি', আমি বসেছিনু আনমনে।।

মধুমাসে ছিল মলয় বায়, কেহ নাহি ছিল রোধিতে তাহায়।
অনাদি হতে সে অনন্তে ধায় গেয়ে তব গীতি কাণে কাণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৮/৮৪)

১৭২৫

তোমারে শত নমস্কার।
আছ কাছে মনের মাঝে হে অনন্ত অপার।।

আলো জ্বালো আঁধার ঘরে, প্রীতি ঢালো হিয়ার 'পরে।

অনুক্রমণিকা

ভুলায়ে দাও আত্ম-পরে, সরাও সকল অন্ধকার।।

ঘৃণা নাহি করো কাকেও, ভালৰাস হীন পাপীকেও।
তাই তো সবাই চায় তোমাকেও, তুমি বিনা সবই অসার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৮/৮৪)

১৭২৬

আজ সকালে ছন্দে তালে কে এলে, মন মাতালে।
কই নি কথা হে দেবতা, বলি নি কী ব্যথা প্রতি পলে।।

সলাজ হাওয়া জানায় চাওয়া, ব্যর্থ নয় মোর এ গান গাওয়া।
সুরে সুরে থরে থরে ফোটাবে ফুল সুধা ঢেলে'।।

প্রীতির রঞ্জন হে মনোরঞ্জন দেখে' তোমায় মোহিত নয়ন।
তোমারই আশে ভরা আবেশে হৃদাকাশে আলো জ্বেলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৮/৮৪)

১৭২৭

আলোর সরিতা বেয়ে মন্দানিলে ধেয়ে,
হে কোন্ পথিক, তুমি চলেছ গান গেয়ে।।

কোন ৰাধা কভু মান না, কোন কিছুতেই থাম না।
প্রীতি ছাড়া জান না, চলো কার পানে চেয়ে।।

তোমার পথের শেষ নাই, কোন ঘৃণা-ভয়-লাজ নাই।
সবাকার পুরোভাগে তাই রয়েছ ভুবন ছেয়ে।।

অনুক্রমণিকা

আদি-অন্ত-মধ্য নাই, স্তুতি-ভাষায় ধরিতে না পাই।
হতবাক্ শুধু ভেবে' যাই, তোমায় তুষিব কী দিয়ে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৮/৮৪)

১৭২৮

তন্দ্রা নাবে আঁখিতে মন্দালোকে যদিও।
হে প্রভু তোমার বাঁশীতে ডাক দিয়ে জাগিয়ে দিও।।

অলকার সুধা সরিতে, আরও বেশী জ্যোতি ভরিতে।
তোমার রাগ-রাগিণীতে ঝর্ণাধারা ঝরাইও।।

নাই আর মোর কোন আশ, দেবতা করেছ তমোনাশ।
ছিঁড়ে' গেছে মোর মোহপাশ, মুক্তির গান শুণাইও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৮/৮৪)

১৭২৯

ফুলের সাজি নিয়ে কে, কে এলে আজি।
মনেতে দোলা দিলে কে, রঙে রূপে সাজি'।।

তব রূপ উছলিয়া পড়ে যে, ভুবন-ছাপানো স্মিত রূপ।
তাই আকাশের বিধু বাতাসের মধু খোঁজে ছন্দে গানে নাচি'।।

অরূপ সাগরে মিশিয়া রয়েছ, রূপের দ্যুতিতে ছড়ায়ে পড়েছ।
মনের মধুপে টানিয়া চলেছ কিসের সুষমা যাচি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৮/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৭৩০

আলো-ঝরা ভোরে ধরা দিলে মোরে, বলি নি তোমারে আমি তোমার।
তুমি বলেছিলে প্রীতি উছলে, শাশ্বত কালে ছিলে আমার।।

ভুলে' গেছ কত যুগ শত শত, চলিয়া গিয়াছে অজানা অনাহত।
আমি তব সাথে ছিলুম সতত, চাহিয়া দেখ নি একটি বার।।

আমি বলিলাম সে দোষ আমার, ছিল না সম্বিৎ চেয়ে দেখিবার।
দোষ-ত্রুটি কিছু নহেকো তোমার, ভুগেছি নিজ দোষে বারে বার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৮/৮৪)

১৭৩১

ওই উচ্ছল প্রীতিসাগরে মন্দ্রিত তুমি প্রিয়তম।
এই চঞ্চল মানসসরে ফোটায়েছি কমল নিরুপম।।

আলোর ছটায় তুমি হাস, কুসুমেরই নির্যাসে ভাস।
মনে প্রাণে সবে ভালৰাস অন্তরতম।।

সুখে দুখে সঙ্গে রয়েছ, দোষে গুণে ঘৃণা না করেছ।
সবারে সমান ভাবে দেখেছ হে বিভু, তোমায় নমো নমঃ।।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৮/৮৪)

১৭৩২

আকাশ আজি আলোয় ভরা, বাতাস মধুময়।
মনের কোণে সংগোপনে সে বঁধু কী চায়।।

সব কিছু চাই দিতে তারে, কয় না সে তো কিছুই মোরে।

অনুক্রমণিকা

স্মিত হাসি সুধায় ঝরে সে আনন্দময়।।

সব ঋতুতেই সে ঋতুরাজ, মানস বেদীর রাজাধিরাজ।
নেৰে' এল নিজেই সে আজ প্রীতির পূর্ণিমায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৮/৮৪)

১৭৩৩ *Proto Iranian classical*

আমি তোমার তরে সব করিব প্রিয়।
বজ্র হানো, ঝঞ্ঝা আনো, উল্কা* ঢেলে' দিও।।

তোমার নামে পথে এলুম, স্নিগ্ধ হেমে** মুগ্ধ হলুম।
তোমার গানে মন রাঙালুম, জানি তুমি অদ্বিতীয়।।

নিদাঘ তাপে শীত-প্রকোপে তরুর ছায়ে মরুর কোপে।
রশ্মিবিহীন অন্ধকূপে মনে বল যুগিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৮/৮৪)

**গ্রাম বাংলায় বলে তারাখসা*
***পরম পুরুষ স্নিগ্ধ হেম। যাতে সোণার ঔজ্জ্বল্য আছে কিন্তু তা স্নিগ্ধ। তাতে সোনার রাজসিকতা নেই*

১৭৩৪

নয়নে এসো গোপনে, মনের কোণে প্রীতি ঢেলে' দিও।
শয়নে স্বপনে নিশি-দিন মোর কাণে গীতি শুণিও।।

কিছু যে ছিল না আমার, রিক্ত প্রতিভূ ধূলার।
আশার ঝর্ণাধারার ছন্দে সঙ্গীতে প্রাণ ভরিও।।

অনুক্রমণিকা

তুমি ফুল আমি কাঁটা, তুমি জোয়ার আমি ভাঁটা।
তুমি আলো বাসো ভালো, ঊষার অরুণ রাগে রূপে রাঙিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৮/৮৪)

১৭৩৫

তুমি সুন্দর ৰৱণীয়, তুমি উদার অনুসরণীয়,
প্রীতির ধারায় মোর ঘরে আসিও।।

তুমি অলকার সুধাস্যন্দ অপূর্ব লীলানন্দ।
নিমেষে কাঁদাও, নিমেষে হাসাও, উচ্ছল অপরিমেয়।।

গুণগানে তুমি বাঁধা নাহি যাও, রূপনীরধিতে ধরা নাহি দাও।
ঊর্ধ্বে থেকেও যেচে' এসে' যাও অনিন্দ্য অর্নির্বচনীয়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৮/৮৪)

১৭৩৬

কোন্ প্রভাতে তোমার সাথে হয়েছিল পরিচয়।
সে তো আজকে নয়, সে তো আজকে নয়।
স্মৃতির মালায় ফুলের ডালায় নেই তা' লেখা প্রীতিময়।।

উজানে বয় প্রাণ-সরিতা, যতই ভাবি তোমার কথা।
সংবর্তনের অনুবর্তনে মন নেচে যায় ছন্দোময়।।

ঊষার অরুণ রাগের স্রোতে এলে তুমি আমার চিতে।
জাগিয়ে দিলে কী সম্বিতে হে অলকার গীতিময়।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৮/৮৪)

১৭৩৭

তুমি নন্দন-অমিয় মাখা হে প্রিয় সখা।
কাছে কাছে আছ, মন ভরে' রেখেছ, তবুও দাও না দেখা।।

উদধির অতলে তুমি রয়েছ, নীলাভ্রের সুরে গান গেয়েছ।
প্রীতি ডোরে সবে বেঁধে' রেখেছ, কেউ নইকো একা।।
তোমার বাইরে কেউ যেতে পারে না, দর্শনে বিজ্ঞানে ধরা দাও না।
অনাদি কালের এক তুমি সাধনা, ছেড়ে' যায় না থাকা।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৮/৮৪)

১৭৩৮

চলার পথের ক্লান্তি আমার দূর করো প্রভু আশিসে,
অহেতুক তব আশিসে।
ফুলের মালা ভরা ডালা শুকায় না উষ্ণ শ্বাসে।।

কাজ করে' যাব তব মুখ চেয়ে, তোমারে তুষিতে যাব গান গেয়ে।
আমার হৃদয় তোমার নিলয় হয়ে যাক প্রভু এ নিমিষে।।

চলিতে চলিতে পথে থামিব না, চলিবার কালে পিছু তাকাব না।
থমকি' কখনো ভয়ে কাঁপিব না, তোমাতেই মিশে' যাব শেষে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৮/৮৪)

১৭৩৯

অনুক্রমণিকা

তোমার তরে অশ্রু ঝরে, তোমার লাগি' মালা গাঁথা।
তবু হে দেবতা কও না কথা, বোঝ না মোর মনের ব্যথা।।

ঊর্ধ্ব পথে আলোর রথে ভাসিয়া যাও ভাবের স্রোতে।
আঁখির তারায় দাও না ধরিতে, ভাবো না মোর ব্যাকুলতা।।

আছ তুমি সঙ্গোপনে মনের কোণে হিয়ার গহনে।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে অন্ধকারে হারানো গানের সুরে সাধা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৮/৮৪)

১৭৪০

বেদরদী তুমি যদি একটি কথা শুণে' যাও।
কেন মনে প্রতিক্ষণে আমায় এত ব্যথা দাও।।

কোন্ অতীতে লীলার ছলে মন দিয়েছ আমায় ভুলে'।
সেই ভুলেতেই পলে পলে মোর মনেতে ঝড় বহাও।।

মন ছিল না আমার যখন, চাই নি কিছুই আমি তখন।
মন দিয়ে মোরে দিলে ৰন্ধন, এ দায় কেন ভুলে' রও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৮/৮৪)

১৭৪১

তুমি প্রিয়তম অনির্বচনীয় -
তোমার মধুর হাসি মোহন বাঁশী, স্বপ্নলোকেও অকল্পনীয়,
তুমি প্রিয়তম অনির্বচনীয়।।
তোমায় পেতে করি আরাধনা, তোমার তরে মোর যত সাধনা।

অনুক্রমণিকা

তোমার রূপে রাগে করি নানা রঙের এই ধরা রমণীয়।।

তোমার ভালবাসায় ভরা ধরা, তোমারই অভীপ্সায় গীতি ঝরা।
তোমার প্রীতি-নিত্য মধুক্ষরা, ৰোধাতীত তুমি ৰৱণীয়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৮/৮৪)

১৭৪২

তুমি আমায় ভুলে' থেকো না, ভালো না ৰাস কোন ক্ষতি নেই।
মন থেকে মুছে' ফেলো না।।

পথের কাঁটা আমি তব নই, পথের পাশে পড়ে' যে রই।
অশ্রু ভরা চোখে শুধু দেখে' মনে পাই সান্ত্বনা।।

অতীতের কোন গৌরব মোর নাই, কুসুমের সৌরভ হিয়াতে না পাই।
তবু ভালবাসি, শত দুখে হাসি, আমায় একেলা ফেলে' রেখো না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৮/৮৪)

১৭৪৩

মসীকৃষ্ণ তমসাতে কে গো এলে আলোকময়।
অভাবনীয় শুধু নয়, আঁখিতে যে না হয় প্রত্যয়।।

কত যুগের তপস্যাতে এলে তুমি আজকে রাতে।
মনের শুভ্র ভাবনাতে উঠলে ফুটে' গীতিময়।।

নয়ন মেলে' চেয়ে দেখি তুমি আমার সঙ্গে থাকি'।

অনুক্রমণিকা

যুগে যুগে মন ভরেছ দীপ জ্বালিয়ে হে চিন্ময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৮/৮৪)

১৭৪৪

কুয়াশা কাটিয়ে দিলে, কে গো এলে চন্দনগন্ধে ভরা।
মধুতে মন মাতালে, আলো জ্বালিয়ে দিলে, কে গো তুমি সুধা-ঝরা।।

পরশে মলয় বাতাস, আঁখিতে প্রীতির আভাস।
রূপেতে স্মিত মধুমাস, নিজেরই ভাবে হারা।।

অমিতানন্দ তুমি অলখে আলোক চুমি'।
ভরেছ মর্ম ভূমি হৃদি আপ্লুত-করা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৮/৮৪)

১৭৪৫

গানের জগৎ অশেষ শোণ সুনয়না।
ভাবের নাহিকো পরিশেষ, যত কর রচনা।।

তিমির সাগরের পরপার হতে-
গানের তরঙ্গ সুরে লয়ে আসে স্রোতে।
থাকে না কোন অবশেষ, যত কর গণনা।।।

আলোকের ধারা ধরে' অসীম উৎস পথে,
সঙ্গীত ভাসে ঝঙ্কারে মূর্ছনাতে।
কে তারে করিবে বল শেষ যারে ভাবা যায় না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৮/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৭৪৬

আমি তোমায় ভালবাসি, তুমি কেন ফিরে' চাও না।
কুমুদ তাকায় চাঁদের পানে, চাঁদ কেন দেখে' দেখে না।।

কত তিথি কেঁদে' কেটেছে, কত বীথি ধুয়ে গেছে।
কত ফুলে রঙ ধরেছে, সে ফুল আজি যায় না চেনা।।

তোমার মনে আমি আছি, রঙেতে রঙ মিলিয়েছি।
বর্ণচ্ছটায় ভুলে' গেছি, নিজেকে বুঝিতে পারি না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৮/৮৪)

১৭৪৭

এই পুষ্পিত বকুল তলে তুমি এসেছিলে।
মনের গহনে নিভৃত ভুবনে দ্বারগুলি খুলে' দিলে।।

আমি ছিনু একা একা অন্ধতমসা-ঢাকা।
আলোর রশ্মিরেখা দূরে ঠেলে'।।

অসীম আকাশে ছিল আলোর বাহার।
মনের মাঝারে ছিল নিকষ আঁধার।
তুমি কাছে এলে, দীপ জ্বেলে' গেলে,
বাহির-ভিতর এক করে' দিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৮/৮৪)

১৭৪৮

অনুক্রমণিকা

দূর আকাশের দেবতা তুমি, কার টানে ধরা পানে এলে।
অমরা মাধুরী হৃদয়ে ভরি' আনিলে, ঢেলে' দিয়ে গেলে।।

কোন কিছু তুমি চাহিতে আস নি, স্বার্থে কারেও ভালৰাস নি।
অহেতুকী কৃপা সবারে দানি' নেচে' চল চির উচ্ছলে।।

নিরাধার তুমি সবার আধার, পরশে হরষে নাশ যে আঁধার।
লীলায় পলকে লুকোও আবার মনমাঝে থেকে' প্রতি পলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৮/৮৪)

১৭৪৯

আকাশ ডাকে মেঘের ফাঁকে, বাতাস থেকে' থেকে' ডাকে।
ভাদ্র মাসের ভরাকাশে শিউলি-ঝরা বীথি থেকে।।

ঘরেতে আর মন থাকে না, মাতিয়ে দেয় কোন্ অজানা।
বলে যেতে নেইকো মানা ৰাধা ভেঙ্গে' ভরা বুকে।।

মনেতে মোর মধু আছে, নেবার পথিক নেই যে কাছে।
আড়াল থেকে সে ডেকেছে, বুঝি না সে কোন দিকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৮/৮৪)

১৭৫০

ক্ষণিক তোমার পরশ লাগি' জেগে' আছি দিবানিশি।
এসো তীর্থপতি তমঃ নাশি'।।

অনুক্রমণিকা

আমার ঘরে তোমার আলো যেদিন প্রথম মন ভুলাল।
সেদিনই মোর মন্দ-ভাল তোমার মাঝেই গেছে মিশি'।।

বাইরে তোমার কিছু যে নাই, ভেতরে থেকেও ধরিতে না পাই।
স্মরিতে গেলেও পাশরিয়া যাই, তবুও তোমায় ভালবাসি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৮/৮৪)

১৭৫১

মনে মনে সঙ্গোপনে ধরা রচেছ ওগো প্রিয়।
মনেরই কথা মর্মগাথা মানস-কলাপে শোভনীয়।।

ফুল তুলি মনকে তৃপ্তি দিতে, মণি খুঁজি মনে দীপ্তি আনিতে।
মন ভাবনাতে চাই নাকো দিতে কোন ৰাধা অবাঞ্ছনীয়।।

মোর কাজ তোমাকে তৃপ্ত করা, তব মন মাঝে দীপ্তি ভরা।
হে প্রিয় আমার, হে প্রীতি-ঝরা, মোরে মনোমত করে' নিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৭/৮/৮৪)

১৭৫২

আমার মনের মধুর ক্ষণে প্রীতি-ভরা বীথিতে এসো হে।
মলয় পবনে স্নিগ্ধ স্বননে কুসুম কাননে স্মিতাবহে।।

হৃদয়ের মধু শুধু উপাচার করিতে তোমায় রেখেছি আমার।
সুমুখে দাঁড়ায়ে দু'হাত বাড়ায়ে নাও প্রিয় হাসি মুখে তাহে।।

ফুল সম নই আমি সুবিমল, ঝরিলে তোমার করুণা অমল-

নিমেষেই হতে পারি নির্মল, সরায়ে গ্লানি দাবদাহে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৮/৮৪)

১৭৫৩

তোমার এ ভালবাসা অশ্রু-মেশা ওগো বেদরদী।
হাসিমুখে চাইলে তোমাকে, কাঁদায়ে বহাও বিরহেরই নদী।।

সহজেই যা' পারে হ'তে, দাও না হ'তে কোন মতে।
চলে' থাক ৰাঁকা পথে উহ-অবোহেতে নিরবধি।।

ভাবো চললে সোজা পথে লীলার জগৎ নিমেষেতে-
মিলেমিশে' যাবে তোমাতে, সেই ভয়েই রচেছ এ বিধি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৮/৮৪)

১৭৫৪

আশার আলোকে এলে ভাষার অতীত তুমি আমার দুঃখ-ক্লেশ ভুলাইতে।
মনের মাঝারে যত গ্লানি ছিল শত শত, নিমেষে সবারে দূর করে' দিতে।।

তুমি ছাড়া মোর আর কেহ নাই হৃদয়েরই ব্যথা যাহারে জানাই।
মর্মেরই কথা কাহারে শোণাই তুমি ছাড়া এই ত্রিজগতে।।

অলকারই দ্যুতি হে দেব প্রিয়তম, অমরারই গীতি শোণাও কাণে মম।
ফোটা ফুলের মালা গেঁথেছি অনুপম একান্তে তোমারে পরাতে।।

আশা= Hope and aspiration ; গ্লানি = Imperfection; ফোটা ফুল= With full expression of human charm.

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৮/৮/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৭৫৫

আলোকের উৎসারে-
কুয়াশার পথ ধরে' যারা গিয়েছিল দূরে,
তারা ফিরে এল ঘরে।।

তুমি আছ তাই আলোক রয়েছে, তুমি আছ প্রাণ আছে।
অন্ধতমসা ঘিরে' ফেলে তারে যে যায় ভুলে' তোমারে।।

দেবলোক নরলোক জানি নাকো, স্বর্গ-নরক তাও মানি নাকো।
তোমায় মানি হে মহাজ্যোতিষ্ক জীবনার্ণব ঘিরে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৮/৮৪)

১৭৫৬

আমি তোমার পথেই চলি গো আর তব সুরে গান গাই।
আমি তোমার কথাই ভাবি গো আর তব মুখ পানে চাই।।

আমি বর্ষাকাজল সন্ধ্যা, তুমি স্নিগ্ধ রজনীগন্ধা।
তোমার পরশে তোমার সুবাসে আমি নেচে' নেচে' যাই।।

আমি কুয়াশায় ঢাকা শীতাকাশ, তুমি ঊষার আরক্তিমাভাস।
তব রঙে মন রাঙিয়ে তুলেছি, রাঙা অলকায় ধাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৮/৮৪)

১৭৫৭

সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যাতারা, শেষ রাতে তুমি শুকতারা।
ঊষাতে অরুণ রক্তিমাভা, সারা দিনে রবি আলো-ঝরা।।

জ্যোৎস্না রাতে তোমারই সাথে কলাপে কেয়ূরে নেচে' উঠি মেতে'।
নাচ ভেসে' যায় বলাকা পাখায়, বলাকাও নয় নীড়-হারা।।

তব প্রযত্নে সবে বেঁচে' আছে, তোমাকে হিয়ায় সবে ধরে' আছে।
তোমারই প্রীতিতে অমর গীতিতে বিশ্বভুবন ভাবে ভরা।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৮/৮৪)

১৭৫৮

এসো ভুবনে গানে গানে শ্রবণের শুচি রণনে।
মননে মহা স্বননে এসো হিন্দোলিত পবনে।।

বলিবার কিছু নেই যে তোমায়, যাহা কিছু ভাবি তাই মন চায়।
মন চায় বসে' তোমারই আবেশে গান গেয়ে যাই স্মরণে।।

মধুনির্যাস তুমি প্রিয়তম, সুধার সরিতে সিতোর্মি সম।
নাশ সঞ্চিত কল্মষ মম বিজনে মর্মবিতানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৯/৮/৮৪)

১৭৫৯

আলোক এসেছিল, ফুল হেসেছিল।
অরুণের পদধ্বনিতে প্রাণ জেগে' উঠেছিল।।

যে কলি এতদিন লাজে ঢাকা ছিল,

অনুক্রমণিকা

আলোকের আবহে তা' মধু ঢেলে' দিল।
অলকার সঙ্গীত সুরে সুরে ভেসে' গেল,
আঁধারে যা' আবৃত ছিল।।

যে কথা কোনদিন কেউ না কয়েছিল,
যে ব্যথা কারও মুখে ব্যক্ত না হয়েছিল,
যে ইতিকথা কভু লেখা নাহি গিয়েছিল,
ফলে ফুলে রূপ সে নিল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৮/৮৪)

১৭৬০

পলাশে আগুন জ্বেলে' মনের মাঝে রঙ লাগালে।
কে এলে গো মন-ভুলানো প্রাণ-মাতানো সুরে তালে।।

মন ভাবে দেখেনি তোমায়, তবু ভালৰাসতে যে চায়।
অজানাকে ভালবাসে কিসের আশে এ অকালে।।

ধরা-ৰাঁধা যাও না তুমি, থাক মনের কোরক চুমি'।
আচম্বিতে এই নিভৃতে অলোক থেকে কেন এলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৮/৮৪)

১৭৬১

ভালো বেসেছি তারে বারে বারে, কত যুগ ধরে' গেছি ভুলে'।
মণি গেঁথেছি হারে মনেরই আকরে, সৌরকরে জ্যোতি-উপকূলে।।

বিশ্ব ভুবনে এক সে যে আছে, একাই সব মন জিনিয়া নিয়েছে।

অনুক্রমণিকা

একই জ্যোতিষ্কে তারায় ঘিরিয়াছে, সবে তারে চায় হৃদি মূলে।।

সে রয়েছে তাই সবাই বেঁচে আছে, তাহারই প্রীতিডোরে বাঁধা পড়ে' গেছে।
তাহারই গীতি-সুরে মুগ্ধ হইয়াছে সুধাসারে কালে অকালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৮/৮৪)

১৭৬২

সম্মুখে ছিলে, আড়ালে লুকোলে, তুমি কি আমাকে গেলে ভুলে'।
এ কী তব লীলা হিয়া নিয়ে খেলা, কোমল কেন কঠোর হলে।।

কুসুমকোরকে মধু রূপে ছিলে, বজ্র হুতাশে দাহন হয়ে গেলে।
অশনি নির্ঘোষে মমতা গেল ভেসে,' পরাগ পাষাণ হয়ে গেলে।।

জেনে' গেছি আমি তব পরিচয়, কঠোর হয়ে থাকা তোমার কাজ নয়।
পুনঃ কোমল হবে, হবে মধুময়, মর্মে হাসিবে সুরে তালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩০/৮/৮৪)

১৭৬৩

মলয় বাতাসে ওই চাঁদ ভাসে, দূর আকাশে সুধা হাসে।
শারদ প্রকাশে শেফালী কী ভাষে প্রস্ফুটিত কুশে কাশে।।

অলি গুঞ্জরে পুষ্পে ঘেরিয়া, মন মোর নাচে তোমারে চাহিয়া।
উদ্বেল হিয়া যায় যে কহিয়া তব কৃতিকথা উচ্ছ্বাসে।।

ৰাঁধন ছিঁড়িতে মন চাহে আজ, করে' যেতে শুধু সদা তব কাজ।
ছুঁড়ে' ফেলে' দিয়ে যত ভয়-লাজ মাধুরী-মাখানো উল্লাসে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৮/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৭৬৪

কলাপচূড় ভৃঙ্গমুকুর কে গো এলে নেচে' নেচে' আজি,
ভুবন-ভোলানো রূপে সাজি'।
মিষ্টি-মাখা দৃষ্টি-রেখা সৃষ্টিতে ঢেলে' সুধারাজি।।

যে জানে তোমারে হয়েছে তোমার, যে জানে না তারও নাও তুমি ভার।
পুলকে পলকে অলখে অলখে ভেসে' চল ছন্দে নাচি'।।

হে রূপদক্ষ লক্ষ্য আমার, তব সমকক্ষ নাই যে আর।
অনন্ত তুমি অসীম অপার তোমারে পাবই ৰাধা যুঝি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৮/৮৪)

১৭৬৫

প্রীতির কেতনে কে গো এলে মনে অসীমের দূর আহ্বানে।
ওতপ্রোত ভাবে ভাবে-অভাবে মধুর স্বভাবে মন জিনে'।।

তুমি যেতে চাও আমি চাই না তো, রেখে' দিতে চাই হিয়ায় সতত।
ঊর্মিমালায় কত শত শত ঝঙ্কার তুলি' আনমনে।।

হে প্রিয় সারথি, চালাও এবার সর্বভেদী ও রথ তোমার।
রূপ-রূপাতীত হোক একাকার তব প্রগ্রহেরই টানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৮/৮৪)

প্রগ্রহ = লাগাম

১৭৬৬

অনুক্রমণিকা

ফুলবনে আমি তোমায় চেয়েছি, আমার মধুপে থেকে' যেও।
ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরা দিয়ে প্রভু, অসীমের গান তুমি গেয়ো।।

শ্বাপদ-অরণ্যেরই মাঝে তোমার নূপুর যেন সদা বাজে।
তমসাকৃষ্ণ বিভীষিকা মাঝে জ্যোতির পথ দেখিয়ে দিও।।

এ আশা আমার নয়কো দুরাশা, আর কে বা মোর মিটাবে পিপাসা।
আমার হৃদয়ে নাহি এলে যদি, আমাকে হৃদয়ে তুলে' নিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৮/৮৪)

১৭৬৭

তুমি হিমগিরি তুহিনে ঢাকা।
অসীমের উৎস হতে আসা সিতহিম প্রীতিতে মাখা।।

হিম যায় করুণায় যে গলে', নেৰে' আসে জলেরই ঢলে।
শল্প-শ্যামলিমা দু'হাতে তুলে', দিয়ে যায় রচনা করে' অলকা।

প্রণতি জানাই তোমারে অদ্রীশ, শিবের নিলয়ে তুমি জলদাধীশ।
ঢেলে' চল অকাতরে তব আশিস অনুধারায় শাশ্বত হে সখা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩১/৮/৮৪)

১৭৬৮

কবে তুমি আসবে প্রিয়তম ছন্দে গানে মম।
বলবে হেসে' প্রাণোচ্ছ্বাসে সুরধারা আমি স্বর্ণিম।।

অনুক্রমণিকা

বলবে কভু মোরে ভুলে' যাবে না, কোন পরিবেশে দূরে সরে' রবে না।
সঙ্গে সঙ্গে থেকে' ভাবের মাধুরী মেখে' ভেসে' যাবে কুসুমে পরাগ সম।।

তোমারই প্রীতিতে ধরা নৃত্যে ভরা, তোমার গীতিতে সীমা অসীমে হারা।
তোমার নীতির পথ সবাকার মনোরথ নিয়ে যায় লক্ষ্যে মধুরতম।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৯/৮৪)

১৭৬৯

এ কী প্রহেলিকা, এ কী কুহেলিকা–
কাছে কাছে আছ, ধরা নাহি দিয়েছ, প্রীতি কেন আঁধারে ঢাকা।।

আলোর ঝর্ণাধারা অসীমে হারা, বীণার ঝঙ্কারে অশ্রু-ভরা।
এসো আরও কাছে, ভাঙ্গো বাধা যা' আছে, মুছে' ফেলো কালিমা রেখা।।

ভালবাসি আমি জানি ভালৰাস তুমি, আমারে চেন তুমি মর্ম দিয়েছি আমি।
হাস মনোমাঝে হিয়ার কোরক চুমি' একা একা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৯/৮৪)

১৭৭০

কেন ভালৰাস আমারে জানি না, আমি জানি না।
তোমার দেওয়া নিধি নিয়ে চলি নিরবধি, তবু তোমারে খুঁজি না।।

তোমারই ঘরে থাকি, তোমারই পরে' থাকি,
তোমারই পথে চলি, তোমারই কথা বলি।
তব গান গেয়ে চলি, তবু তোমারে চিনি না।।

অনুক্রমণিকা

তুমি সব কিছু দাও, আমি কিছু দিই না,
আমি সব কিছু নিই, তুমি কিছু নাও না,
আলো ধরে' তুমি চল, আমি শলাকা জ্বালি না।
তুমি ছাড়া আমি থাকি না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৯/৮৪)

১৭৭১

সুদূরের আহ্বানে কে গো এলে গানে গানে।
কোন কিছুই চাও নিকো তুমি, গান শোণালে কাণে কাণে।।

ঝরঝর অবিরত শিশির ঝরেছে ঘাসে, মন মেতেছে শেফালী সুবাসে।
স্মিত কুশ-কাশে প্রকৃতি নেচেছে, ছন্দে মুখর প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।।

রক্তিম সাজে আলোকে বিষাদে গ্রহ-তারা ঘেরা ভ-চক্র মাঝে।
কে গো অনাহুত বিকাররহিত ধরা দিলে মনে মধুবনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৯/৮৪)

১৭৭২

অরুণের আলো ঢেলে' দিয়ে গেল নূতন প্রাণের স্পন্দন।
ঘুমে অচেতন ছিল যে জীবন তাকাল মেলি' দু' নয়ন।।

শুয়ে থাকা নয় ওঠো এই বার, কর্মক্ষেত্র তৈরী তোমার।
এ কুরুক্ষেত্র আসে অনিবার প্রতি পলে সারা জীবন।।

নাই কোন ভয় মোহ-ৰন্ধন, নাই পিছে চাওয়া ভাবা অকারণ।
সম্মুখে চলো ভুলে' ক্রন্দন রঙে রাঙা পথে প্রতিক্ষণ।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৯/৮৪)

১৭৭৩

কোন অলস প্রহরে যদি ভাব মোরে, মনে রেখো শুধু আমি তোমার।
শত দোষে ঢাকা তবু প্রীতি-মাখা, দূরে ছুঁড়ে' ফেলো না ভেবে' ভার।।

তব ইচ্ছায় আমি আসি যাই, তুমি ছাড়া মোর আর কেহ নাই।
ভুলে' থাকিলেও তোমাকেই চাই, তুমি বিনা নাহি গতি আমার।।

পথহারা পথিকের ধ্রুবতারা, তামসী যামিনীতেও আলো-ঝরা।
নীরস কণ্ঠে তুমি নীরধারা তৃপ্তি-উৎস সুধাসার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৯/৮৪)

১৭৭৪

আছ অশ্রুধারায় মিশে', কুসুমে আছ হেসে'।
ওগো দরদী প্রীতি ঢেলে' দিই তব সুধানির্যাসে ।।

তুমি যে আমার কত আপনার, বুঝিলাম আজ কৃপাতে তোমার।
এসো কাছে হিয়ার মাঝে, কেউ জানিবে না, তবে ৰাধা কিসে।।

জনমের পর জনম এসেছে, কত যে মরণ মধু এনেছে।
তোমায় ঘিরে' মোর পরিক্রমণ সার্থক আজ রূপে রসে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৯/৮৪)

১৭৭৫

অনুক্রমণিকা

প্রভু আমার প্রিয় আমার অলোক ধারায় স্পন্দিত।
অলখ তোমার রীতি-নীতি, অপার প্রীতি মন্ত্রিত।।

আলোকেরই উৎস মাঝে উদ্বেলিত হিয়া নাচে।
ভালবাসার পুষ্পসাজে সারা তনু সজ্জিত।।

বোঝ ব্যথা আকুলতা নর্মতমের* মর্মগাথা।
ছন্দায়িত বিধুরতা তোমার রাগেই রঞ্জিত।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৯/৮৪)

---

* প্রিয়তমের

১৭৭৬

শারদ নিশীথে নীরবে নিভৃতে তব সাথে হ'ল পরিচয়।
ভালো বেসেছিলুম তোমাকে, বুঝলুম তুমি প্রীতিময়।।

বীণার তারের ঝঙ্কারেতে ক্ষুদ্র হৃদয় উঠল যে মেতে'।
অলখ দ্যুতির উৎস হতে ছড়াল আলো ভুবনময়।।

সুরের লহরী গেল ভেসে' ভেসে' হৃদয় হতে দূর আকাশে।
সীমার বাঁধন সব গেল খসে', আমারে করিলে তুমি-ময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৯/৮৪)

১৭৭৭

তোমারই আশিসে এগিয়ে যাই প্রভু তব পথ ধরে'।
আমার বলিতে কিছু যে নাই, তাও নয় 'আমি' বলি যারে।।

অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মন থেকে রাখি তোমারে সরায়ে।
চাহিয়া দেখি হৃদয়-অন্তরে তুমি রয়েছ ঘিরে'।।

অনুক্রমণিকা

নিজের মহিমা নিজের গরিমা, বাড়াতে গিয়ে তাহাদের সীমা।
ধরা পড়ে' যায় নিজেরই কালিমা অন্তরে বাহিরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৯/৮৪)

১৭৭৮

তোমাকে নিয়ে মোর সংসার, তুমি আছ তাই আমি আছি।
তুমি ছাড়া প্রভু সবই যে অসার, সারাৎসার জেনেছি।।

যে ঊর্মিমালা মনেতে আসে, মনমাঝে সে যে শেষে যায় মিশে'।
আসা আর যাওয়া, চাওয়া আর পাওয়া তোমারে ঘিরে' রচেছি।।

সৃষ্টিচক্রে মধ্যমণি, কোটি ভানুদ্যুতি তোমাকেই জানি।
একমাত্র তোমাকেই মানি, তব গান গেয়ে চলেছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৯/৮৪)

১৭৭৯

কাননে ভোমরা এল গুনগুনিয়ে।
ওই কাননের ফুল গো আমি দেখি তাকিয়ে।।

কেন ভ্রমর এল বলো, মনে মোর মধু উচ্ছল।
তারই আশেপাশে ভ্রমর ঘোরে চেয়ে চেয়ে।।

রবির কর আর চাঁদের আলো পাপড়িতে মোর রঙ ধরাল।
ওই রঙেতে মন রাঙাল, ভ্রমর গেছে বুঝে' নিয়ে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৯/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৭৮০

তোমারে ভুলিয়া থাকিতে পারি না, তুমিই আমার সাধনা।
অংশুকণা কি অংশু ত্যজিয়া থাকিতে পারে বলো না।।

উদকেতে মীন শীতেতে তুহিন, মোর গতিধারা তোমারই অধীন।
তোমাতে ছিলুম, আছি, হব লীন, হলেই তোমার করুণা।।

করিতে যা' চাও করে' যাও প্রভু, এই নিবেদন ভুলো নাকো কভু।
তোমার বাইরে, হে বিশ্ববিভু, কারেও পাঠাতে পার না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/৯/৮৪)

১৭৮১

তব ভালবাসা কেন অশ্রু-মাখা, হে দেবতা।
তব যাওয়া-আসা কেন অজানা, ঢাকা বলো তব বারতা।।

দর্শনে বিজ্ঞানে ধরা নাহি দাও, অনুরোধে উপরোধে বল না কী চাও।
শুধু ভালবাস, ভালবাসিতে আস, এ কী মধুরতা।।

অহঙ্কারে প্রশ্রয় নাহি দাও, রুচিবিকারে সুদূরে সরাও।
সরল প্রীতিতে থাক, মমতা-মাধুরী মাখ, বোঝ ব্যাকুলতা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৯/৮৪)

১৭৮২

ফুল বলে, মোর মধুতে থাকো, আমার মধু তোমার তরে।

অনুক্রমণিকা

মন বলে, মোর হিয়ায় থাকো দুঃখে সুখে চির তরে।।

তুমি আমার অলোক দ্যুতি, সব অগতির একই গতি।
সকল চলার তুমিই দ্রুতি সব যুগে যুগান্তরে।।

মরুপথের নীরধারা, অন্ধকারে আলোধারা।
শুষ্ক প্রাণে সুধাক্ষরা, জানা না-জানার বাহিরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৯/৮৪)

১৭৮৩

ঝঞ্ঝা যদি আসে যুঝিতে শকতি দিও।
অলসতা যদি আসে মনে দৃঢ়তা ভরিও।।

চলেছি তোমারই পথে, যেন না ঢাকে তমঃতে।
দুঃখে বেদনাতে তোমারই রাগে রাঙিও।।

আলোকের যাত্রাপথে সুমুখে এগিয়ে যেতে।
সাহসে কাজে নাবিতে আশিসে ভয় ভাঙ্গিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৯/৮৪)

১৭৮৪

রঙিন পরী বলে, যাই যে উড়ে' চলে', তোমরা সঙ্গে আমার চলো না।
কোথায় আমার দেশ, কবে চলার শেষ, এ কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।।

চোখ মেলেছি যখন থেকে ওড়ার শুরু তখন থেকে।

অনুক্রমণিকা

আলোক ধারার পথে পথে, অসীমেরই অশেষ ডাকে।
এগিয়ে চলে' যাই, ওড়ার শেষ কখনো হ'ল না।।

বুঝি আমি সবার ব্যথা, মানবতার কাতরতা।
সবারে সঙ্গে নিতে চাই, শাশ্বত কালের এ সাধনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/৯/৮৪)

১৭৮৫

কথা কয়ে গেলে তুমি কাণে কাণে।
দুঃখের ভারে ন্যুব্জ হিয়ারে উচ্ছল করে' গানে গানে।।

ব্যথা বুঝিবার কেহই ছিল না, কথা শুণিবার সময়ও ছিল না।
কৃপাদৃষ্টিতে কেউ তাকাল না, সবে সরে' গেল আনমনে।।

তুমি এসে' গেলে নীরবে নিভৃতে, কহিলে আমারে খুশী-ভরা চিতে।
একা নও তুমি এই ধরাতে, আমি আছি সাথে প্রাণে প্রাণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৯/৮৪)

১৭৮৬

মন-মধুকরে উদ্বেল করে' এসে' গেলে প্রিয় মোর ঘরে।
স্বাগত জানাতে অর্ঘ্যে ৰরিতে কিছুই ছিল না এ কুটীরে।।

ভাবিতে পারি নি তুমি এসে' যাবে, আশার আলোকে রঙিন করিবে।
হৃদয়ের মধু দুই হাতে নেবে, তাকাবে হেসে' প্রীতি ভরে'।।

আশার অতীত স্পর্শমণি, ভাষার বাঁধনে বাঁধা যে পড় নি।

অনুক্রমণিকা

আসার শুণি নি কোন পদধ্বনি, এলে চকিতে আলো করে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৯/৮৪)

১৭৮৭

আশা-ঘেরা সুধা তুমি, তোমার পানেই চেয়ে আছি।
তোমায় পেতে গীতে ৰরিতে অনন্তকাল সুর সেধেছি।।

তুমি অনাদি কালেরই প্রিয়, মনে প্রাণে প্রার্থনীয়।
রূপে রাগে ভরে' দিও যা' কিছু গান গেয়ে গেছি।।

তুমি বিনা নেইকো আলো, নেইকো ধরায় কিছুই ভালো।
প্রীতির প্রদীপ তুমিই জ্বাল, একথা মর্মে বুঝেছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৯/৮৪)

১৭৮৮

কাণে কাণে তুমি কয়ে গেলে প্রিয়, আবার এখানে আসিবে।
বলিলাম গানে গানে শুণিয়ো, তমঃ-বিভাবরী কাটিবে।।

তার পর কত যুগ চলে' গেছে, কত না তারকা খসিয়া পড়েছে।
কত কিশলয় পর্ণে ঝরেছে, তব আগমন কবে হবে।।

কথা দিয়ে কেন কথা ভুলে' যাও, মর্মের ব্যথা শুণিতে না পাও।
যুক্তি-তর্ক যতই দেখাও, মোরে ভুলাতে না পারিবে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৯/৮৪)

১৭৮৯

অনুক্রমণিকা

দীপ জ্বেলে' দিয়ে দূরে যাই, আলো দেখে' মনে রেখো আমায়।
সুরে তালে ভেসে' যাই, প্রীতি মোর গানে মিশে' যায়।।

সুরসপ্তকে বেঁধেছি বীণা, রাগে তাহা সাধা হয়েছে কি না।
তুমি বলো সুর চেনা কি অচেনা, একথা শুধাই আজ তোমায়।।

গানের রাজা হে সুরসম্রাট, নিজ মহিমায় তুমি যে স্বরাট।
বিশ্ববিভু হে বিভবে বিরাট, তব দ্যুতিতে ধরা উপচায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/৯/৮৪)

১৭৯০

কাঁদিয়ে ভাসাও, তবু কেন আঁখির কোণে মধুর হাসি।
এ কী লীলা নিঠুর খেলা, তবু বল ভালবাসি।।

এ কী বিষম ভালৰাসা, কভু কাঁদা কভু হাসা।
পলকে যাও পলে আস, মনবিতানে পুষ্পে পশি'।।

তোমায় ছেড়ে' থাকতে নারি, মনের মধু পড়ে ঝরি'।
উদ্বেলপ্রাণ তোমায় স্মরি, নাচ কেন মর্মে ভাসি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৯/৮৪)

১৭৯১

মদির নয়নে এলে, এ কী মাদকতা আনিলে।
সুধীর চরণ ফেলে' উন্মাদনা জাগালে।।

অনুক্রমণিকা

চেয়েছিলুম আমি তোমাকে যুগে যুগে।
কত মেঘে-ঢাকা দিনে, তামসী যামিনী জেগে'।
আশার অতীত তীরে এসে' মোর মন মাতালে।।

চেয়েছিলুম কেন আজও তা' জানি না।
বেসেছিলুম ভালো জেনে' তুমি অজানা।
অশ্রু উপচিয়া পড়ে পাওয়া না-পাওয়ার দু'কূলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৯/৮৪)

১৭৯২

তোমারে চেয়েছি প্রিয় একান্তে বিজনে।
অরুণ আলোয় মাখা রাঙা প্রভাতে বিহগের মধু কূজনে।।

জানি মন যত চায় তত পায় না, যাহা পায় তারও সবটুকু চায় না।
সব চাওয়া-পাওয়ারই ঊর্ধ্বে তুমি,
এসো ভাব-ভাষা ভাসিয়ে মনেরই কোণে।।

আমি তব চরণের স্রোতে ভাসা ফুল।
অকূলে ছিলুম, আজ পেয়ে গেছি কূল।
দেখো মোরে করুণা করে' নিরজনে প্রিয় প্রিয়জনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৯/৮৪)

১৭৯৩

থাকিবে না যদি মোর ঘরে, কেন এলে এ মধুর রাতে।
বসে' আছি যুগ যুগ ধরে' নিতি নিতি নব মালা হাতে।।

অনুক্রমণিকা

এমন কোমল কেহ নাই সবাকার মুখে শুণে' যাই।
তব মমতার গীত গাই, কেন দেখি বিপরীত হতে।।

এমন কঠোর কেহ নাই, বজ্রেও তুলনা না পাই।
তবে কি ভালোর লাগি' তাই কোমলে কঠোর হ'ল সাজিতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/৯/৮৪)

১৭৯৪

মনে ছিল আশা তোমাকে সাজাব নিজ কাননের ফুলদলে।
আশা না পূরিল, কাল বয়ে গেল, শিশিরাঘাতে ফুল গেল চলে'।।

পুষ্পশয্যা নিজে রচিয়াছি, সযতনে জল সেচন করেছি।
হৃদয়ের মধু সে ফুলে ঢেলেছি, মধুপ তোমাকে দোব বলে'।।

কাল-পরিভূতে সবে যায় আসে, আমার কানন পুনঃ যেন হাসে।
তোমার ছবিটি সদা যেন ভাসে রাগে অনুরাগে পলে পলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৯/৮৪)

১৭৯৫

তোমার আলো ছড়িয়ে গেল গ্রহে গ্রহান্তরে।
মিষ্টি আলো সরিয়ে দিল মোহের কালো সব স্তরে।।

আলোর ধারা ঢেলে' দিল দূর নীলিমায় ঝলমল।
তারার রাশি চাঁদের হাসি নীহারিকায় সৌর করে।।

কে গো জ্যোতিঃসম্রাট, সবার কর্তা স্বয়ং স্বরাট্।

অনুক্রমণিকা

বিশ্বাতীত ঈড্য* বিরাট সবাকার অন্তরে।
দাও পরাভক্তির অনুরক্তি তোমার নামাধারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৯/৮৪)

*ঈড্য = প্রণম্য, পূজ্য

১৭৯৬

দিনের আলোয় চেয়েছি তোমায়, তুমি দিনে এলে না, রাতে এলে।
সুখের সময় ভুলেছি তোমায়, অর্ঘ্য নিলে না, ব্যথা নিলে।।

নিত্যকালের ৰন্ধু হে আমার, সুখের দিনে এসো নিয়ে সুধাসার।
তব মধুর হাসি মোহন বাঁশী, সুখে দুখে সমভাবে দিও গো ঢেলে'।।

তোমারে চেয়েছি ফুলদল সাজে, তোমারে পেয়েছি ঝঞ্ঝারই মাঝে।
থেকো মোর সাথে সাথে সুখে দুখে সব কাজে কালে অকালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৯/৮৪)

১৭৯৭

মন চেয়েছিল, বলি এসো, তোমারে লাজে বলিতে পারি নি।
অজস্র বিচ্যুতি জমা যে ছিল, সে ভীড়ে তাকানো যায় নি।।

যেমনই হই না কেন আমি যে তোমার, দূরে থাকিলেও তুমি সারাৎসার।
আমার জীবনে তুমি অমেয় অপার, একথা বুঝে' উঠি নি।।

অচল জীবনে তুমি গন্ধবহ, সচল করিয়া দাও আনো প্রবাহ।
মরা গাঙে ঢল আনো হে হিমবাহ, বলার অধিকার আসে নি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৯/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৭৯৮

মলয় আসিয়া কয়ে গেল কাণে, তুমি ডেকেছ নাম ধরে'।
তোমাকে ভুলে' ছিলুম যে আমি, তুমি দেখি ভোল নি মোরে।।

তোমাকে দেখি যে আমি অরুণ রাগে।
তোমাকে পাই যে সাঁঝে অনুরাগে।
তোমার স্মিত মুখ করে' দেয় মোরে মূক বিস্ময়ে ভাবাভিসারে।।

হে অলখ দ্যুতি, হে প্রিয় সবাকার-
আমারে তোমার করে' নাও গো এবার।
তোমার মধুর গেহে তোমার অপার স্নেহে ভালবাসা-মেশানো সুরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৯/৮৪)

১৭৯৯

আমার হিয়ায় যত ব্যথা তুমিই বোঝ, তুমিই জান।
বলতে কভু হয় না প্রভু, বিনা কাণে সবই শোণ।।

তোমার তরে যে মোর বিরহ, যে ব্যথা মনে অহরহঃ।
সবই বোঝ হে চিত্তবহ, যথাকালের লাগি' দিন গোণ।।

মুখে যতই ডেকে' থাকি, মনে ততই দূরে রাখি।
ভাবের ঘরে চলে না ফাঁকি, আমিও মানি তুমিও মানো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৯/৮৪)

১৮০০

অনুক্রমণিকা

এই কুসুমিত বীথিকা ধরে' আমি দেখেছিনু তুমি এসেছিলে।
কণ্ঠে তোমার গীতিকা ভরে' মৃদু হেসেছিলে।।

তরুতলে বিছানো ছিল বকুল, ক্ষুদ্র হলেও তা' গন্ধে অতুল।
তাই নিয়ে তোমা' লাগি' গেঁথেছি মালা, তুমি পরেছিলে।।

শিউলি ঝরা ছিল তরুর তলে, শিশিরসিক্ত শরতেরই কালে।
মালা গাঁথা হ'ল নাকো, গেলে চলে' আমায় ফেলে' রেখে কিসেরই ছলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/৯/৮৪)

১৮০১

মলয় বাতাসে মধু নিশ্বাসে কে গো এলে মোর ফুলবনে।
ভাবিতে পারি নি, চাহিয়া দেখি নি, বসিয়া ছিলাম আনমনে।।

পদধ্বনি কোন শুণিতে পাই নি, ইঙ্গিত-আভাস কিছুই দাও নি।
স্বাগতম্ বরণও করি নি, অনাহূত এলে স্মিতাননে।।

তোমার লীলা বুঝে' ওঠা ভার, ক্ষণেকে কঠোর ক্ষণে প্রীতিহার।
অগম্য তুমি অমেয় অপার, তাই সঁপি নিজেরে মননে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৯/৮৪)

১৮০২

তোমারে ভাবি শুধু আজি এ মধু রাতে।
মলয় বাতাসও এসে' হেসে' ভাসে চারি ভিতে।।

আজিকে ধরাতল আকুল চঞ্চল।
মনেরই কোমল দল কাঁদে যে বিরহেতে।।

অনুক্রমণিকা

তোমারই মধুর হাসি স্মৃতির পটে ভাসে।
তোমারও আননখানি মোছে না কোনও প্রয়াসে।
তোমাকে ভেবে' যাব, তোমারই গান গাইব।
হে প্রিয় তোমাকে পাব, জেগে' আছি এ দৃঢ়তাতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৯/৮৪)

১৮০৩

আমার কথা ঢের হয়েছে, তোমার কথাই শুধু বলো।
আলোর ধারায় স্নান করিয়ে তোমার পথেই নিয়ে চলো।

আমায় নিয়েই ব্যস্ত ছিলুম, নিজের গানই গেয়ে যেতুম।
আজ নামের তরী ভাসিয়ে দিলুম, তোমার গানের পাল তোল।।

তুমি আছ হে সুন্দর, আর সকলই জানি নশ্বর।
একা তুমি চির ভাস্বর, জোয়ার এল তরী খোল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৯/৮৪)

১৮০৪

বীথিকায় চলা কালে যে গীতিকা গেয়ে গেলে, আজও তাহা মনে রয়েছে।
প্রীতির সে লতিকা যদিও তা' ক্ষণিকা, আজও মনে দুলে' চলেছে।।

তোমার গানেতে ফুটে' উঠেছিল কুসুম।
সোণালী আলোর টিপে পরেছিল কুমকুম।
আনন্দসমারোহ কেড়ে' নিয়েছিল ঘুম, হিয়া পড়েছিল উপচে।।

অনুক্রমণিকা

দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারও নয়।
আশা-নিরাশায় তার রয়ে যায় পরিচয়।
হাসি-কান্নায় তার স্মৃতিপটে রেখা রয়, ইতিহাসে কে তা' লিখেছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৯/৮৪)

১৮০৫

বেঁধে' রেখেছ যে মোরে প্রভু তোমার প্রীতির ডোরে।
তোমায় ভুলে' থাকতে আমি কভু নাহি পারি।
অশ্রুজলে প্রাণোচ্ছলে তোমার কথাই স্মরি।।

তুমি আমার দিনের আলো, তুমি আমার রাতের কালো।
তুমি আমার মন্দ-ভালো কঠোর-কোমল হরি।
গ্রীষ্ম-তাপে শীত-আতপে আছ আমায় ঘেরি'।।

নেইকো আমি তুমি-ছাড়া, তুমি প্রভু জগৎ-জোড়া।
ছিন্ন আশা ভিন্ন করি' স্মৃতিতে রও ভরি'।
আছ হারিয়ে-যাওয়া কুড়িয়ে-পাওয়া সব কিছু আবরি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/৯/৮৪)

১৮০৬

তুমি যে গান গেয়েছিলে ফুলবনে তার ঝঙ্কার আজও আছে মনে।
যে সাজে সেজেছিলে স্মিতাননে সে রূপ আজও ভাসে প্রতি ক্ষণে।।

মন-জোড়া হয়ে আছ প্রাণ ভরিয়া, আলো হয়ে আছ ব্যথা হরিয়া।
তুমি আগে আমার, তারপর সবাকার, আমার সঙ্গে থেকো রাতে দিনে।।

অনুক্রমণিকা

অচিন দ্যুতি এল অমরা হতে, প্লাবিত করিয়া দিতে অলখ স্রোতে।
তুমি নিত্য আমার, তুমি সারাৎসার, ভালবাসি তোমারে জেনে' না-জেনে'।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৯/৮৪)

১৮০৭

হে প্রিয় আমার, প্রাণ সৰাকার, আমি কী শোণাব তোমায় গান।
তব সঙ্গীতে অমরা হতে ভেসে' আসে নিত্য নব তান।।

কোন্ অজানার উৎস হইতে ভাসিয়া চলেছি কালেরই স্রোতে।
তুমি একান্তে বিজনে নিভৃতে প্রাণ ভরে' দিলে জ্যোতিষ্মান।।

একাকী কখনও ছাড় নাই মোরে, সঙ্গে রেখেছ আপনার করে'।
অযোগ্য আমি কাছে টেনে' মোরে করালে প্রীতিতে মুক্তিস্নান।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৯/৮৪)

১৮০৮

ভুল করে' এসো প্রিয় আমার এই কুটিরে।
নেই কোন গুণ হেন যার জোরে ডাকি তোমারে।।

নেই কোন বিদ্যা সাগরসমান, বুদ্ধিও নেই বেশী পরিমাণ।
অযোগ্যতায় থাকি হতমান, কেউ চায় নাকো মোরে ফিরে'।।

একা তুমি মোর ভরসা, নিরাশ প্রাণে রঙিন আশা।
মোর পিপাসা ভালৰাসা কেবল তোমায় ঘিরে' ঘিরে'।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৯/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৮০৯

তোমাকে পাবই প্রাণে প্রাণে, মনের মোহন বিতানে।
গানে গানে প্রিয় গানে গানে।
ব্যর্থ নয়কো জীবন আমার, ভালবাসি তোমায় জেনে'।।

যে কলি জেগেছে মনের মাঝারে পরশে তোমার ফোটাও তাহারে।
সাজাব সে ফুলে তোমার বেদীরে হিয়ার গভীরে নিরজনে।।

ৰল দিয়ে গেলে, দিলে অভীপ্সা, মিটাইয়া দিলে সকল পিপাসা।
থেকে' গেল শুধু একই জিজ্ঞাসা, কখন তাকাবে মোর পানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৯/৮৪)

১৮১০

কে বলেছে কঠোর তুমি, ফুলের মতই কোমল গো, আমি ভুল বুঝেছি।
মিষ্টি হেসে' কাছে এসে' শুধাও কেমন আছি।।

বাইরে থাকে যে আবরণ, নয়কো তোমার স্বভাব অমন।
কঠোরতায় ঢাকা থাকে কোমলতা বুঝে' গেছি।।

ফলের মিষ্টিমধুর সুরস, ফুলের স্নিগ্ধ পরাগ-পরশ।
না থাকিলে বাধা নীরস পেতুম না যা' পেয়েছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/৯/৮৪)

১৮১১

সর্পিল কুটিল পথে যারা গিয়েছিল তারা ফিরে' এসেছে।
কলুষ-কালিমা সরায়ে উজ্জ্বল রঙে সেজেছে।।

অনুক্রমণিকা

তোমাকে ছেড়ে' থাকা যায় না, তোমাকে ভুলে' ভাল লাগে না।
তোমার পরশে প্রীতির হরষে সবে কাছে ছুটে' চলেছে।।

কুয়াশায় ঢাকা কে থাকিতে চায়, আলোর ঝলক মন যে মাতায়।
প্রতিটি পলক পুলকে কাটায় যে তোমারে মনে ধরেছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/৯/৮৪)

১৮১২

শিঞ্জিত নূপুরে মনেরই মধুকরে কে গো তুমি ডেকে' যাও-
ডেকে' যাও বাঁশীর সুরে।
না শুণে' পারি না বাঁধ-ভাঙ্গা এ দ্যোতনা,
সাড়া দিই মনেরই পাপড়ি নেড়ে'।।

আর কোন কাজ নেই, শুধু ডাক আমারে,
আর কেউ কি নেই আমি-ছাড়া সংসারে।
চাও যবে সাথে নাও, মনোমত সাজাও,
আমারে তোমারই রূপাধারে।।

যত রাগ-অনুরাগ গন্ধবহ পরাগ,
সুরে তালে মিশে' থাকা ছন্দ-রাগিণী-রাগ।
দিয়ে গেলে ছড়িয়ে ধরার 'পরে কি এ,
রূপাতীত ভাবে ভরা রূপ ধরে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৯/৮৪)

১৮১৩

অনুক্রমণিকা

সাড়া যদি নাই বা দিলে প্রভু, আমি তোমায় ডেকে' যাব।
ডেকে' যাওয়া আমারই কাজ, তোমার কী কাজ জেনে' নোব।।

অধীর পবন তরুর স্বনন ডেকে' যায় তোমায় অনুক্ষণ।
তাদের সাড়া দাও কি না দাও, একান্তে তাদের শুধাব।।

ব্যথার মালা দাহের জ্বালা বোঝ কি দুঃখ তুষার-গলা।
বোঝ না তো গানে গানে প্রাণে প্রাণে রেখে' দোব।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৯/৮৪)

১৮১৪

অবর্ণ ধরা রঙিন হয়েছে হে প্রভু তোমার পরশে সহর্ষে সুধারসে।
না-থাকার মাঝে সব কিছু এল হে চিদানন্দ নিমেষে।।

হে রূপদক্ষ স্রষ্টা সবার, রচনা করিলে মায়ায় ধরার।
দেশ-কাল ৰাঁধা নাহি যে তোমার, পাত্রও গড় হেসে' হেসে'।।

আকাশ-বাতাস-আলোক ছিল না, জল-ক্ষিতির অস্তিত্ব ছিল না।
ছিলে একা তুমি, এ সপ্তভূমি অনবস্থায় ছিল মিশে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৯/৮৪)

১৮১৫

শোণ রাঙা কিশলয়, কে তোমারে পাঠিয়েছে বলো আমারে।
নূতনেরই বার্তাবহ, কার তরে কী আনিয়াছ আজকে এ ভোরে।।

ৰাধা-বিঘ্ন আসবে যে ঘিরে', পত্র হবে, পর্ণ হবে, পড়বে ঝরে'।।

অনুক্রমণিকা

ঝড়-ঝঞ্ঝা যতই আসুক ভাই,
যুঝব বাধা, এগিয়ে যাব, এই তো আমি চাই।
আজকে প্রাতে যাত্রাপথে প্রণাম জানাই সবারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৯/৮৪)

১৮১৬

বাঁশীর সুরে সুরে মোরে টানে, মন না মানে কোনো ৰন্ধন।
হাসির ফাঁকে ফাঁকে ডেকে' আনে, সব-ছেঁড়া এ কী আবাহন।।

ফুলের পরাগে ডাকে মোরে ফুল ফুটিয়ে থরে থরে।
সাড়া না দিয়ে থাকি কী করে', ছুটে' যাই ঝটিতি* চরণ।।

আকাশে বাতাসে মিশে' রয়েছে, হৃদাকাশে ভেসে' চলেছে।
মনের ময়ূর কলাপ মেলেছে নাচে গানে পেয়ে তারই স্পন্দন।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/৯/৮৪)

**সংস্কৃত শব্দ-মানে 'তাড়াতাড়ি'।*

১৮১৭

তুমি ভুলে' গেছ মোরে কেন বলো আমারে।
তুচ্ছ হলেও পাঠায়েছ এই ধরণী 'পরে।।

রবি-শশী নহি, আমি নহি গ্রহ-উল্কা।
কোটি কোটি নীহারিকা দিয়ে গড়া তারকা।
আমি ক্ষুদ্র পুষ্পকলিকা, রাখো চরণে ধরে'।।

অনুক্রমণিকা

বিরাট উদধি নই, নহি হিমবাহ।
নভঃ থেকে ভেসে' আসা কুহেলীপ্রবাহ।
আমি ক্ষুদ্র শিশিরকণা ঘেরা দাবদাহ, দেখো করুণা করে'।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৯/৮৪)

১৮১৮

তমসার পরপারে জ্যোতিবর্ত্তিকা নিয়ে আছ কে গো অনন্ত কাল ধরে'।।

জ্যোতির কণিকা ভেসে' চলেছে তমসা ভেদিয়া ভুবন উপচে'।
কে কী ভাবিতেছে, কে কী করিতেছে, দেখিছ সবার অগোচরে।।

হে জ্যোতি-পুরুষ পরম লক্ষ্য, কেহ নাহি তব সমকক্ষ।
ভাঙ্গিতে গড়িতে সমান দক্ষ, ক্ষণে ভাঙ্গ গড় চুপিসারে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৯/৮৪)

১৮১৯

ফাল্গুনে প্রিয় যে রঙ ঢেলেছ, মনোবনে তার ছোঁয়া লাগে।
রূপে রসে নিজে ছড়িয়ে পড়েছ ছন্দায়িত সুরে রাগে।।

ঘুমন্ত কলি জাগিয়া উঠেছে, পরিবেশ ভুলে' বর্ণে মেতেছে।
পাপড়িগুলি নাচিয়া চলেছে তোমারই গভীর অনুরাগে।।

কুয়াশা সরেছে, রঙ ধরিয়াছে, শীতের আড়ষ্টতা দূরে সরে গেছে।
রঙিন শাখায় বিহগ ডেকেছে, সে ডাকে তোমার প্রীতি জাগে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৯/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৮২০

বাতায়নে বসি' ভাবি দিবানিশি, কে বা সে যে ভাবে আমারে- তার অলস প্রহরে।
শয়নে স্বপনে নিদে জাগরণে আমি শুধু ভাবি তাহারে।।

কে গো তুমি প্রভু বিশ্রাম নাই, অষ্ট প্রহর ব্যস্ত সদাই।
আমি শুধু ভাবি তোমার কথাই, তুমি ভাব সারা সংসারে।।

আমি ক্ষুদ্র তুমি সুমহান, অনাথের নাথ জগতেরই প্রাণ।
তব করুণায় সবে এক তান এক প্রাণে যাচে তোমারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৯/৮৪)

১৮২১

গানের দেশে এল সবুজ পরী, গান গেয়ে বললে সে, এবার ফিরি।
বললে সবাই, তুমি দেশে ফিরো না, আমরা সবাই তোমায় রাখব ঘিরি'।।

তুমি গানেতে এনেছ সবুজ ছায়া, মনেতে বুনেছ রঙিন মায়া।
তোমায় যেতে দোব না, গান শুণে' যাব যে পরাণ ভরি'।।

গানের রাজ্যে এসেছিল দানব, গুঁড়িয়ে সে দিয়েছিল যে সব।

তুমি অনেক ভাঙ্গ আর অনেক গড়, আমরা চেয়ে আছি আশা করি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৯/৮৪)

১৮২২

ভালো ৰাসি আমি প্রিয়, জানি তুমি ভালো ৰাসো না।
কেন ভালো বাসি তার কিছুই জানি না, ভালো না বেসে' পারি না।।

কুসুম জানে না ভ্রমর কেন তারে চায়,
ভ্রমর জানে না সুরভি যে ডাকে তায়।
চঞ্চল হৃদয়ের উদ্বেল ভাবনায় যুক্তিতর্কাতীত এষণা।।

ততটুকু ভেবে' থামি আমি যতটুকু বুঝি,
চিনি নাকো তবু তোমাকেই সদা খুঁজি।
কেন এই খোঁজাখুঁজি বলে' দাও সোজাসুজি,
মন নিয়ে কোরো নাকো ছলনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/৯/৮৪)

১৮২৩

ছিলুম বসে' বসে' আমি একা,
তুমি পরালে কপালে জয়ের টিকা।
নেইকো আমার প্রিয় গুণরাশি,
একমাত্র গুণ তোমায় ভালো ৰাসি,
তুমি আমারই সখা।।

আমি ত্রিলোকে সংসারে ক্ষুদ্র অতি, তুমি ছাড়া নেই মোর অন্য গতি।
মোর তব করুণায় চলে রথেরই চাকা।।

অরুণোদয় হতে শেষ যামিনী প্রতি অনুপলে আমি তোমাকে মানি।
মোর প্রতি অণু-পরমাণু তোমাতে ঢাকা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৯/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৮২৪

সাগর সৈকতে সোণালী প্রভাতে দেখা হ'ল তব সাথে হঠাৎ আচম্বিতে।
নীলাম্বুরাশি উচ্ছল হাসি হাসি' নেচেছিল পাশাপাশি তোমারে ৰরিতে।।

দিন-ক্ষণ জানা নাই, স্মৃতিপটে নাহি তাই।
আনন্দে বার-তিথি ভেসে' গেল কার স্রোতে।।

বলিলে ভেবো না কিছু, ছুটো না মোহের পিছু।
আমি আছি সাথে সাথে তোমারে দেখিতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৯/৮৪)

১৮২৫

পুষ্পশাখা অনামিকা দুলছে ভাবে দোদুল দুল।
ভাবুক এল, কী যে করিল, ছিনিয়ে নিল প্রীতির ফুল।।

তন্দ্রা-অলসে দোলা লাগে, হাসছে মুকুল রূপে রাগে।
যা' ভাবি তাই ভালো লাগে, শিশির দোলায় রজত দুল।।

দিন-তিথির নাই কোন ঠিকানা, উদ্বেল মন ছন্দে নানা।
নেচে' চলেছে নাম না-জানা, ভাবসরিতার উপচে' কূল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৯/৮৪)

১৮২৬

সাজায়ে রেখেছি মালিকা হে প্রিয় তোমার অভিসারে।
হতে পারি আমি ক্ষণিকা, মোর প্রীতি শাশ্বতী সুধাসারে।।

অনুক্রমণিকা

যত সুর ছিল, যত সাধ ছিল, যত ভাব ছিল, যত ভাষা ছিল।
নির্যাস হারে নিয়েছি সবারে তব মন্দ্রিল* ঝঙ্কারে।।

তব করুণার এক কণা আমি, স্বর্ণালোকের ঝর্ণায় নামি–
হয়েছি শোধিত ও বর্ণাতীত, তুলে' নাও মোরে কৃপা করে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৯/৮৪)

*মন্দ্রিল = Vibrated

১৮২৭

ভুল করে' দূরে থেকেছি, তুমি ভুল ভেঙ্গে' দিও।
অপার ভালবাসা পেয়েছি, তুমিও প্রীতি নিও।।

আকাশে নীলিমা আছে, প্রাণে রক্তিমা রয়েছে।
দূরের ওই নীলিমাতে রক্তিমাভা মিশিও।।

ভাবেতে আকুতি আছে, সুরে মাধুরী রয়েছে।
গানের আকুতি মাধুরী তোমারই রাগে রাঙিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৯/৮৪)

১৮২৮

অচিন দেশের মেঘ বলে' গেল, সে বঁধু তোমার ঘরে আসিবে।
তুমি রঙিন ওড়না মনে জড়িয়ে তার তরে বরণডালা সাজাবে।।

বুঝি বা তোমার যামিনী হ'ল শেষ, বুঝি বা ঊষায় আনে রাঙা পরিবেশ।
তুমি আঁখি মোছ, নব সাজে সাজো, নূতনের দ্যুতি ঘরে ভাতিবে।।

অনুক্রমণিকা

পুরাতনের ব্যথা ভুলে' যাও সুনয়না, নূতনেরে ডাক দাওনিয়ে নব কল্পনা।
দুঃস্বপ্নের কথা ভেবো না ভেবো না, স্মিত মুখে নূতনেরে তুষিবে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/৯/৮৪)

১৮২৯

সুরেরই ঝঙ্কারে মনেরই মুকুরে যে ধ্বনি বারে বারে জেগে উঠেছে।
মনেরই অণিমা নভেরই নীলিমা ঢেলে' সবার সীমা প্রাণে ভরেছে।।

ধ্বনি প্রসুপ্ত নয়, ধ্বনি কথা কয়, ধ্বনি মাত্রেই ছুটে' চলেছে।।*

তোমার দ্যোতনা সবার এষণা, তোমার পথ পানে ব্যাকুল তিথি গোণা।
সবারে এক করে' সবার প্রীতি ভরে' বীণার তারে তারে নাচে মেতেছে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৯/৮৪).

*এক লাইনের অন্তরা

১৮৩০

তোমায় কাছে পেলুম আমি কত জন্মের তপস্যায়।
তব চরণে নিলুম আমি শাশ্বত সুন্দর আশ্রয়।।

হে দেবতা, তোমার লাগি' কত যে যুগ ছিলুম জাগি'।
রুদ্ধ শ্বাসে গেছি মাগি' জ্যোতিধারা তমিস্রায়।।

তোমার অমিত অমর দ্যুতি, স্মিত হাসি অলখ-প্রীতি।

অনুক্রমণিকা

মন-মাতানো ছন্দগীতি সর্বার্থক সাধনায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৯/৮৪)

১৮৩১

কেন হেসে' হেসে' দূরে সরে' যাও, কাঁদিয়ে বলো কী সুখ পাও।
জ্যোৎস্না-উচ্ছল স্মিত ধরাতল, কালো মেঘে কেন ঢেকে' দাও।।

তোমার স্বভাব আমি গেছি জেনে', লীলা করে' যাও মানে অভিমানে।
দেখ বসে' আছি টানে কি দোটানে, পরীক্ষা করে' যেতে চাও।।

স্বভাব যদিও দেখে' শুণে' বুঝি, স্বরূপ বুঝিতে শুধু কৃপা যাচি।
তারই ভরসায় আজও বেঁচে' আছি, কবে করুণা-নয়নে তাকাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৯/৮৪)

১৮৩২

কিশলয় আমি, মর্মে মর্মে নূতনের গান গাই।
কুবলয় আমি, আধার নর্মে, রক্তিম ঊষারে ডেকে' যাই।।

উচ্ছল আমি প্রাণতরঙ্গে শোণিতধারায় অমিত রঙ্গে।
সকল এষণা সকল বাসনা উৎসারিতে চাই।।

কে পর কে আপন বুঝি না, মানবতা মাঝে ভেদ মানি না।
আলাপে আবেশে নাচে উচ্ছ্বাসে একেরেই খুঁজে' পাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/৯/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৮৩৩

একলা এসে' শুধালে হেসে' হেসে' আমাকে ভালবেসে', কেমন আছ।
ঝঞ্ঝা-ঝড়ে যে তরু গেছে পড়ে', তার মনের ব্যথা কী বুঝেছ।।

ঘৃত-সলিতা আছে নিৰে' গেছে দীপ, বরষা-স্নিগ্ধতা আছে ঝরেছে নীপ।
তুমি আছ বেঁচে' মাধুরী রয়েছে, ঝড়-ঝঞ্ঝার ব্যথা বুঝে' গেছ।।

আমাকে ভালৰাসা, আমায় চেয়ে আসা।
ব্যথার বারিধিতে সহাসে ৰাঁধা বাসা।
আমি আছি সাথে এই ভরসাতে দুঃখেরে যেচে' নিতে কি পেরেছ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৯/৮৪)

১৮৩৪

আজকে ভোরে ফুলডোরে বাঁধি আশার ঝুলনা।
ঊষার আলো বাসল ভালো, বললে এ কাজ কোরো না।।

মন যাহা চায় তাহাই যে পায়, এমন কভু দেখেছ কি।
মন তা' না পায় যা' সে না চায়, এমন কখনো হয় কি।
আশার ঝুলনাতে ঝুলো না, ভেঙ্গে' যাবে কল্পনা।।

আশা-মরুর মরীচিকা দগ্ধভালের কৃষ্ণটিকা।
সহজ পথে তারে পেতে এগিয়ে যাও, জাল বুনো না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৯/৮৪

১৮৩৫

পথের শুরু খুঁজে' পাই নি, পথের শেষও জানি না।

অনুক্রমণিকা

তোমায় ভেবে' শেষ পাই নি, তোমার সীমাও মানি না।।

হে চিন্ময় পুরুষ, তোমারে কেহ কখনও না বর্ণিতে পারে।
মুখরতা আসে লাজে ফিরে', হেরে' ভাব ভাষা বলে অজানা।।

যে বকুলবীথি পুষ্পে বিছানো, তোমার শিশিরে রয়েছে ভিজানো।
তোমার স্মৃতিটি নয়ন-জুড়ানো, রেখে' গেছ করে' করুণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৯/৮৪)

১৮৩৬

ফাগুন এসেছে, মনেতে হেসেছে, মনের কাননে নেচেছে।
নভোনীলিমায় তারকার গায় বলাকা পাখায় ভেসেছে।।

কুহেলিকা-ঢাকা রবির কিরণ উৎসারিত হয়েছে।
লাস্যে হাস্যে সকল ভুবন মনে প্রাণে নেচে' উঠেছে।।

যাকে ঘিরে' ঘিরে' এ মহোৎসব, যারই প্রেষণায় জীবন আসব।
হারানো হিয়ায় ছিল আছে সব, সে আজ বুঝিয়ে দিয়েছে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/৯/৮৪)

১৮৩৭

সুস্মিত চন্দ্রালোকে কে গো এলে নাম না-জানা।
নন্দিত সর্বলোকে শাশ্বত তব সাধনা।।

মানুষের মনমাঝে যত গ্লানি ছিল,

যে গরল যে অসূয়া* পুষে' রাখা হয়েছিল।
নিমেষে সরায়ে দিল তব কৃপাকণা।।

মানুষ নহে তো ক্ষীণ, নহে সে দীন হীন,
তব করুণাধারায় পুনঃ আসিবে সুদিন।
দাঁড়াও আরও কাছে এসে', পূরাও আশা-এষণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৯/৮৪)

---

* অসূয়া = হিংসা

১৮৩৮

মানুষ চাক বা না চাক, তুমি ভালবেসে' থাক।
সাড়া কেউ দিক বা না দিক, তুমি সবারে ডাক।।

স্বার্থের আঁধারে থাকা মানুষ তোমারে ভোলে।
বিপদে পড়িলে ডাকে, বাঁচাও আমারে বলে'।
কর্ত্তব্য তুমি জান, অবিচার কর নাকো।।

যে তৃণ স্রোতেতে ভাসে, যে পরাগ বাতাসে হাসে।
যে প্রীতি নয়নে ভাসে, সবে সমভাবে দেখ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/৯/৮৪)

১৮৩৯

জ্যোতিসমুদ্রে ঝঙ্কার তুলে' প্রাণের প্রদীপ জ্বালালে।
না-বলা ভাষায় যে ভাব ঘুমাত তারে মুখর করিলে।।

অনুক্রমণিকা

কলিরা ছিল কুসুম ছিল না, সাধ্য ছিল, ছিল না সাধনা।
প্রকাম্য ছিল, ছিল না এষণা, প্রীতি-দুন্দুভি বাজালে।।

তমঃ হতে তমঃ উৎসারিত হইয়া চলিত অবিরত।
আঁধার কাননে বসিয়া বিজনে তুমি ছিলে প্রিয় আড়ালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৯/৮৪)

১৮৪০

তোমার মাধুরী-মাখা নয়নে তোমারই পুষ্পবনে।
তোমায় দেখেছিলুম যে আমি একলা সে শুভ ক্ষণে।।

ফুলের পাপড়িতে দোলা ছিল, মনের পরাগে সুষমা ছিল।
বহিরন্তর মিলেমিশে' গেল প্রিয় তব আবাহনে।।

তোমাকে ভালবেসেছিলুম আমি, সর্ব সত্তা দিয়ে তোমাকে নমি।
সেই দিন থেকে মোর হয়েছ তুমি প্রাণে প্রাণে গানে গানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৯/৮৪)

১৮৪১

ভেবেছিলুম ভুলে' গেছ, দেখি তুমি কিছু ভোল না।
যা' চেয়েছিলুম সবই জেনে' গেছ, যা' দিয়েছ নাহি তুলনা।।

মধুরিমা রূপে রয়েছ পত্রে, পরাগ সুরভি পুষ্পগাত্রে।
সুধাস্যন্দ প্রীতির পাত্রে, মন্ত্রমুগ্ধ এষণা।।

অনুক্রমণিকা

যাহা চাই নাই তাহা দিয়েছ, রূপে রসে মন ভরিয়া তুলেছ।
বহিরন্তর এক করিয়াছ, রাগাত্মিকা এ সাধনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/৯/৮৪)

১৮৪২

শুধাই নি নাম, কে যেন বলিল তুমি আসিতেছ মোর ঘরে।
শুণে' বুঝিলাম, এত দিন পরে তুমি ভাবিতেছ মোর তরে।।

বরষের পর বরষ গিয়াছে, শরৎ সন্ধ্যা কত চলে' গেছে।
শিশিরে ভেজা শেফালী কেঁদেছে কত নাম না-জানা বীথি 'পরে।।

যুগ ভেসে' গেছে যুগান্তরে, ধরে' রাখিয়াছি কি মনেরই মুকুরে-
ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে' তোমার ছবিটি প্রীতি ভরে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৯/৮৪)

১৮৪৩

তোমারই সুরের স্রোতে আজ প্রভাতে মালা গেঁথেছি।
পরিতে চাও বা না চাও, জেনে' রেখে' দাও ভালো বেসেছি।।

অজানারই উৎস হতে সুর ভেসে' আসে প্রাণেতে।
ছন্দে তালে মূর্ছনাতে গানে গানে তারে সেধেছি।।

সুর ভেসে' যায় অলক্ষ্যেতে সুপ্ত মনের ঝঙ্কারেতে।
নাম না-জানা মর্মগীতে আচম্বিতে তারে ধরেছি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৯/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৮৪৪

কে গো তুমি এই অবেলায় এলে চলে' আমার ঘরে।
না বলে' না কয়ে' এলে, চলে' গেলে প্রীতি ধারে।।

মায়া তুমি জান জানি, লীলা জান তাও তো মানি।
আমার জানা আমার মানা বাজে কি তব নূপুরে।।

হাসাতে কাঁদাতে জান, ভালো ৰেসে' কাছে টান।
বৈপরীত্যের সমাহারে গড়েছ তুমি নিজেরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৯/৮৪)

১৮৪৫

সবার মনে রয়েছ গহনে, গোপনে থাক কেন বলো।
অরণি-স্বননে প্রীতি-শিহরণে নেচে' চল কেন উচ্ছল।।

নেচে' চল তুমি দূর হ'তে দূরে, কাছে এসে' পুনঃ কোথা যাও সরে'।
মরু-মরীচিকা তব বিভীষিকা, জলকল্লোলে ছলছল।।

এ পরিভূ প্রভু সরাইয়া দাও, আপনারে আরও সুমুখে আনাও।
তন্দ্রালস্যে লাস্যে আবেশে হে স্থিতধী হও চঞ্চল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/৯/৮৪)

১৮৪৬

অনুক্রমণিকা

নিবিড় নিশীথ শেষে অরুণ প্রভাত হেসে' এল, এল, এল রে।
সুদীর্ঘ তপস্যা সরায়ে অমাবস্যা রঙে রাঙা হয়ে গেল রে।।

আর কোন ভয় নাই, কোন বিভীষিকা নাই,
মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টির প্রয়াস নাই।
এগিয়ে চলাই কাজ, আলোকের সাজে আজ,
তরুণ তপন মন জিনে' নিল রে।।

আর ঘুমায়ো না ৰন্ধু, দেখো আঁখি মেলে',
পুরাতনের মোহজাল দাও ছিড়ে' ফেলে'।
সবারে সঙ্গে নিয়ে মমতামধু মাখিয়ে অজানা আজিকে ধরা দিল রে।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৯/৮৪)

১৮৪৭

কোন্ অজানা আলোকে আলোকিত করে' দিলে প্রিয়তম বলো মোরে।
আঁখিকে মানি নি, দেখেও দেখি নি, যবে তুমি এলে মোর ঘরে।।

ত্রিলোকের সুধা সাথে নিয়ে এলে, সব রিক্ততা রভসে ভরিলে।
অসীম হরষে অলখ পরশে নিজেরে ছড়ালে প্রীতি ভরে'।।

হে জ্যোতিষ্মান, তব রথচাকা আমার দিশারী, নহি কভু একা।
লক্ষ সুবর্ণ দ্যুতিতে মাখা নির্বাত শিখা ভাবাধারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৯/৮৪)

১৮৪৮ *বাগেশ্রীর সুরে সরগম দেওয়া আছে, এই গানে*

অনুক্রমণিকা

তোমারে যবে দেখেছিনু, জানি নি তব পরিচয়।
মুখের পানে চেয়ে মনে ডেকেছিনু গীতিময়।।

তোমার হাসা তোমার চাওয়া ভরল প্রাণের যত চাওয়া।
সুরসাগরে ভাবের ঘোরে তোমায় পেলুম মনোময়।।

তোমার মাঝে পেলুম আমি মানবতার প্রীতির হার।
তোমার ডাকের ফাঁকে ফাঁকে মুক্ত প্রাণের কী ঝংকার।
মনের বীণা তোমায় লীনা গাইল তখন দ্বিধাহীনা।
তোমার রাগে অনুরাগে তোমারই গীত হে চিন্ময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৯/৮৪)

১৮৪৯

ভুলিতে চাই তোমায় আমি, তা' তো পারি না।
মৃদু হেসে' মনে ভেসে' দাও যে দ্যোতনা।।

থাক আমার মনের মাঝে, ভাবজগতের সকল কাজে।
তোমায় দূরে সরিয়ে মন একলা থাকে না।।

কবে যে কোন্ শরৎ সাঁঝে এসেছিলে শিউলি-সাজে।
বললে আমায়, "আমি তোমার, আমায় ভুলো না"।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৯/৮৪)

১৮৫০

উচ্ছল জলতরঙ্গ সম তুমি এলে, প্রাণে মিশে' গেলে।
চঞ্চল সরিতা-ছন্দে আকর্ষিতা ধরা, তুমি তারে কোলে তুলে নিলে'।।

অনুক্রমণিকা

যে সুর সেধেছি সভাতে গাই নি, যে ব্রত উদ্যাপিত লোকে জানে নি।
পূর্ণাপূর্ণ মাঝে রত আছি শত কাজে, সার কথা শুনিয়ে দিলে।।

তোমার পরশে প্রাণ পেল যে ধরা, তোমার হরষে সবে আত্মহারা।
তোমার অপার দানে মমতায় ভরা গানে জ্যোতিতে জীবন ভরিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/৯/৮৪)

১৮৫১

যে আগুন মনে জ্বেলে' দিয়ে গেলে সে আগুন নেবানো হ'ল দায়।
শীতলতা চন্দনেরও পেলে তার জ্বালা নাহি ভোলা যায়।।

কুসুম কোনই সুষমা আনে না, মন-ভ্রমরের মধুতে রোচে না।
জ্যোৎস্না নিশীথে বুনিয়া চলি না স্বপ্নের রাঙা অমরায়।।

যে মায়া-শলাকা আছে তব কাছে ভূলোক দ্যুলোক তাহাতে নাচিছে।
যে মায়ামুকুর সে রচে' দিয়েছে ত্রিলোক তাহাতে ঝলকায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৯/৮৪)

১৮৫২

এই পুষ্পিত কাননে তুমি এসেছিলে
খুশী-ভরা মনে- উৎফুল্ল আননে।।

সব ব্যবধান ভেসে' গিয়েছিল, অমরা মাধুরী ভাবে হেসেছিল।
অভ্র নীলিমা ধরার সুষমা মিশে' গিয়েছিল প্রাণে মনে।।

অনুক্রমণিকা

সুপ্ত যে তরু ছিল জড়িমায়, জাগিয়া উঠিল নব গরিমায়।
যুগ যুগ ধরি' প্রসুপ্ত কলি ফুটিয়া উঠিল গানে গানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৯/৮৪)

১৮৫৩

মনে এলে রঙ ধরালে, নাম না বলে' গেলে, বলো কী বা পরিচয়।
কোথায় ছিলে, কেন এলে, জানাও গো আমায়।।

অচল অনড় গিরির 'পরে তুহিন ছিল স্তরে স্তরে।
গলিয়ে দিলে তাহারে মন্ত্রচেতনায়।।

যে মন ছিল সুপ্ত হয়ে, রঙ লাগালে তাহার গায়ে।
ছন্দে গানে সুরে লয়ে নাচালে তাহায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৯/৮৪)

১৮৫৪

আমি পরাগের রাগে নাচি গো আর পাপড়িতে নাড়া দিই।
তব অনুরাগে বিনা ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে রই।।

অসীমের ডাক ডেকে' তুমি যাও, নভোনীলিমায় আমারে ভোলাও।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে নেচে' যাও, তব সুধাসারে গাই।।

আমি ক্ষুদ্র ফুলের ত্রসরেণু, তুমি রাখালরাজ বাজাও বেণু।
তোমারে ভুলিয়া অচেতন ছিনু, তব পথে চলে' যাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৯/৮৪)

১৮৫৫ *ছয় ঋতু একই গানে*

অনুক্রমণিকা

গান গাই, তুমি শোণ।
জনম ধরিয়া সুর সাধিয়াছি তোমাকে শোণাতে, জেনো।।

গ্রীষ্ম এসেছে নিয়ে দাবদাহ, প্রাবৃট এনেছে জলদ-প্রবাহ।
শরৎ শিশিরে ঝরা আঁখিনীরে মোর ত্রুটি ছিল না কোন।।

হেমন্ত রাতে হিমানী আঘাতে, শীতের তীব্র তুষার প্রপাতে।
বসন্ত এল, সেও ঢেলে দিল গানের সঙ্গে মনও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/৯/৮৪)

১৮৫৬

যদি নয়নে না দেখি তব প্রিয় ছবি, মন মাঝে তুমি এসো হে।
যদি ভুবনে না পাই তোমার পরশ, প্রাণের হরষে ভেসো হে।।

আমার যাওয়া-আসা, আমার কাঁদা-হাসা,
তোমাতে ঝঙ্কৃত আমার ভালবাসা।
তোমার অজানা কিছুই থাকে না, ত্রুটি ভুলে' স্মিত হেসো হে।।

হে মহাসিন্ধু তব করুণায় বিন্দু আমার দিন কেটে' যায়।
তোমাকে ভুলে' গেলে আমিও যাই চলে', নিজ অণুরে ভালবেসো হে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৯/৮৪)

১৮৫৭

কনক চাঁপা, কনক চাঁপা।

অনুক্রমণিকা

কার মনবনে ফুটেছিলে, কার মনে ছিলে চাপা।।

সুদীর্ঘ ঋজু তরুবর ভরে' ফুটে' উঠেছিলে থরে থরে।
কাহার চরণে আশিস কুড়াতে সুরভি ঢাল নিশি-দিবা।।

নিখাদ সোণার চেয়ে মনোরম, গন্ধে পরাগে পারিজাত সম।
কে রূপদক্ষ পাঠালে, তোমারে ভালো বেসেছিল কে বা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৯/৮৪)

১৮৫৮

এসো, মনেতে এসো।
দূরে দূরে কেন থাক যদি ভালবাস।।

কাজ করে' যাই তোমার তরে, নামে আঁখি জলে ভরে।
প্রীতিধারা শত ধারে বহে দেখেও দূরে হাস।।

দিন আমার তোমার লাগি', রাত তব তরে জাগি।
অহর্নিশি কৃপা মাগি, তবু কেন দূরে ভাস।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৯/৮৪)

১৮৫৯

ভালবাসা দিয়ে মন কেড়ে' নিয়ে আমারে ভিখারী করে' দিলে।
মধুর চরণে মধুর রণনে সুস্মিতাননে কাছে এলে।।

তোমার লীলার শেষ-আদি নাই, বিচারে বিমর্শে কূল নাহি পাই।

অনুক্রমণিকা

কখনো কাঁদাও কখনো হাসাও, কখনো ভাসাও নভোনীলে।।

হে চির সারথি, তব রথচাকা অভয় দিয়ে বলে, কভু নহি একা।
তুমি আছ সাথে বিপদে সম্পদে, বিশ্ব তব নির্দেশে চলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৯/৮৪)

১৮৬০

কাল স্বপ্ন দেখেছি আমি-
তুমি এসেছিলে, এসেছিলে ঘরে মোর।
জ্যোতির ছটায় তুমি করিলে মোরে বিভোর।।

স্বপ্নে কাছে এলে, জাগরণে দূরে গেলে।
কেন এ জাগরণে ভুবনে এই মোহডোর।।

যত দুঃখ তোমারে ভুলে', আনন্দ তোমাকে পেলে।
কেন এই লীলাখেলা করে' চল তুমি চিতচোর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৯/৯/৮৪)

১৮৬১

কিসের আশায় কোন্ সে নেশায় এ ধরা রচিয়াছিলে।
গন্ধে স্পর্শে রূপে রসে ভরিয়া তুলিয়াছিলে।।

রূপদক্ষ অনুপম, সর্ব জীবের প্রিয়তম।
সব আশা-আকাঙক্ষা মম, তুমিই মনে ঢেলেছিলে।।

অনুক্রমণিকা

রূপে গুণে অদ্বিতীয়, মধুর ভাবে বরণীয়।
প্রাণ-ঢালা ভালবাসা নিও ভাবসরিতার কূলে কূলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৯/৮৪)

১৮৬২

তোমারই নাম নিয়ে দিলুম ভাসিয়ে জীবনের তরীখানি মম।
তুমি আমার জীবনের সার, আঁধারে আলোকরেখা সম।।

নিজেরে ভাবিতে বৃথা কাল কাটিয়েছি,
নিজেরে দেখিতে সব কিছু করিয়াছি।
তুমি যে সব কিছু আজই তা' জানিয়াছি, অজ্ঞতাকৃত ত্রুটি ক্ষমো।।

তোমারে ৰরিতে চাই আমি আজি হ'তে,
তোমারে রাখিতে চাই মোর আঁখিপাতে।
তোমারে তুষিতে কর্মে নৃত্যে গীতে ছন্দে রাগে অনুপম।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৯/৮৪)

১৮৬৩

জীবনের এই ৰালুকাবেলায় ঝিনুক কুড়িয়ে দিন চলে' যায়।
কত কী যে আসে কত কী যে যায়, মোর পানে কেহ নাহি চায়।।

কত রাঙা রবি এল আর গেল, কত স্মিত বিধু আঁধারে হারাল।
কত তারা হেসে' ঝরে' পড়ে' গেল, আমি দেখে' যাই নিরালায়।।

তুমি বলেছিলে আসিবে আবার, মোরে নিয়ে যাবে সমুদ্রপার।
দিন ক্ষণ গুণে' চলি বারে বার আসা-পথ চেয়ে অৰেলায়।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৯/৮৪)

১৮৬৪

আঁধার তিথিতে এসেছিলে, আলোতে কেন এলে না।
দুখের নিশীথে কেন এলে, ঘর সাজানো হ'ল না।।

বলেছিলে যথাকালে আসবে, আমার ঘরে অতিথি হবে।
এলে অকালে, প্রসাধন করা গেল না।।

স্বর্ণপ্রদীপে ঘৃত-সলিতা ছিল, সুরভিত ধূপ ধূপদানীতে ছিল।
পিটুলী-আল্পনার বাটা ছিল, আঁকিতে সময় মোরে দিলে না।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৯/৮৪)

১৮৬৫

আঁধারে দীপ জ্বেলে' যাই।
দীপশলাকা তব প্রদীপ তোমারও, ঘৃত-সলিতা তুমি, আমার কিছুই নাই।।

যে করের স্পর্শে ধরিয়াছি শলাকা, সেও প্রিয়তম তব করুণারই কণিকা।
আমার বলিতে আছে যে 'আমি' তাকেও কাছে অসময়ে সাথে নাহি পাই।।

অনাদি কালের প্রভু অনন্ত বিভু, বিশ্ব উপচিয়া রচিয়াছ পরিভূ।
মোরে ঘিরে' রচিয়াছ, সতত সঙ্গে আছ, তোমারই জয়গান গাই।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২০/৯/৮৪)

১৮৬৬

অনুক্রমণিকা

আমি ভালো ৰাসিনি তোমারে, তুমি ভালো বেসেছ মোরে।
আমি নিবায়ে দিয়েছি দীপালোক, তুমি দীপ জ্বেলেছ আঁধারে।।

তব প্রীতি সে আমারে জানে, আমার শতেক দোষ-অগুণে।
তবু ক্ষমা করিয়াছ, সঙ্গে রাখিয়াছ, প্রতি ক্ষণে প্রতি প্রহরে।।

হে দেব আমায় তোমার করে' নাও, বহিরন্তর তুমি-ময় করে' দাও।
সিন্ধুর জলবিন্দুকে কভু উদধি কি ফেলে বাহিরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৯/৮৪)

১৮৬৭

কালো যেথায় আলোয় মেশে সাত সাগর পারে।
বন্ধু ধরা দেবে আমায় সেই আলোকতীরে।।

তোমায় আমায় মেলামেশা নিত্যকালের ভালবাসা।
অপার সাগর ৰাধা দিতে কভু না পারে।।

ছিলুম তোমার আজও আছি, মোহের বশে ভুল বুঝেছি।
প্রাণের পরাগ ছড়িয়ে দিয়ে রাঙিয়ে দাও মোরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৯/৮৪)

১৮৬৮

তোমায় ছিলুম ভুলে' আমি কত জনম জানি না, গুণতেও তা' পারি না।
কেন ভেঙ্গে' দাও নিকো ভুল, চুপি চুপি বলো না।।

দিনের আলো কত গেছে, রাতের কালো কত ঘিরেছে।
কত রবি ডুবে' গিয়ে এল কত জোছনা।।

অনুক্রমণিকা

ৰন্ধু তুমি সবই জান, প্রীতির ডোরে সবায় টান।
আমায় নিয়ে তবে কেন লীলাখেলার রচনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৯/৮৪)

১৮৬৯

মেঘের দেশে এল কে সে জলদর্চিরেখা।
প্রাণোচ্ছলে ভাসিয়ে দিলে সকল অনুলেখা।।

তোমার প্রীতির টানে মনে যারা ছিল সংগোপনে।
উঠল ভেসে' কোণে কোণে হেসে' একা একা।।

যারা বলে তুমি নির্গুণ তারাই বলে হ'লে সগুণ।
মহাসভূতিতে এসে' মেশে রূপরেখা।
নাচল ত্রিগুণ ভাবের ঘোরে, ভাবের ঘরে শেখা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৯/৮৪)

১৮৭০

কে গো তুমি অজানা অতিথি এলে তিথি না মেনে'।
সুরভিত করি' পথে ছড়ায়ে প্রীতি নাচে ছন্দে গানে।।

উৎসুক আঁখি দরশন লাগি', ব্যথাতুর হিয়া ছিল পরশ মাগি'।
সুদীর্ঘ যামিনী কেটেছে জাগি', ফুলমালা শুকায়েছে মনবনে।।

ভেবেছিলুম তুমি ভুলে' গেছ, এ ক্ষুদ্র 'আমি'কে কি মনে রেখেছ।
বিশ্বের কাজে নিরত থেকেছ, দেখি আজও আমাকে রেখেছ মনে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২১/৯/৮৪)

১৮৭১

একান্তে এসে' বলে' যাও কোন্ দোষে মোরে দূরে রাখিয়াছ।
কাছে কেন নাহি টেনে' নাও।।

তপন টানিছে গ্রহ ও চাঁদেরে, যাতে তারা দূরে নাহি যায় সরে'।
সুবিশাল এই আকাশেতে পড়ে, তাই সদা সেদিকে তাকাও।।

সাগর ডাকিছে সরিতাকে, ধরিত্রী টানে জলদর্চিকে।
কলাপ মেলিয়া ময়ূরও ডাকে দূর মেঘে, দেখ নি কি তাও।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৯/৮৪)

১৮৭২

নীল আকাশে তারার দেশে কী সঙ্গীত ভেসে' আসে।
ভুবন ছেয়ে মন মাতিয়ে কোন্ সে সুদূরের আবেশে।।

বোঝার বোধি নাই যে আমার, ঊর্ধ্ব পানে চাই শত বার।
ভাবি হে প্রিয় সবাকার গান গেয়ে যাও কিসের আশে।।

ভুবন: জোড়া রূপ যে তোমার, থই নাহি পায় বুদ্ধি আমার।
যুক্তি-তর্ক সবই অসার, কৃপার কণাই শেষে ভাসে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/১/৮৪)

১৮৭৩

অনুক্রমণিকা

সরিতা বহিয়া যায় কার তরে বলো কার তরে।
সকল ৰাধা ভেঙ্গেচুরে' যায় কে সে ডেকে' যায় তাহারে।।

অলি ছুটে' যায় কুসুমের পানে মধু-র আশেতে মাধবী বিতানে।
তুষিতে তাহারে প্রাণ-ভরা গানে মর্মের তারে তারে।।

হিয়ার পরিভূ আলোড়ন করি' কে সে অজানা রহিয়াছে ভরি'।
সব সত্তায় আপ্লুত করি' ৰোধাতীত অভিসারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৯/৮৪)

১৮৭৪

সুমন্দ বায়ু বয় আজি কাহার লাগি' বলো কাহার লাগি'।
উত্তাল তরঙ্গে রঙ্গে রঙ্গে মন মোর কার তরে আছে জাগি'।।

সে পথিক দোলা দিয়েছে মনে, সে পথিক মাতিয়াছে প্রতি ক্ষণে।
তারে কাছে চাওয়া তারে প্রাণে পাওয়া, এ সাধ সৰার চিতে যে অনুরাগী।।

সে পথিক চায় নাকো কিছু কখনো, সে পথিক নেয় নাকো লোকদেখানো।
সে যে ৰাসে ভালো, সে যে নাশে কালো,
মন ছোটে তারই পানে সব তেয়াগি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২২/৯/৮৪)

১৮৭৫

তুমি যে পথ দেখায়ে দিয়েছ সে পথের কভু নাহি শেষ।
অনাদি থেকে এসে' অনন্তে যায়, অনন্ত তব দেশ।।

অনুক্রমণিকা

তোমারে খুঁজেছি কুসুমকাননে, তোমারে খুঁজিয়াছি মনবিতানে।
তোমারে ধরিতে গিয়ে গানে গানে, প্রাণেতে গানের থাকে রেশ।।

বলে' দাও কেমনে পাব তোমারে, বৃথাই ঘুরেছি যুগে যুগান্তরে।
ধরা দাও লুকাও মনোমুকুরে, মন মোর তোমাতেই হোক নিঃশেষ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৯/৮৪)

১৮৭৬

ধরার বাঁধন দিয়েছিলে, বলেছিলে ধরায় থাকো।
আমি তোমার সঙ্গে আছি, চাইতে কিছুই হবে নাকো।।

দিনের আলোর সাথে সাথে উঠবে মেতে' কাজের স্রোতে।
রাত্রি এলে চাঁদের সাথে গান গাইতেও ভুলো নাকো।।

তোমায় ভুলে' ধরায় থাকি, এটাই তোমার চাওয়া না কি।
আমার কাজে আমার গানে প্রীতির পরাগ তুমিও মাখো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৯/৮৪)

১৮৭৭

আজ মনে পড়ে ৰালুকাবেলায়
ঝিনুক কুড়াতে গিয়ে চকিতের পরিচয়,
ওগো মোর মনোময়।
তুমি ছিলে পাশে ভাবের আবেশে, আমি ছিনু তন্ময়।।

অনুক্রমণিকা

বুঝিতে পারি নি কত যুগ পরে দেখিলাম আমি হে প্রিয় তোমারে।
সেই থেকে তুমি মোরে ঘিরে' ঘিরে' ভাসিয়া চলেছ হে চিন্ময়।।

দিন-ক্ষণ-তিথি ভুলিয়া গিয়াছি, সে ৰালুকাৰেলা আর না দেখেছি।
স্মৃতিপটে শুধু সাজায়ে রেখেছি তোমার পরশ হে গীতিময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৯/৮৪)

১৮৭৮

মেঘ আসিয়া কয়ে গেল কাণে, ঝড় এলে তুমি ভাবিও না।
মেঘের উৎস ঝড়ের উৎস একই স্থানে তাহা কি জান না।।

যে নীরধি ছিল ভাবে সমাহিত সে উত্তাল তরঙ্গে নিহিত।
একেতেই দুই দুয়েতেই এক, এ সত্য থেকে সরিও না।।

এক হাতে যার ঘোর খর্পর, আর হাতে তার সুধানির্ঝর।
চরণে মুক্তি, করে বরাভীতি, তার আশ্বাস ভুলিও না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৩/৯/৮৪)

১৮৭৯

মরুর মরীচিকা সরিয়ে আলোকের রথে কে গো এলে।
সকল কালিমা মুছিয়ে দিয়ে কোমল স্পর্শে কে জাগালে।।

ভাবি নিকো মনে রাখ তুমি মোরে, আমারও স্থান তব অন্তরে।
ঘেরা তিমিরে ছিনু ঘুমঘোরে, সুস্মিত নয়নে তাকালে।।

অনুক্রমণিকা

জীবন আমার ছিল মরু সম, ৰালুকা-ঝটিকা চারিদিকে মম।
কোমল শ্যামল হে অনুপম, মন্দ্র চেতনা এনে' দিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৯/৮৪)

১৮৮০

ভালৰাস জানি, কাঁদিয়ে কেন সুখ পেতে চাও।
সঙ্গে আছ মানি, পরীক্ষা প্রতি পদে কেন নাও।।

ক্ষুদ্র আমি অতি, তুমি মোর চির সাথী।
জেনেও জান না কি, লীলার সাজে এত কেন সাজাও।।

বৃহৎ তুমি শ্রেয়, জ্ঞানের জ্ঞেয়, প্রাণের প্রেয়।
আমায় তোমার করে' নিও, তোমার ইচ্ছা মত কাজ করে' যাও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৯/৮৪)

১৮৮১

আসিবে বলে' এলে না, কথা দিয়ে কথা রাখ নি।
সাজিয়ে ছিলুম ঘর মনোমত, এলে না, কাজে লাগে নি।।

আমার সব কিছু তোমারই তরে, রাখা ছিল ফল ফুল থরে থরে।
ঘৃত-দীপ জ্বালা ছিল দীপাধারে, বলো না পথ চেন নি।।

নাম-রূপ মোর যত আধারীভূত, কার্য-কারণ তত্ত্ব অধিগত।
কারণাতীত তুমি বিশ্বাতীত, আমি যে নিয়মে ৰাঁধা তা কি ভাব নি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৯/৮৪)

১৮৮২

অনুক্রমণিকা

আজ বেতস বনে তুমি কে গো এলে এই ভরা ফাল্গুনে।
সুষমার সমারোহ নিয়ে এলে তাজা প্রাণে প্রাণে।।

বকুল ঝরায় তার প্রীতি-মাধুরী, মুকুল আমের কথা কয় যে তারই।
হিঙ্গুল শিমুল ফুল রূপ নেহারি' নাচে খোলা মনে।।

কিংশুক বলে আমি আগুন জ্বালি, এ আগুনে তাত নেই, খুশী ঢালি।
হালকা গন্ধে পারুলেরই ডালি হাসে নিরজনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৯/৮৪)

১৮৮৩

তোমারে ভুলিয়া গেছি তরুবর, তোমার ক্ষুদ্র কুসুমে ভুলি নাই।
তোমারে দেখি নি মানস-সরোবর, তব স্রোতধারাতে স্নিগ্ধতা পাই।।

ক্ষুদ্র কন* নীহারিকা তুমি, তোমাতেই সৃষ্ট এ সপ্তভূমি।
ক্ষুদ্র বলে যে শূদ্রে দেখি সে মোদের দীপাধার, তাই আলো পাই।।

ক্ষুদ্র স্পর্শাঘাতে দাবানল, ক্ষুদ্র জলকণায় ৰাড়বানল।
ক্ষুদ্র মনে ব্যথা দিলে' পরে প্রীতি ছাড়া তার কোন নিরাময় নাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৪/৯/৮৪)

---

* *অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ*

১৮৮৪

অনুক্রমণিকা

তুমি দূর আকাশেরই অপ্সরা।
রঙিন পাখনা রাঙা ওড়না উড়ে' এলে আজি মন-ভরা।।

কার কোথা ব্যথা, কী গোপন কথা, গুমরিয়া কে বা কেঁদে' মরে।
কোথায় প্রলেপ কোথা প্রক্ষেপ জানো প্রীতি-ভরা অন্তরে।
কাঁদ তুমি শোকে, স্মিত অভিষেকে, চল নাকো পথে বাঁধাধরা।।

চেয়েছি তোমায় ফুল-উপবনে, পেয়েছি তোমায় ব্যথাহত মনে।
চেয়েছি তোমায় পূজা-উপাচারে, পেলুম যখন সবহারা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৯/৮৪)

১৮৮৫

তোমাকে চিনেও চিনিতে পারি না।
জানা-শোণা হবার পরেও দেখি কিছু জানি না।।

তোমার তরে জেগে' থাকি, তোমার কাজল চোখে আঁকি।
মায়ার ঘোরে তবুও দেখি তোমার যত খেলনা।।

খেলনা আছে তুমিও আছ, মোরেও ধরাতে এনেছ।
সার সত্যকে ঢেকে' রেখেছ কেন তাহা বুঝি না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৯/৮৪)

১৮৮৬

তুমি যে পথ দেখায়ে দিয়েছ সে পথেরই নাই কোন তুলনা।

অনুক্রমণিকা

আদিও নাই তার অন্ত পাওয়া ভার, অনন্ত এ তব সাধনা।।

ফুটেছিনু বনপথে অনাঘ্রাত হতে, তুমি তুলে' নিলে হাতে।
বলিলে থাকো আমাতে, ক্ষুদ্রেরও তুলনা মেলে না।।

নও তুমি দীন-হীন, কে বলে তুমি ক্ষীণ।
আমার মাঝে আছ অনন্তে হয়ে লীন, ব্যর্থ যে বলে সে জানে না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৯/৮৪)

১৮৮৭

রেখো না, কথা রেখো, মোর সমাধিতে গুল।
কাঁটা থাকিলে, থাকুক, ব্যথা নাহি পায় বুলবুল।।

ছোট পতঙ্গ আলোয় আসিতে পারে ছুটে'।
পুড়িতে পারে পাখা, প্রীতি যেতে পারে টুটে'।
তাই জ্বেলো না চিরাগ, আঁধারে দুলব দোদুল।।

তৃণের আস্তরণ না চাই যদি চরণধূলি পাই।
নিভৃতে কৰৱেতে ভাসায়ে দোব এলোচুল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৯/৮৪)

১৮৮৮

অত ভীড়ের ভেতর থেকো না, একলা এসো মনমাঝে।
অমন অচেনার মত চেয়ো না, হাসতে মানা কে করেছে।।

প্রাণের ব্যথা যতই বলি, যায় কি কাণে কথাগুলি।
মনের সুরভি দিই ঢালি' তোমার তরে সকাল-সাঁঝে।।

অনুক্রমণিকা

যদি না পাও শুণতে কথা, আমার হিয়ার মর্মগাথা।
আমার সকল প্রীতির ব্যথা ভাসিয়ে দোব পরাগ সাজে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৫/৯/৮৪)

১৮৮৯

ভুলে' যেতে যত চাই ভুলতে কেন পারি না।
লোককে বলি তুমি মাদকতা, মাদকতা নিজে ছাড়ি না।।

মধুর মাদকতায় ভোমরা আসে, অরুণের মায়ালোকে কুসুম হাসে।
চাঁদের মাদক মায়া জোয়ারে ভাসে, এই চিত্র ভুলি না।।

রবির মাদকতায় ধরণী ঘোরে, ছবির মাদকতায় চিত্ত ভরে।
উদ্বেল হিয়া মাদকতায় ঝরে, এই প্রভু তব সাধনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/১/৮৪)

১৮৯০

রূপের জগৎ পেরিয়ে গিয়ে অরূপ তোমায় কাছে পাব।
চাওয়া-পাওয়ার হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিয়েই মন ভরাব।।

ভেবেছিলুম বুদ্ধি দিয়ে সবই পাব আশ মিটিয়ে।
চেয়ে দেখি সবই ফাঁকি, কৃপার কণাই চেয়ে নোব।।

ক্ষুদ্র জীবের বৃহৎ আশা, অণুর বুকেই ভুমার বাসা।
শিশির-ভরা সূর্যালোকে রঙে রঙে রাঙিয়ে দোব।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৯/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৮৯১

আমি তোমায় কেন ভালবাসি।
মনকে শুধাই জবাৰ না পাই, তোমার তরেই কাঁদি হাসি।।

চাও না তবু আমার পানে, কও না কথা গানে গানে।
নাহি ছোঁয়াও প্রাণে প্রাণে ফুটিয়ে প্রীতির ফুলরাশি।।

শরৎ সাঁঝে তোমায় ভাবি, বসন্ত-রাত তোমার ছবি-
এঁকে' চলি চুপি চুপি, মর্মে শুণি তব বাঁশী।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৯/৮৪)

১৮৯২

ছোট্ট হলেও তুমি বড় হে ধূলিকণা।
বিশ্বের ইতিকথা তোমাতে নিহিতা, তুমি হে যুগবারতা,
হাওয়ায় মেলে' দিয়ে ডানা।।

কে বলে তোমার প্রাণ নেই, কে বলে তোমাতে গান নেই।
অণু-পরমাণু স্তরে প্রাণ যে রয়েছে ভরে' গান ভরা কানা কানা।।

কে বলে তুমি রূপ দাও না, কে বলে তুমি ধূপ জ্বাল না।
গৈরিক বাসে সাজাও শ্যামল ঘাসে, সিক্ত সুবাসে কর আনমনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৯/৮৪)

১৮৯৩

লোকে বলে তুমি দেখা দাও না, তবে এলে কী করে।

অনুক্রমণিকা

লোকে বলে যুক্তি মান না, সুধা কী করে' ঝরে।।

যখনই তোমায় চেয়েছি প্রিয়, বলেছি আমায় তব করে' নিও।
তখনই শুণেছ, কাছে এসেছ, কৃপা ঝরে অঝোরে।।

আমি অতি ক্ষুদ্র তুমি যে বৃহৎ, সীমার বাঁধনে আমি, তুমি যে মহৎ।
পরশে তোমার গ্লানি সরে' হয় সৎ, মনেতে কুসুম ফোটে থরে থরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৯/৮৪)

১৮৯৪

আলোকোজ্জ্বল এই সন্ধ্যায়-
মনের মাধুরী নিয়ে গ্লানি সরিয়ে দিয়ে-
কে গো এলে নভোনীলিমায়।।

দীপ জ্বালে তব তরে গ্রহ-তারা, প্রীতির আবেশে ভরা।
রজতবর্ণা নীহারিকা যে থাকে বাণীহারা।
তুমি নেচে' চলেছ, তুমি ভেসে' চলেছ উচ্ছল হিয়া-অলকায়।।

তোমারে চেয়েছি শত জীবনে, চেয়েছি মরণেরই পর মরণে।
চেয়ে যাব প্রতি অনুরণনে উন্মদ ভাবসরিতায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২৬/৯/৮৪)

১৮৯৫

ছায়ার দেশের শেষে এসে' এ কী মায়ায় মাতালে।
গানে গানে প্রাণে প্রাণে সুর ভরিয়ে দিলে।।

অনুক্রমণিকা

ছায়ায় ছিলুম নিজেকে নিয়ে নিজের পানেই শুধু চেয়ে।
মায়ালোকের ইন্দ্রলোকে রামধনু রঙে রাঙালে।।

চাই না কিছু তোমার কাছে, থেকো আমার মনের মাঝে।
চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে আছে ভাবটি তোমার বিরলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/১০/৮৪)

১৮৯৬

স্মিত দীপালোকে ছিলে দ্যুলোকে,
তুমি নেবে' এলে কার আশে।
প্রাণের পুলকে প্রতিটি পলকে সীমারে মেলালে অশেষে।।

তোমার সমান কেহ নাহি আর, এত উদারতা, এত প্রীতিভার।
কণ্ঠে তোমার মধুরিমা-হার, ললাটে গরিমা ঝলসে।।

সবার আপন সবাকার প্রিয়, সবার তীর্থ অনুসরণীয়।
সবার মর্মে চির বরণীয় চিদাকাশে আর মহাকাশে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/১০/৮৪)

১৮৯৭

এই মায়াবীথি প্রীতিতে তোমার,
মুখরিত হ'ল তব গীতি-ভরা ছন্দে আনন্দে অপার।।

চাও না কোন কিছু, দিয়ে যাও শুধু,

অনুক্রমণিকা

গুণাগুণ নাহি দেখে' আলো ঢালে বিধু।
উপচিয়া পড়ে মোর কোরকের মধু, বরণের একই উপাচার।।

এ বীথির শেষ কথা কেহ জানে নাকো,
আদি কোথায় ছিল ভাবা যায় নাকো।
কে বা এর স্রষ্টা, কে সে রূপদক্ষ, কেনই বা রচনা লীলার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/১০/৮৪)

১৮৯৮

ফুলের হাসিতে ছিলে, মনোমাঝে আজি এলে।
ভালবাসি আমি তাও জান তুমি, তবে কেন দূরে ছিলে।।

আর কাউকেই ডাকি নাই, মনে আর কারও স্থান নাই।
আর কারও কথা কভু ভাবি নাই, তবে কেন ছিলে ভুলে'।।

বুঝি এই তব দুর্মদ লীলা, মন নিয়ে মোর ছিনিমিনি খেলা।
কখনো হাসাও কখনো নাচাও, কখনো ভাসাও আঁখিজলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/১০/৮৪)

১৮৯৯

হেমন্তে মোর কানন-প্রান্তে অজানা পথিক কে গো এলে।
অনামিকা আমি নাম দিলে তুমি, তব পরিচয়ে টেনে' নিলে।।

তোমারে দেখেছি যুগ যুগ ধরে', চিনিতে পারি নি ছিনু মোহঘোরে।
তিমির সাগরের পরপারে, আকুতি ছাপিয়ে ধরা দিলে।।

অনুক্রমণিকা

হেমন্তে নেই কোন ফুলসাজ, আমার ৰাগান শোভাহীন আজ।
চন্দ্রমল্লিকা একা একা হিমে ভিজে ডাকে প্রীতিজলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/১০/৮৪)

১৯০০

আঁধার পারাবারের খেয়া একলা চালাও বসি'-
তুমি একলা চালাও বসি'।
তমোয় ভরা তমোয় ঘেরা সবায় তোল হাসি'।।

ভেদবুদ্ধি মান নাকো, অহমিকায় নাহি থাক।
প্রদীপ জ্বালো, সরাও কালো, সব কল্মষ নাশি'।।

তোমায় চেনা মহা যে দায়, কাছে পেয়েও ধরা না যায়।
মনের কোণে দৃষ্টি হেনে' লুকোও যে উল্লসি'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ২/১০/৮৪)

১৯০১

ওগো প্রিয় তুমি ভালৰাস জানি।
মোর তরে ওই প্রাণে ব্যথা ৰাজে মানি।।

চলতে আমি চাই তোমার কথা মত, বলতে আমি চাই নির্দ্বিধায় নিয়ত।
শত ৰাধা আসে জড়ায় আশেপাশে, দ্বিধাতে হার মানি।।

জানি আমি অণু তব, তুমি বৃহৎ অভিনব।
তোমায় পেতে নিত্য নব আশাতে জাল বুনি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৯০২

তোমায় আমি চেয়েছিলুম অরুণ প্রভাতে।
এলে প্রিয় অমারাতে তমঃ নাশিতে।।

সুখের আলোয় দাও নি দেখা, দুখের রাতে এলে একা।
কন্টকে আকীর্ণ পথে না বলে' অজ্ঞাতে।।

সেজেছিলুম অনুরাগে, সেধেছিলুম শত রাগে।
ব্যর্থ করে' প্রস্তুতি মোর এলে অতর্কিতে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১০/৮৪)

১৯০৩

আলোর রথের সারথি মোর, তাকাও নাকো কও না কথা।
কার পানে ছুটে' চলেছ, প্রলেপ দিতে কাহার ব্যথা।।

অন্ধকারে রন্ধ্র ভেদি' রথ ছুটে' যায় নিরবধি।
সপ্তাশ্বের সাতটি রঙে ক্ষুরে ভেঙ্গে' উপলতা।।

নিশানা সবারই একই, সারথি কেউ আর আছে কি।
পথকে চেন রথকে জান, তোমার পরেই নির্ভরতা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১০/৮৪)

১৯০৪

অনুক্রমণিকা

আগুন লাগিয়ে দিলে ফাগুনে এ মধুমাসে।
ঘুমিয়ে থাকা হিয়ায় জাগিয়ে দিলে সহাসে।।

জড়তার তন্দ্রালুতা রেখেছিল ঘোরে মোরে।
সে ঘোর কাটিয়ে দিলে উষ্ণতারই করে।
জেগেছি তব করুণায়, রয়েছি তোমারই আশে।।

হে ৰন্ধু মম প্রিয় ভুবনে অতুলনীয়।
বিশ্বাতীত কালাতীত তুমি চিদাকাশে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১০/৮৪)

১৯০৫

ছিনু উন্মনা কেন জানি না, কে সে চিতচোর মন কেড়ে' নিল।
শারদ নিশীথে নীরবে নিভৃতে চুপি চুপি এসে' সব জেনেছিল।।

চাই নি কখনো মন দিতে মোর, মনকেই ঘিরে' ছিল মোহঘোর।
মনেতেই ৰাঁধা ছিল মায়া-ডোর, সব জেনে' সে যে লীলা রচেছিল।।

চায় নি সে কিছু নিয়ে গেছে সব, আমার 'আমি'-রে, জীবন-আসব।
পুষ্পিত তনু ঘিরে' অতনু চিত্ত-তনিমা অসীমে হারালো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৩/১০/৮৪)

১৯০৬

তোমাকে ভুলে' থাকা যায় না।
যত ভুলি-ভুলি করি ততই বাড়ে ভাবনা।।

অনুক্রমণিকা

তোমার রূপে সেজে' থাকি, তোমার টিকা কপালে রাখি।
তোমার আগুনেরই পরশে অশেষ এ প্রাণ নেবে না।।

তুমি কাননেরই মাদকতা, সরিতারই উচ্ছলতা।
তোমার কথা, তব বারতা, মোর জীবনের সাধনা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১০/৮৪)

১৯০৭

আঁধার সাগরের পরপারে কে গো তুমি জ্যোতির্ময়।
ৰাধার প্রাচীরে চিরে' চিরে' ধরায় কর আলোকময়।।

কে ছিল, কে আছে, কী ভাবে রয়েছে,
মায়ামুকুরে দেখ কে বা কত কাছে।
ভাবেরই তালে তালে পতনে উত্তালে,
সবারে নাচাও তুমি ছন্দোময়।।

অনাদির বেত্তা অশেষ প্রবক্তা, তোমার বাহিরে নাই কোন কিছু সত্তা।
সবাই তোমাতে আসে, তোমাতেই যায় মিশে'।
সবাকার সমাহারে তুমি চিন্ময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১০/৮৪)

১৯০৮

শিশিরকণা, শিশিরকণা।
তোমাতে ধরা বিধৃত, তোমাতে যায় সাগর চেনা।।

ক্ষুদ্র মাঝে বৃহৎ আছে অণু-পরমাণুর সাজে।

অনুক্রমণিকা

রূপে গুণে সকল কাজে তোমায় পেতে নেইকো মানা।।

নীহারিকার রজত বেশে অসীমেরই পরিবেশে।
ধ্যান-ধারণার শেষ আবেশে মূর্ত্ত তুমি ছন্দে নানা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১০/৮৪)

১৯০৯

তুমি একটু কাছে এসো, আর একটুখানি হেসো।
মোর তপস্যা অমাবস্যারে সরাতে পারিবে জানি।
তুমি এক ফালি চাঁদে এসো।।

জানি অমানিশা নহে শাশ্বত, কত গ্লানি আসে যায় শত শত।
এ ঘোর আঁধার তমঃ-পারাবার সরে' যাবে মাথা নত।
তুমি আলোকেই ভালৰাস।।

হার মানিব না কোন কিছুতেই, ধরিয়া থাকিব শুধু তোমাকেই।
যে যাই বলুক, যে বা হোক সে-ই আমি রব শুচিস্মিত।
তুমি মোর আদি, মোর শেষও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৪/১০/৮৪)

১৯১০

স্বপ্নঘোরে তোমারে ঘিরে' রচেছি মোর রূপকথা,
রূপাতীত এলে রূপালোকে।
নভোনীলিমায় চিত্তদোলায় শোণাবো গোপন কথা,
স্মিতালোকে মোর চিদালোকে।।

অনুক্রমণিকা

অঞ্জনে মোর অশ্রু ঠেলি' গড়িয়ে যায় গানে গলি'।
ভাবাবেগে যায় যে টলি দূর অলকার আলোকে।।

বিচিত্র তব ব্যবহার, ৰোধাতীত আচার-বিচার।
ব্যর্থ করে' পূজা-উপাচার এলে চকিতে স্মিত মুখে।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/১০/৮৪)

১৯১১

এই সুরের সরিতা-তীরে তুমি এসেছিলে।
মোহন বাঁশীতে তব রাগে অভিনব ছন্দ ভরে' দিলে।।

উজানের টানে নেচেছিল সরিতা, প্রাণের জোয়ারে প্রীতিরভসে স্ফীতা।
তুমি হেসেছিলে, তাকিয়েছিলে, পুষ্পশরের তারে বেঁধেছিলে।।

সেই পুষ্পশর ছড়িয়ে গেছে, ভুবনে ভুবনে যেথা আকুতি আছে।
তুমি প্রীতিতে আছ, তুমি গীতিতে নাচ, আপ্লুত করে' ধরা হিয়া জিনিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/১০/৮৪)

১৯১২

কেন ভালবাসি তোমায়-
বোঝাতে পারি না, নিজেও জানি না, ভুলে' থাকা হ'ল দায়।।

প্রভাতে কুসুমে দেখি তব ছবি, অরুণ মায়াতে যাহা হেরি সবই।
যাহা কিছু ভাবি যাহা নাহি ভাবি, তোমারই রূপে উপচায়।।

অনুক্রমণিকা

যত বিভীষিকা তোমাতেই ঢাকি, যত অনামিকা তব নামে ডাকি।
যত প্রহেলিকা দিয়ে গেছে ফাঁকি, সরায়েছি তব ভরসায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৫/১০/৮৪)

১৯১৩

নিজেরে ছড়ায়ে দিয়েছ ভুবনে।
চাও না কোন কিছু, দিয়ে যাও সব কিছু জেনেশুনে'।।

তোমার সমান দাতা আর কেউ হয় নাকো,
পিতা মাতা ভ্রাতা ৰন্ধু রক্ষকও।
সবার মাঝারে থেকে' সবারে ভরিয়ে রেখে' পরিচয় রাখ গোপনে।।

নাম-যশ চাও নাকো, নাম-যশ দিয়ে থাক,
অন্যে গুণী করে' নিজেরে লুকায়ে রাখ।
লোকের ঊর্ধ্বে তুমি, ত্রিলোকেতে ৰাঁধা আমি, আনন্দ তব শরণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/১০/৮৪)

১৯১৪

যে তোমারে ভালো বেসেছে তুমি কি শুধু তারই।
তবে কেন পাপী-তাপী মুখ পানে চায় তোমারই।।

ৰাতাস ভরায় প্রাণ সবার নির্বিশেষে।
আকাশ শোণায় গান শ্রুতি-স্রোতে অশেষে।
বিধুর মধুর আলো মানে নাকো কোন দোষে, তারা যে সবাকারই।।

সকল মহান হতে তুমি যে সুমহান, যত জীব-অজীব সকলের মহাপ্রাণ।

অনুক্রমণিকা

অনাথের নাথ তুমি বিশ্বের কর ত্রাণ, তুমি প্রভু সকলেরই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/১০/৮৪)

১৯১৫

তব তরে অবিরল আঁখি ঝরে।
আসো নাকো কেন কাছে, ভাব নাকো মন মাঝে,
হাস নাকো রূপে সাজে, থাক দূরে।।

জান না কি আমি তোমার, যদিও তুমি সবাকার।
অণু মাঝে হে সারাৎসার থাক লীলা ভরে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/১০/৮৪)

১৯১৬

এ কার হাসি এ কার বাঁশী নিত্য দোলায় যায় যে ভাসি'।।

কে গো তুমি মধুরভাষী এলে মনের তমসা নাশি'।
ব্রজের বনে প্রাণে প্রাণে হিয়ায় করে' মেশামেশি।।

তোমার চরণরেণুর 'পরে বনহরিণীর প্রীতি ঝরে।
ঢেলে' কুসুম থরে থরে আমিও বলি ভালবাসি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৬/১০/৮৪)

১৯১৭

নন্দনবন মন্থন করি' তোমাকে পেয়েছি প্রিয়তম।
চাঁদের আলোকে অলকার লোকে বেণুবিতানে মধুরতম।।

অনুক্রমণিকা

অঞ্জন তুমি নয়নের মোর, নাশিয়া এসেছ মোহ ঘনঘোর।
তব ভাবনায় হয়ে আছে ভোর বিগতকলুষ মন মম।।

জানিয়াছি তুমি বিনা গতি নাই, বুঝিয়াছি ৰোধি-বুদ্ধি সবাই-
তোমার কৃপায় পেয়ে থাকে ঠাঁই হে ভাস্বর শুচিতম।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১০/৮৪)

১৯১৮

তোমাকে ভাবিতে ভাল লাগে মোর কেন বল না।
এ কী আশা, এ কী দুরাশা, চাওয়া না-পাওয়ার ঝুলনা।।

কেন নাহি কাছে আস, কেনই বা দূরে থাক,
আভাসে ইঙ্গিতে কেনই বা মোরে ডাক।
কুসুমপরাগ সম আকাশে ভাসায়ে রাখ, এ কী প্রিয় তব ছলনা।।

সরিতা ভালবাসে মহোদধিকে পেতে,
উল্কা ছুটে' আসে ধরারই পরিবেশেতে।
আমিও ধ্যানাবেশে চাই তোমাতে মিশিতে, এ কি জানিয়াও জান না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১০/৮৪)

১৯১৯

ভালবেসেছি তোমায় কেন জানি না, জানি না, জানি না।
অহমিকা মোরে সরায় যে দূরে তাকে মানি না, মানি না, মানি না।।

অনুক্রমণিকা

তোমার তরে ভোরে বকুল 'কুড়ানো, তোমার লাগি' বেদী ফুলে সাজানো।
নাচি ঘুরে' ঘুরে' তোমায় ঘিরে' ঘিরে,আর কেউ আমার মনে আসে না।।

সিন্ধুর জোয়ার আমি, তুমি মোর বিধু, দূরে থেকে' দেখ হাস যে শুধু।
আমি কাঁদি হাসি ভাবেতে ভাসি', একথা তুমি কি বোঝ না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১০/৮৪)

১৯২০

নীল সে সরোবরের তীরে ছিল চাঁপার একটি বন।
জলে কুমুদ ফুটেছিল, ছিলুম বসে' বনে তখন।।

বলাকারা চলে উড়ে' দেশ পেরিয়ে দেশান্তরে।
ফেলে' আসা কোন্ সে নীড়ে হ'ল প্রতি-আবর্তন।।

মানব মনের গহন কোণে সে নীড় ডাকে সঙ্গোপনে।
ফিরে' এসো শান্ত মনে সন্ধ্যা হ'ল অনেক ক্ষণ।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১০/৮৪)

১৯২১

জীবনে আমার হে রূপকার, তুমি কি আসিবে না।
বোঝা বহে' বহে' দিন চলে' যাবে, চলারও কি শেষ হবে না।।

প্রত্যহ রবি ওঠে আর ডোবে, বিচিত্রতা নাই অনুভবে।
আহার-নিদ্রা চলে একই ভাবে, যতি-বিরতি থাকে না।।

হে চির নূতন নবীনতা আনো, আমার জীবনে গতিধারা দানো।

অনুক্রমণিকা

চলার পথে দাও তব গানও পূর্ণ করিতে এষণা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৭/১০/৮৪)

১৯২২ *এই গানটি কেটে কেটে গাইতে হবে*

তুমি কবে আসবে বলে' দিন গুণে' আর কাল গুণে' যাই।
আসার পথে অশ্রু দিয়ে ধুয়ে রাখিয়াছি তাই।।

যুগের পর যুগ চলে' যায়, কত স্মৃতি ব্যথা ভরায়।
কত আশা মুকুলে ঝরায়, অটল আমি অভীষ্টে চাই।।

কাল চলে' যায় কালান্তরে, বাহির জগৎ যায় অন্তরে।
তোমার লীলারসে ভরে' নির্বাক আমি নিজেরে হারাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/১০/৮৪)

১৯২৩

আমায় নিয়ে চললে তুমি কোন্ সে অজানায়।
আমার ভাটির টানের তরী কেন উজানে যেতে চায়।।

চুকিয়ে দিয়ে বেচা-কেনা, মিটিয়ে দিয়ে লেনা-দেনা।
বাইতে হবে তরী তোমার রাঙা অলকায়।।

জোয়ার যখন এসেছিল, দাঁড়ি-মাঝি নাহি ছিল।
আজি সাঁঝে তৈরী সাজে তারা তব ভরসায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৯২৪

আমায় যদি ভাল না বাস, অমি ভুলব না তোমায়।
ডেকে' যাব নিত্যকালের সাথী তুমি, তোমারই আশায়।।

দূর আকাশে ভেসে' যাব, প্রীতির পরাগ ছড়িয়ে দোব।
আকণ্ঠ ভরিয়া নোব গানের সুষমায়।।

ছন্দে রাগে রাগিণীতে বীণার তারের ঝঙ্কারেতে।
সুপ্ত প্রাণের মূর্ছনাতে তোমায় পাওয়া যায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/১০/৮৪)

১৯২৫

তোমার পরশে পাথর গলে' যায়, হিয়া কি গলিবে না মোর।
তোমার হরষে ভুবন মেতে' যায়, যায় দুর্যোগ ঘন ঘোর।।

আর কিছু চাই নাকো পরশ দিও, আর কিছু নোব নাকো আমারে নিও।
আমার 'আমি'-রে দিতে তোমার শরণ নিতে আঁখি মোর ঝরিছে অঝোর।।

যাহা চাও করে' যাও কিছু বলি না, যাহা ভাব ভেবে' যাও কিছু ভাবি না।
আমারে মনেতে রেখো করুণা-নয়নে দেখো, ছিঁড়ো নাকো তব প্রীতিডোর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/১০/৮৪)

১৯২৬

অনুক্রমণিকা

এসো কাজল রাতের আঁধারে হিয়া আলোকিত করে'।
প্রীতিশলাকায় মোর প্রদীপ জ্বেলে' জাগিয়ে মানবতারে।।

তুমি ছাড়া এ তমসা সরিবে না, তুমি বিনা মানবতা জাগিবে না।
বিশ্বের কল্যাণে এসো সবাকার ধ্যানে জড়তার নিকষ স্তরে।।

তোমারে চেয়েছি কারা-অন্ধকারে, তোমারে খুঁজেছি সারা জীবন ধরে'।
তোমার স্মিত হাসি অমরার সুধারাশি নাশিবে সব তিমিরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/১০/৮৪)

১৯২৭

কেন সজল চোখে চেয়ে আছ, আঁখি মুছে' ফেলো।
কেন অকালে বাদল ঝরিয়ে চলেছ।
মোর কথা রাখো, বলো কী হয়েছিল।।

স্নিগ্ধ সুনীল আকাশেরই 'পরে, বলাকারা যায় উড়ে' দূরে সুদূরে।
তারা কাঁদে নাকো, ভয়ে কাঁপে নাকো,
এ মোর বলাকায় ব্যথা কে ভরে' দিল।।

ঝড়-ঝঞ্ঝা কত জীবনে আসে, কত শান্তির নীড় যায় যে ভেসে'।
তুমি দৃঢ় আশে ভর দিয়ে আকাশে, শাশ্বত নীড় পানে সাহসে চলো।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/১০/৮৪)

১৯২৮

অরুণ তোমার রূপেরই লীলায়, সাগর উছলি' উপচিয়া যায়।

অনুক্রমণিকা

সে রূপের এক কণিকা জাগায় কোটি নীহারিকা আকাশেরই গা'য়।।

হে রূপদক্ষ এ কী করিয়াছ, প্রীতিপয়োধিতে ভুবন ভরেছ।
রূপাতীত তবু রূপে নামিয়াছ, নাচিয়া চলেছ রূপ ভাবনায়।।

লীলার খেলায় তব জুড়ি নাই, হাসাও কাঁদাও ত্রিলোক সদাই।
ভাবটি ভাবিয়া থই নাহি পাই, শরণে এসেছি কৃপা ভরসায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৮/১০/৮৪)

১৯২৯ Indian classical + Greek tune

ভাব খুঁজেছিল ভাষা, ভাষা চেয়েছিল সুর।
ভাব ছোটে ভাবাতীতে, সুর নাচে ঘিরে' তব নূপুর।।

প্রীতির আলোতে এলে, ছন্দে ভরিয়ে দিলে।
ঝঙ্কারে মাতালে যে হিয়া ছিল বিধুর।।

তোমারে চিনেছি আমি, কেন যে এসেছ নামি'।
নেচে' চলো নাহি থামি', করে' যত ক্লেশ দূর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/১০/৮৪)

১৯৩০

ধরা দিলে ধরাতলে, জ্যোৎস্না ভরিয়া গেলে।
আবার আসিবে কবে জানি না।।

মাধুরী ঢালিয়া দিলে, মনকে জিনিয়া নিলে।
তিথি অ-তিথি মানিলে না।।

অনুক্রমণিকা

এসেছিলে স্মিতাননে, নয়ন রেখে' নয়নে।
প্রাণ ছুঁইয়ে প্রাণে কী বা দিলে না।।

যাহা শুভ তা-ই তুমি, অশুভে কভু না ক্ষমি'-
চলেছ অ-শিবে দমি,' ভয়ে টলো না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/১০/৮৪)

শিব মানে মঙ্গল

১৯৩১

ফাগুনের উপবনে মনের গহন কোণে আগুন জ্বালিয়া দিলে কী আশে।
চাও নিকো কোন কিছু, ছোট নি কিছুরই পিছু, কও নি কোন কিছু আভাসে।।

লাস্যে এসেছিলে স্মিত পলাশের বনে,
শাল্মলী তরুতলে চেয়েছিলে ক্ষণে ক্ষণে।
আম্রমুকুল পানে রেখে' দু'টি নয়নে ভাবনা ভরিয়ে দিলে বাতাসে।।

অজানা পথিক তুমি নও কভু অচেনা,
মনের নিভৃত কোণে করে' থাক আনাগোনা।
তোমারে খুঁজিতে নভে উড়ে' চলি মেলে' ডানা,
কাছে নাহি চেয়ে চাই আকাশে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/১০/৮৪)

১৯৩২ Predicate এর উপর appendix (Iceland এর সুর)

অনেক দিনের পরে তোমারে পেলুম ঘরে।
থাকো মোর ঘরে মন আলো করে', যেতে দোব নাকো দূরে।।

অনুক্রমণিকা

জানি না কত যুগের তপস্যা দূর করে' দিল মোর অমাবস্যা।
রাত্রির সাধনা এনে' দিয়েছে অরুণ প্রভাতে দ্বারে।।

এ প্রভাত যেন চির কাল থাকে, অহরহঃ মোরে আনন্দে রাখে।
তোমার পরশে দুলুক হরষে চিত্ত চির তরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/১০/৮৪)

১৯৩৩

মনেরই গহনে মধুর চরণে এসো প্রিয় আদৃত সবার।
তব আশা লাগি' বসে' আছি জাগি' এই তপস্যাতে নীরবতার।।

নীরবতা ভাঙ্গো, আনো মুখরতা, বিশুষ্ক প্রাণে ঢালো পেলবতা।
আমার ইতিকথা, আমার ব্যথাগাথা, তোমার মুকুরে আলেখ্য তার।।

আমার দোষ-গুণ সবই তুমি জান, দোষে ক্ষমা করি' কাছে মোরে টান।
রাগাত্মিকা ভক্তি মোরে দানো, অপার সিন্ধুরে করিতে পার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১/১০/৮৪)

১৯৩৪

তোমার বারতা বয়ে যাই, তব কাজে নিজেরে লাগাই।
আমার যাহা কিছু তোমারই তরে, এ কথা ভালো করে' গেয়ে যাই।।

মহাকাশে ত্রসরেণু সম এসেছি, চিদাকাশে হে প্রিয় তোমারে পেয়েছি।
আমার যাওয়া-আসা আমার কাঁদা-হাসা, মূলে আছে তব করুণাই।।

অনুক্রমণিকা

তুমি ছাড়া আমি নাই একথা জানি, তোমার বীণার তারে ঝঙ্কার আনি।
চাঁপার পরশে তব মাপা অবকাশ নব, অনুভবে প্রণতি জানাই।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/১০/৮৪)

১৯৩৫

ওগো প্রভু তব লাগি' গাঁথা মালা শুকায়ে যায়।
নাহি এলে না পরিলে দিন যে আমার যায় বৃথায়।।

অরুণ আনে নাকো আলো, বাতাস লাগে নাকো ভালো।
মনের আঁধার আরও কালো, বয়ে যে যায় দিবা-নিশায়।।

ক্ষতি নাই যদি ধরা না দাও, মুখের পানে ফিরে' না চাও।
কৃপাকণা শুধু বিলাও তুচ্ছ মানি' যদি আমায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ৯/১০/৮৪)

১৯৩৬

এ কী সুরভিত স্পন্দনে এলে মনে মনে।
নীরব চরণে বরণে বরণে রঙিন পাপড়ি খুলে' দিলে গোপনে।।

আগে জানিতাম না, আগে বুঝিতাম না, তোমারে কাছে পেতে চাহিতাম না।
তুমি নিজে এলে, মন ভরিয়ে দিলে, আমাকে তোমার কাছে নিলে টেনে'।।

মোরে তুমি ভালৰাস আমি জানি, আমিও নিজেরে কাছে এনেছি টানি'।
তুমি অনাদি কালের, আমি সীমিত কালের, তবু তুমি আমারে নিয়েছ মেনে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৯৩৭

তোমারই আশে বসে' বসে' যুগ যায় আসে কত জানি না।
তিথি-দিন-ক্ষণ কে আসে কখন ভুলে' যাই, তোমায় ভুলি না।।

গ্রীষ্মের গৈরিক ধূলিঝড়ে কত বেণুবন মুষড়িয়া পড়ে।
প্রাবৃটের জলপ্লাবনের তোড়ে কত বাসা ভাসে গুণি না।।

শরতের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় শেফালী-পরাগে সুধা ভেসে' যায়।
আমার জীবনে প্রীতি মূরছায়, তুমি ছাড়া কিছু ভাবি না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/১০/৮৪)

প্রাবৃট = ঘন বরষা

১৯৩৮

চলার পথে প্রভু ক্লান্তি যদি আসে তুমি উৎসাহ যুগিও।
কাজের ফাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চিন্তা যদি আসে তুমি সরিয়ে দিও।।

ফুলের মধুর লোভেতে কীট যদি আসে মনবনে।
ঘোর বর্ষণেরই প্রাবৃট যদি ঢাকে নীল গগনে।
তুমি এসে' মৃদু হেসে' সম্বিৎ আনিও।।

শক্তি তোমার, আমি যে ক্ষীণ, মুক্তিদাতা তোমার অধীন।
কৃপার আশে গুণি যে দিন, আশার দীপ জ্বালিও।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/১০/৮৪)

১৯৩৯

অনুক্রমণিকা

আমি গুল্বাগিচায় বুলবুলি।
কথা কই নাকো কারও সনে, আমি গান গাই আর সুর তুলি।।

দিন আসে যায় মাধুরী ছড়ায়, আমার মনেতে রঙ রেখে' যায়।
সোণা-ঝরা রোদে প্রীতি-পরিশোধে শোণাই সোণালী গানগুলি।।

তোমাদের কথা ভালো করে' জানি, তোমাদের তরে সোণা জাল বুনি।
সে জালের সোণা দেখানো যায় না, মনেতে ফোটানো চাঁপা কলি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/১০/৮৪)

১৯৪০

ভয় পাও কেন আসিতে কাছে।

প্রীতিকণা মাখা তুমি, নীরস শিলা আমি প্রভাবিত করি পাছে।।

অনন্ত রূপাতীত তুমি সবাকার প্রভু,
সান্ত সীমিত আমি, ভয় পেয়ো নাকো কভু।

তোমারই রূপেতে রূপ দিয়েছ আমারে,
তবু মোর থেকে ভয় কী আছে।।

জীয়নকাঠি মরণকাঠি তব হাতে, আমি ক্রীড়া-কন্দুক, সবে জানে এ জগতে।
থাকিও না দূরেতে কখনো কোনো মতে, মন তোমাতেই যে নাচে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/১০/৮৪)

১৯৪১

অনুক্রমণিকা

রূপের সাগরে ভাসিয়া চলেছি অরূপ তোমার পরশ-আশে।
মন-মধুকরে সে প্রীতির ঘোরে মাতিয়া উঠেছে এ মধু মাসে।।

রূপের যে রেখা আঁকিয়া চলেছ তাতে প্রাণ তব ভরিয়া দিতেছ।
রূপে প্রাণ আছে প্রাণে রূপ আছে, এ সার সত্য ভুবনে ভাসে।।

আলো-ছায়া নিয়ে রূপের জগৎ, তাতেই ক্ষুদ্র তাতেই বৃহৎ।
তাহাতেই ৰাঁধা আছে সদসৎ, মহাকাশ ভাসে সে চিদাকাশে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/১০/৮৪)

১৯৪২

এসো মনে, এসো ধ্যানে, ছন্দমুখর হে লীলাধর এসো প্রাণে।।

এসো আমার ভাবের মালায়, এসো আমার ফুলের ডালায়।
এসো মনের মধুবনে মঞ্জুল বিতানে।।

কিছুই তোমার নয় অজানা, সর্বলোকের সবাই চেনা।
সবার কথা মর্মব্যথা গাঁথা গানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/১০/৮৪)

মঞ্জুল বিতানে = In the vibrational existence of flower bed.

১৯৪৩

নন্দন বনে কে এলে চন্দন-সুরভি মাখা।
সুস্নাত হয়ে নীহার-জলে জ্যোৎস্নায় আনন ঢাকা।।

সূর্যমুখী বলে ঊর্ধ্বে চাহি', তারে ছাড়া আর কিছু নাহি চাহি।

অনুক্রমণিকা

তারে মন দিয়েছি, তারে প্রাণ দিয়েছি, তারই তরে এ ধরাতে বেঁচে' থাকা।।

বকুল তরু গায় মর্মরেতে, ফুল মোর সুরভিত তারই প্রীতিতে।
তারে মনে মানি, তারে কাছে টানি, তারই লাগি' মধুরিমা হৃদয়ে রাখা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১০/১০/৮৪)

১৯৪৪

কোন্ অরূপ লোকেতে ছিলে, রূপলোকে নীচে নেবে' এলে।
পত্রে পুষ্পে মুকুলে শ্যামলে মধুরিমা দিলে ঢেলে'।।

তোমার রূপের এই যে আলোক, ধরিতে পারে না ভূলোক দ্যুলোক।
উছলিয়া হিয়া উপচিয়া এ কী অনুভূতি আনিলে।।

যে জেনেছে তব নামের মহিমা সে বুঝেছে তব প্রীতির গরিমা। অস্তি-ভাতি-আনন্দমের সুরভি তাহাকে দিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১০/৮৪)

১৯৪৫

নীল সরোবরে অজানা প্রহরে ফুটেছিলে তুমি মনোমুকুরে।
হে চিৎকমল স্নিগ্ধ কোমল, ভরে' আছ মোরে বহিরন্তরে।।

অজানা লোকের তুমি চির-চেনা, মানা নাহি-মানা সম্বিতে জানা।
হে তীর্থপতি চরণে প্রণতি জানাই তোমারে বারে বারে।।

আত্মার চেয়ে তুমি যে আপন, পরম আত্মীয় পরম সুজন।
মধুচম্পকে স্মিত অভিষেকে ছড়ায়ে পড়েছ শত ধারে।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১০/৮৪)

১৯৪৬

ঘোর তিমিরে মাথা নত করে' বসেছিলুম একেলা।
সোণালী অলকা থেকে মেলে' পাখা পরী বলে সাথে আছি দু' ৰেলা।।

তুমি একা নও, কখনো ছিলে না, আমি চির সাথী, আমাকে জান না।
অলকার পরী, মনে বাস করি, বিষাদে হয়ো না উতলা।।

আমাকে ভুলিলে আমি ভুলিব না, না স্মরিলে তবু পাশরিব না।
মনে মিশে' থাকি, সযতনে রাখি, ভুলেও করি না অবহেলা।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১০/৮৪)

১৯৪৭

তোমারে চেয়েছি মনেরই গহনে, আর কেউ জানিবে না।
জ্যোৎস্না নিশীথে নভোনীলিমাতে বলাকার পাখাতে, কেহই বুঝিবে না।।

মনের রাজা তুমি মনোমাঝে থাকিবে, বিশ্বের সম্রাট, সব তমঃ নাশিবে।
গোপনে আনাগোনা গোপনে চেনা-শোনা, লোকদেখানো থাকিবে না।।

জয়ঢাক নাহি চাহি চাই মৃদু শিঞ্জিন, বজ্র সরবতায় কঙ্কণ-কিঙ্কিণ।
নীরব ভাষাতে বোধির আলাপেতে জড়তা থাকিতে পারিবে না।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১০/৮৪)

১৯৪৮

অনুক্রমণিকা

মনের রাজা কেন দূরে রয়েছ তুমি, এসো কাছে মোর মনোমাঝে।
হীরক তুমি, দীপ্তিও তুমি, জ্যোতি জ্বালাও তব অরূপ সাজে।।

শঙ্খ, ঘন্টা আর ঘৃত-দীপেতে তুষিতে গিয়ে কিছু পাই নি চিতে।
আজ এসো নিজ হ'তে নিজ রীতিতে, শেখাও আরতি হয় কোন সে কাজে।।

ভেবেছি যুগে যুগে কত না তোমায়, চেয়েছি কত শত বৈধী প্রথায়।
আজ হার মানিয়াছি যাচি করুণায়, তব দুন্দুভি যেন হৃদয়ে বাজে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১০/৮৪)

১৯৪৯

গানের সাগরে ঢেলেছ প্রাণের আবেগ তোমার।
তাই তো দেখি ফুরায় নাকো প্রীতির ধারা অনিবার।।

তীরের সাথী ৰলেছিল চোৱাৰালিই ছিল ভালো।
নাই বা পেলুম তরীতে ঠাঁই, নাই বা পেলুম ঘর আমার।।

বসেছিলুম নিজের ভুলে অন্ধমোহের উপকূলে।
আজকে তুমি নিলে তুলে' তব তরীতে আমার ভার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১০/৮৪)

১৯৫০

তুমি এসেছিলে, মনের আঁধার দূরে সরিয়ে দিলে।
হতাশা মুছে' দিয়ে আশার প্রদীপ প্রাণে দিলে জ্বেলে'।।

অনুক্রমণিকা

জেনে'বা নাহি জেনে' তোমাকেই চেয়েছি মনে।
আজি এ নিরজনে আমাকে তোমার করিয়া নিলে।।

তুমি তো কিছু চাহ নি, তোমার তরে কিছু করি নি।
নিজেকে কিছু জানি নি, তবু ভালবাসা দিলে ঢেলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১১/১০/৮৪)

১৯৫১

শ্যামল শোভায় তুমি এলে, ছড়িয়ে গেলে ধরাতলে।
কোমলতা ভরে' দিলে ফুলে মুকুলে চলাচলে।।

হে শ্যাম তোমার তুলনা নাই, মনে প্রাণে তোমাকে চাই।
মধুর মোহন কী সম্মোহন তোমার প্রীতির দীপে জ্বলে।।

চাই না কিছুই তোমার কাছে, যার তুমি তার সবই আছে।
হৃদয়েরই কৌস্তুভেতে দীপ্ত তুমি কালাকালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/১০/৮৪)

১৯৫২

আঁধার নিশীথে তুমি এলে, দীপ জ্বেলে' দিলে।
বাদল রাতে ধরা দিলে, স্বস্তি আনিলে।।

যবে মোর ঘরে ছিল আলো, প্রাচুর্য্য উচ্ছল।
জৌলুস ছিল ঝলোমল, সাড়া দাও নি, এসেছিলে।।

আজকে আমি সর্বহারা, রচেছি নিজেই শিলা-কারা।

অনুক্রমণিকা

ডেকেছি জলে আঁখি-ঝরা, শুণেই কুটিরে মোর চলে' এলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/১০/৮৪)

১৯৫৩

আমার ধরায় জ্বলল আলো তোমার প্রাণের পরশে।
তাই তো সবই লাগল ভালো ভালবাসার হরষে।।

একলা ছিলুম গৃহকোণে কেঁদে' কেঁদে' সঙ্গোপনে।
সে কাঁদা মোর সফল হ'ল তুমি এলে সহাসে।।

মুছিয়ে দিয়ে অশ্রু আমার, বললে "আমি আছি তোমার।
কেঁদো নাকো, এগিয়ে চলো পূর্ণতারই প্রয়াসে"।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/১০/৮৪)

১৯৫৪

আঁধার এসেছে, আলো জ্বালো, সহে না এ নিকষ কালো।
সব কিছু মানবতা মিশিয়ে ঢাল, চাই ভালো আরো ভালো।।

বহু যুগ চলে' গেছে জড়ভাবনায়, প্রত্যভিজ্ঞা এনেছে মরু- মায়ায়।
আর নয় পুরাতন আনো যা' চির নূতন, সন্ধ্যামালতী হেসে' আশা জাগাল।।

অবজ্ঞা করিয়াছ বহু জনকে, জান না তা', দহিয়াছে মানবতাকে।
অতীতের গ্লানি ভুলে' সবে ডাক হাত তুলে' বিজয়-কেতন দেখ উড়ে' চলল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৯৫৫

ভোমরা গানে ফুলের কাণে কইল কী তা' কে জানে।
হয় তো গাথা প্রীতির কথা, হয় তো ব্যথা আনমনে।।

পরাগ বহে যার বারতা, পাপিয়া গায় তারই গাথা।
ভ্রমরা হেসে' শুণতে এসে' পড়ল ধরা মধুবনে।।

মন-ভ্রমরা ব্যথায় কাতর, গায় সে তাহার গাথা অমর।
তারই মধু-র তরে বিধুর, যায় সে ছুটে' তারই পানে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/১০/৮৪)

১৯৫৬

পথের দিশারী মম ধরা দাও ধ্যানালোকে।
শুক্তিতে মুক্তা সম গহনে চিতিলোকে।।

পাপ বা পুণ্য কী বা আছে নাই, সে অতীত পানে তাকাতে না চাই।
শুধু যেন তব কৃপাকণা পাই জীবনে প্রতি পলকে।।

ক্ষুদ্র যন্ত্র আমি প্রভু তব, তোমারই আধারে মোর অনুভব।
তোমাকেই ঘিরে' জীবন-আসব উচ্ছল দিকে দিকে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১২/১০/৮৪)

চিতিলোক = In the realm of cognitive faculty

১৯৫৭

অনুক্রমণিকা

মন বলেছিল তুমি আসিবে, দূরে না থাকিবে, ধরা দেবে।
প্রাণ বুঝেছিল সব দেখেশুনে', আনন্দ তোমাকেই ভেবে'।।

আমি যেমন তোমাকেই চাই, আর কিছুতেই তৃপ্তি না পাই।
তুমিও তেমনি আমাকে নিয়েই লীলা করে' যাও নীরবে।।

আমি না থাকিলে অসুবিধা তব, বিন্দু নাই, থাকে কি অর্ণবও।
আমাকে নিয়েই লীলাখেলা তব নিত্যকালের উৎসবে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/১০/৮৪)

১৯৫৮

তোমাকে ভেবে' ভেবে' বল কী ফল হবে যদি না এলে ঘরে।
ভাবিব না ভাবি, তবু কেন ভাবি, এসে' বলো আমারে।।

আশার দীপখানি জ্বালিয়ে রাখা ছিল,
ফুলের মালিকা সাজানো হয়েছিল।
মানস কুসুমে নিভৃত বনভূমে মধু রাখা ছিল ভরে'।।

কী করি কী না করি এখনই বলে' দাও, সমর্পণের মন্ত্র শিখাও।
একান্ত মনে বসিয়া ধ্যানাসনে ধরিতে চাই তোমারে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/১০/৮৪)

১৯৫৯

মনের কোণে হে বেণুধর কখন এলে গোপনে।
নৃত্যে গীতে মূর্ছনাতে মাতিয়ে দিলে মননে।।

অনুক্রমণিকা

তোমার রূপের অন্ত যে নাই, গুণও ভেবে' থই নাহি পাই।
লীলাখেলায় নিপুণতায় বন্দিত ভুবনে।।

করি না কালের অপচয়, প্রীতির ডোরেই পাব নিশ্চয়।
রাগাত্মিকার মধুর রসে ভাবের গহনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/১০/৮৪)

১৯৬০

কুসুম-কাননে স্মিত আননে এলে এত দিনে দয়াময়।
প্রসুপ্ত আশা যত ভালবাসা মূর্ত আজিকে তব দ্যোতনায়।।

যা' চেয়েছিলুম তাই যে পেয়েছি, যাহা চাই নিকো তাও তো নিয়েছি।
ভাব সমারোহে উহ-অবোহে সম্মুখে এলে করুণাময়।।

তোমার নাইকো আদি-শেষ কভু, মূঢ়তায় খুঁজি পরিশেষ তবু।
সর্ব কালের তুমি একই প্রভু রূপে রূপাতীতে লীলাময়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/১০/৮৪)

১৯৬১

আমার জীবনে রঙিন স্বপনে ভরিয়ে দিয়ে কে এলে-
কে গো এলে, তুমি কে এলে।
চিনি না তোমায়, জানি না তোমায়, তবু এসে' রঙ লাগালে।।

তোমারে ভেবেছি দিবসে নিশীথে, তোমারে চেয়েছি হৃদয়ে নিভৃতে।
ভেসেছি তোমার ফুল-পরাগেতে তোমারই রূপের সলিলে।।

অনুক্রমণিকা

হে প্রিয়তম পরমারাধ্য, মোর সত্তা তোমাতে নিৰদ্ধ।
তুমিই আমার সাধ ও সাধ্য, তাই বুঝি এলে বিরলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/১০/৮৪)

১৯৬২

কুসুম-পরাগে তুমি এলে।
মৃদু সমীরণে বরণে বরণে অনাহুত অতিথি হ'লে।।

কে চায় তোমারে, কে নাহি চেয়েছে, কে ভুলিয়া গেছে, কে বা না বুঝেছে।
ভাবিয়া সে কথা নাহি পাও ব্যথা, মনের মাধুরী ঢেলে' দিলে।।

আমিও চেয়েছি না-জেনে' না-বুঝে', এসেছ সুমুখে অপরূপ সাজে।
করুণকেতন ওহে চিদ্ঘন উড়ায়ে দিয়েছ নভোনীলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/১০/৮৪)

১৯৬৩

একা তুমি বইবে কেন সব বোঝা।
দাও কিছু আমারও মাথায়, যে সামর্থ্য দিলে রাজা।।

তোমার ৰলেই আমি ৰলী, তোমার জোরেই পথ চলি।
বুদ্ধি আমার সেও তো তোমার, তোমায় ঘিরেই হাসা-নাচা।।

আমারও কেউ তুমি ছাড়া নাই, সুখের দিনে ৰন্ধু সবাই।
দুঃখে শুধুই তোমাকে পাই, তোমায় নিয়েই মরা-বাঁচা।।

অনুক্রমণিকা

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৩/১০/৮৪)

১৯৬৪

তন্দ্রা সরিয়ে এলে, মাধুরী ঢালিয়া দিলে, নীরবে মিশিয়া গেলে প্রাণেতে।
কিছু না জানিতাম, এও না বুঝিতাম, থাকিতাম আঁখি রেখে' আঁখিতে।।

তোমার পরশে মূকে মুখরতা এসে' যায়, প্রীতির রভসে রূপে সজীবতা ঝলকায়।
মরু-মরীচিকা মাঝে শ্যামলিমা নব সাজে মূর্ত হয়ে ওঠে গানেতে।।

তোমার ভাবনায় ক্ষুদ্রতা ভেসে' যায়, ছন্দে নাচে তব ভাষা সুর উপচায়।
তোমারে ভালবেসে' তোমার ভাবে এসে' জড়তা ভাসে চেতনাতে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১০/৮৪)

১৯৬৫

নাই যে কোন গুণ, সবই অ-গুণ, তবু এলে প্রভু কৃপা করে', করিলে করুণা অকাতরে।
তুমিই নিজ গুণে বাঁধিলে মোরে ঋণে, বোঝালে করুণা বলে কারে।।

তোমারে নিজ ৰলে কেউ তো পায় না, ঐরাবতে প্লুষী ৰাঁধিতে পারে না।
নিজের দীনতায় অক্ষমতায় বুঝে' দেখি কৃপা শত ধারে।।

তোমার কাছে প্রভু কিছুই চাহিব না তোমার চেয়ে, মোরে আমি তো জানি না
আমার আয়োজন ৰাধা উৎক্রমণ করে' দিয়ে থাক বারে বারে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৯৬৬

কত বার আসা, কত ভালৰাসা, কত কাঁদা-হাসা তোমারে ঘিরে'।
বুদ্ধি জানে না, ৰোধি বোঝে না, কেন যাওয়া-আসা বারে বারে।।

অনাদি থেকে তোমার ছন্দ বহে' নিয়ে যায় অমিতানন্দ।
কেহই তাহারে রোধিতে না পারে, তোমাতেই ঘোরে চক্রাকারে।।

হে দেবাদিদেব তোমার বারতা ভরিতে না পারে কোন ইতিকথা।
যুক্তি-তর্কশাস্ত্রের কথা কোথা ভেসে' যায় করুণানীরে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১০/৮৪)

১৯৬৭

বলো এ পথের শেষ কোথায়।
আদিও দেখি না, অন্ত পাই না, উত্তর কে দেবে আমায়।।

কার্য-কারণ তত্ত্বের আদি বিন্দু যাতে নিহিত আছে কে সে চিতিসিন্ধু।
আদি নিহিত যাতে অন্তও আছে তাতে, মধ্যও চলমানতায়।।

দর্শন-বিজ্ঞান যা' খুশী তা' বলে' যাক, অশান্ত মানবতা শান্তির পথ পাক।
পথস্রষ্টা প্রভু পথভ্রষ্ট কভু নাহি করে, জানি দৃঢ়তায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১০/৮৪)

১৯৬৮

মেঘের 'পরে মেঘ এসেছে, সুরের 'পরে সুর।

অনুক্রমণিকা

জানি না তোমায়, তবু এসে' যাও যে ভেসে' দূর।।

ভালৰাস দূরের থেকে, কাছেও আস নিজের থেকে।
চেয়ে থাকো প্রীতির চোখে ৰাজিয়ে মধু নূপুর।।

বিশ্বে তুমি সেরা পুরুষ, ভাবাকাশে আমি ফানুস।।

কাল-প্রদীপে বুকে চেপে' যাই যে অচিন পুর।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১০/৮৪)

১৯৬৯

তুমি এসেছিলে, ভালো বেসেছিলে, বিশ্বপ্রাণে প্রাণ মেশালে।
কে তোমারে মানে, কে বা নাহি মানে, সে কথা ভুলে' গিয়েছিলে।।

ক্ষুদ্র জলাশয় ক্ষুদ্রতা দিয়ে দূরে পড়ে' থাকে সীমারেখা নিয়ে।
প্লাবন যবে আসে সৰে যায় মিশে' সীমা ভেঙ্গে' মহা সলিলে।।

মানুষে মানুষে যে অসূয়া আছে, যে হীন বুদ্ধি তিক্ততা এনেছে।
তাদের দৃঢ় করে সরিয়ে দিয়ে দূরে, এক সমাজ রচনা করিলে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৪/১০/৮৪)

অসূয়া = হিংসা

১৯৭০

তুমি এসেছিলে মোর মনোবনে, আমি বসেছিনু আনমনে।
তুমি চেয়েছিলে মোর মুখ পানে, আমি কী ভেবেছি কে তা' জানে।।

অনুক্রমণিকা

তোমার আমার মাঝে দুস্তর ছিল নাকো কোন ৰাধা দুর্মর*।
তবু আমি কাছে আসিতে পারি নি, দূরে থেকে' গেছি অভিমানে।।

প্রশান্ত ছিল তোমার আনন, অশ্রুসিক্ত মোর দু' নয়ন।
তবু আমি আঁখি মুছিতে পারি নি, মিশিতে পারি নি তব প্রাণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১০/৮৪)

---

*কঠিন প্রাণ...diehard (যাকে সহজে সরানো যায় না)

১৯৭১

আনন্দেরই এই নিমন্ত্রণে তুমি একা কাঁদ কেন বসে'।
কুসুমোচ্ছ্বাসে প্রাণের আবেশে সবার সঙ্গে নাহি মিশে'।।

হাসিখুশিতে সবে উচ্ছল, নীরধি-ঊর্মি নৃত্যে চপল।
অণু-পরমাণু ভাবে চঞ্চল, দূরে সরে' আছ কার আশে।।

হতাশ হবার নেই প্রয়োজন, বিশ্বস্রষ্টা তোমারও আপন।
সুস্মিত সেই পরম সুজন তোমারেও জেনো ভালৰাসে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১০/৮৪)

১৯৭২

তুমি গান গাও কাহার তরে বধির করে' রেখে' ধরারে।
তুমি আস আর যাও, হাস আর চাও, কেউ না দেখিতে পায় তোমারে।।

তোমার গীতিতে ছন্দায়িত ধরা, সুরে লয়ে সে যে প্রভু মধুমুখরা।
তুমি আছ কাছে প্রীতি সঙ্গে আছে, তবু তোমাতে মিশিতে নাহি পারে।।

অনুক্রমণিকা

তোমার আসা-যাওয়া ভালবাসা, তোমার হাসা-চাওয়া চিতিপরশা।
তুমি বিশ্বমানস, তুমি নাশ তামস, হৃদয়ে ধরে' অণু-পরমাণুরে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১০/৮৪)

১৯৭৩

যবে তোমায় পেলুম মোর অনুভবে, গ্লানি সরিয়ে দিয়েছ।
যখন মানি নি তখনও দেখেছ, চেয়ে দেখি মন ভরে' রয়েছ।।

অনাদি কালের হে পুরুষ মহান, তোমারে বুঝিতে পারে কার এত জ্ঞান।
বুঝিতে গিয়ে ৰোধি করে অবধান, বুদ্ধি-ৰোধি সবই তুমি ঢেলেছ।।

দিই নিকো কোন কিছু, শুধু নিয়েছি, চাওয়ার অতিরিক্ত পেয়েছি।
যবে তোমার জিনিস তোমাকে দিতে গেছি, বিনিময়ে তা' মোর সাজিতে ভরেছ।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১০/৮৪)

১৯৭৪

আমি যতটুকু বুঝিতে পারি হে দেবতা, যা' বুঝি বলিতে পারি না।
তুমি কী, জানে না দর্শন ও বিজ্ঞান, তাই তা' বলার প্রশ্নও ওঠে না।।

জীবনের আদি কোথা কেউ জানে না, সীমার প্রত্যন্তে যায় না।
বাঁধা মাপা যাহা আছে তাতে মেতে রহিয়াছে, অহমিকা তবু সরে না।।

ক্ষুদ্র যদি নিজেরে ক্ষুদ্র কয়, এটা তার স্বাভাবিক, বিনয় তো নয়।
এই স্বাভাবিকতা হে দেবতা, তব করুণায় কেন ভরে' দাও না।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৯৭৫

বলেছিলে মোরে গান শোনাবে, শোণাবে মনের যত কথা।
শারদ নিশীথে বসন্ত প্রাতে ফুলে ফলে কত মধুরতা।।

তোমার গানেতে পুরাতন নাই, নব রূপে শুধু নূতনেরে পাই।
ছন্দে ও সুরে ৰহিছে সদাই চির নূতনেরই বারতা।।

হে তীর্থপতি জগতের প্রাণ, মহান হইতে তুমি সুমহান।
অণুরেও করে' দাও গরীয়াণ ঢেলে' হৃদয়ের উদারতা।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১০/৮৪)

১৯৭৬

মোর ঘুমঘোরে তুমি এসে' অনাহুত জাগিয়ে দিলে।
বললে মোরে আজ অনেক যে কাজ, কাজ সেরে' ঘুমাও,
ৰেলা যায় যে চলে'।।

দিনের পরিসর জান সীমিত, পলে অনুপলে ৰাঁধা পরিমিত।
একবার গেলে সরে' পুনঃ নাহি আসে ফিরে', যায় কালের আড়ালে।।

কালের ত্রিদণ্ডে তোমারও চলা, চক্রের লিখে* চলে গাঁথা মালা।
মৃদু বিশ্রামের এই পান্থশালা যেন যেও না ভুলে'।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১০/৮৪)

**গাড়ী চলার দাগ। রাঢ়ী বাংলায় কোথাও কোথাও 'নিখ'-ও চলে। সংস্কৃতে এর পর্যায়বাচক শব্দ 'শকটিক' বা 'মৃচ্ছকটিক' (মৃৎ শকটিক মৃচ্ছকটিক)।*

অনুক্রমণিকা

১৯৭৭

আমি তোমাকে পেয়েছি শ্যাম রায় জীবনের মধুরতায়।
তুমি আঁধার হৃদয়ে জ্বাল আলো সম্বোধির চেতনায়।।

সকলের প্রাণ তুমি মহাপ্রাণ, আতপ-তাপিত মনে কর ছায়া দান।
চলার পথে দাও পরিসম্মান এই ব্রজ-পরিক্রমায়।।

তোমাকে পেয়েছি আমি মরুমায়াতে, পেয়েছি স্নিগ্ধ সরসতাতে।
আমি তোমাকে সঙ্গে রাখি মরা-বাঁচাতে উদ্বেল প্রাণসত্তায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১০/৮৪)

রায় = রাজা 〉 রায়া 〉 রায়
পরিসম্মান = Status of prestige

১৯৭৮

সেদিন নিশীথে জ্যোৎস্না সুমিতে
আমি তোমাকে দেখেছি মনোবনে।
কুসুম-মাধুরী মন্থন করি' হাসিতেছিলে মধুরাননে।।

বিশ্বে যা' কিছু আকর্ষণীয়, যা' কিছুই ভালো ৰৱণীয়।
তোমাতে আধৃত তোমাতে নিহিত তোমাকেই চায় গহনে।।

আমিও তোমার ওগো রূপকার, দূরে ফেলে' দিও না প্রীতি আমার।
তোমাকে পরাতে গাঁথা ফুলহার রেখেছি জীবনে যতনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

সুমিত = Well measured ; স্মিত = মাপ মতো

১৯৭৯

তোমাকে আমি জানি গো জানি, ভালবাসায় তুমি মান না।
আঁখির জলে যাবে যে গলে' তেমন ভাবিতে তো পারি না।।

কী তব মন চায় বলো না আমায়, দূরে থেকে' কেন হাসিতে ঝলকায়।
খুশির ঝুলনায় কেন যে কাঁদায়, সোজাসুজি আজি বল না।।

জেনেছি জেনেছি রীতি বুঝিয়াছি, জেদ ছাড়িতে নাই শিখিয়া নিয়েছি। কা
ছেতে থাকিব ভালবেসে' যাব, তুমি কী ভাব তা' ভাবি না।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১০/৮৪)

১৯৮০

তুমি কী চেয়েছ জানি নি তো আমি, তুমি কী দিয়েছ কিছু জানি।
তোমাকে কিছুই দিই নি তো আমি, শুধু পেতে' আছি হাতখানি।।

মানবাধারে দিয়েছ পাঠিয়ে নিশ্চয় কিছু প্রত্যাশা নিয়ে।
কী তা' জানি নি, জানিতে চাহি নি, শুধু বৃথা তর্কের জাল বুনি।।

দুর্লভ কাল হেলায় কেটেছে, যথাসময়ে ৰোধি না জেগেছে।
নিজেকে ভোলাতে দিন চলে' গেছে, আজ মরু মাঝে বসে' তারা গুণি।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৯৮১

তোমায় আমি চেয়েছিলুম জীবন ৰেলার বালুকায়।
প্রভাত রবির অরুণ ধারায় সন্ধ্যারই রক্তিমাভায়।।

মন দিয়ে মন চাহিয়াছি, যা' চেয়েছি তা' না পেয়েছি।
বুঝিয়াছি ভুল হয়েছে বিনিময়ে এই চাওয়ায়।।

আর কিছু চাহিব নাকো, দিয়েই যাব যেথায় থাক।
মন-হরিণীর ঝরিবে নীর বনতটিনীর মোহানায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৫/১০/৮৪)

১৯৮২

কে তুমি এলে অৰেলায়, কেন এলে, কোথায় ছিলে, কেন ভালবেসেছিলে।
স্মিত পরশ বুলিয়ে দিলে, গেলে অজানায়।।

গায়ে তোমার কচি কিশলয়, প্রাণে বহে দখিণা মলয়।
নাচে তালে হে গীতিময় ভাস অলকায়।।

তোমার সঙ্গে নেই পরিচয়, তোমায় ভাবার পাই নি সময়।
কালাতীত হে লীলাময় হাস নিরালায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৯৮৩

পড়ে' এল ৰেলা, হ'ল খেলাধূলা, ফিরে' চলো ঘরে আপনার।
দিন চলে' যায় বলাকা-পাখায়, ডানা মেলে' নীড়ে ফেরো যে যার।।

মাপা পরিসরে আসা আর যাওয়া, সীমিত কালের চাওয়া আর পাওয়া।
তারপরে সব ফেলে' তরী বাওয়া, ডেকে' যায় সিন্ধু অপার।।

বলিতে পার না আমি নাহি যাব, আর সৰে যাক আমি বসে' রব।
বজ্র আঘোষে ডাকে যে ভৈরব, উদাত্ত আহ্বান যে তার।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/১০/৮৪)

১৯৮৪

বলে' থাক ভালবাসি, কাজে প্রমাণ না পাওয়া যায়।
ফুলের বনে কাঁটা কেন, পাপড়ি ঝরে' যায় যে কোথায়।।

কৌমুদী চাঁদেরই ছটা ঢাকে কালো ঘনঘটা।
বনহরিণীর মায়া-আঁখির পশ্চাতে নিষাদ কেন ধায়।।

প্রাণের অভিব্যক্তি-মাঝে কালের ছায়া কেন নাচে।
মন-মাতানো চোখ-জুড়ানো ইন্দ্রধনু কোথায় মিলায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/১০/৮৪)

১৯৮৫

তোমার তরে জীবন ভরে' গান গেয়ে গেছি প্রিয়তম,

অভিনব তুমি অভিনব।

ছন্দে তানে বিশ্বপ্রাণে যে রাগ মাতিয়েছিল তব।।

জীবনধারা ছন্দে নাচে, গানেরই সুর তাতে বাজে।
তোমার প্রীতি তাতেই রাজে মাদকতা-মাখা সৌরভ।।

জলধিতরঙ্গ মাঝে রূপাতীত অরূপ সাজে।
একতানতার ঘোরে নাচে সস্কৃতি তব বৈভব।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৬/১০/৮৪)

১৯৮৬

মনের কোণে কোন্ গহনে কবে এসেছিলে কে জানে,
তুমি জান, কেউ নাহি জানে।
দর্শন খুঁজে' বিজ্ঞান বুঝে' জবাব পাই নি কোনখানে।।

অগ্নিতে দাহিকা শক্তি, শুক্তিতে মুক্তা ভর্তি।
মানব মনের পরাভক্তি কে ঢেলেছিল বিজনে।।

ধরায় কেন এনেছিলে, দুঃখে সুখে জড়িয়েছিলে।
লুকিয়ে কেন গিয়েছিলে, উত্তর এর তব মনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১০/৮৪)

১৯৮৭

আঁধার নিশার অবসানে ফুল ফুটেছে মনবনে।
কোমল সে ফুল দোলে দোদুল রেখেছি সঙ্গোপনে।।

অনুক্রমণিকা

ফুল ফুটেছে তোমার তরে, তৃপ্তি দিতে তোমারে।
আমার আমি জানই তুমি উচ্ছল তব স্পন্দনে।।

তুমি আমার হে দেবতা, জান সকল মর্মকথা।
মনের ব্যথা অশ্রুগাথা তব নৃত্যেরই রণনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১০/৮৪)

১৯৮৮

তুমি পথ ভুলে' মোর ঘরে এলে।
কত ডেকেছি, কত কেঁদেছি, তবু আস নি ছিলে ভুলে'।।

মোর তরঙ্গ সুদূরে বাতাসে ধ্বনিয়া উঠেছে নীল মহাকাশে।
সে শব্দতরঙ্গে তোমার ঘুম ভাঙ্গে নি, বধির ছিলে।।

শোণা না-শোণা ইচ্ছা তোমার, বধির থাকাও ভূমিকা লীলার।
পথ ভুলে' আসা ভুল নয় কভু, কাল ছেড়ে' এলে অকালে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১০/৮৪)

১৯৮৯

তুমি কাঁদিয়ে কেন সুখ পাও।
খুশী-ঝরা হাসি-ভরা মুখ দেখতে কি নাহি চাও।।

তোমার আমার এই পরিচয় দু'চার যুগের কভু তো নয়।
অনাদির গর্ভ থেকে অনন্ত পানে ভাসাও।।

চিনি তোমায় হে দয়াময়, মূর্ত্ত লীলায় তুমি অব্যয়।

অনুক্রমণিকা

হাসার কাঁদার নাটক তোমার জেনেই রচনা করে' যাও।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১০/৮৪)

১৯৯০

আকাশে বাতাসে কুসুম সুবাসে হেসে' ভাসে তব করুণা। ব্য
থা-বিরহ বুঝি অহরহঃ, তব স্মিত আঁখি দেখি না।।

জীবনে ছন্দায়িত হয়েছ, অলখ দ্যুতিতে ভরিয়া রয়েছ।
হারানো সুরের মাধুরীতে আছ, ঝরায়েছ জ্যোতি-ঝরণা।।

তোমারে বুঝিতে কিছুতে না পারি, যে ৰোধ দিলে তাতে ধরিবারে নারি।
অনুভূতিও মোর রাখিতে না পারি, জীবনপাত্রে কেন বল না।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৭/১০/৮৪)

১৯৯১

আকাশে সাগরে যেথায় মিশেছে দূর দিগন্ত পারে।
হে প্রভু তোমার সাক্ষাৎকার হবে কি তারই ধারে।।

আকাশ নেবেছে জলধি-স্পর্শে, রূপে রাগে রসেরই রভসে।
আমিও চাই তারই মাঝে ঠাঁই মঞ্জুল তব প্রীতিহারে।।

জানি এ নহে বৃথা কল্পনা, পূর্ণ করিবে আমার এষণা।
ছন্দলীলায় নৃত্যশালায় ভুবনে নাচাও নূপুরে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

১৯৯২

শিউলি তখনও ঝরে নি, রাত বাকী ছিল।
ঊষা তখনও উঁকি দেয় নি, কার পদধ্বনি এল।।

দুয়ারে শুণলুম করাঘাত, বুঝলুম আজ এসে' গেছে সেই রাত।
যে রাতে তোমার ছিল আসার কথা, তিথি ৰাঁধা ছিল।।

তিথি জানা থাকলেও তৈরী ছিলুম না, গৃহসাজ থাকলেও মনসাজ ছিল না।
শয্যা থেকে উঠে দ্বার খুললুম না,
ধ্বনি যেন ফিরে' গেল, আবার আসার আশা দিয়ে গেল।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১০/৮৪)

১৯৯৩

তোমায় খুঁজে' খুঁজে' জনম কেটে' গেছে, তবে কেন এলে না কাছে।
যতনে ফুল তোলা প্রীতিতে গাঁথা মালা দাবদাহে শুকিয়ে গেছে।।

লোকে বলে তুমি দয়ার সাগর, তবে কেন মোর ভরে না গাগর।
নিজের অভিজ্ঞতা-সিক্ত ব্যাকুলতা রিক্ততা এনে দিয়েছে।।

হে লীলারসঘন শুধু এ বিনতি, লীলা করে' যাও নাই তাতে ক্ষতি।
অন্যেরই ব্যথা মর্মেরই গাথা না বুঝে' লীলা করা কি সাজে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১০/৮৪)

১৯৯৪

পাওয়ারই আশায় চেয়ে যাওয়ায় জানি হে প্রিয় সুখ আছে।
কাছে না-আসা ভালো না-ৰাসা তোমারই ইচ্ছায় রয়েছে।।

অনুক্রমণিকা

কত যে ফোটে ফুল, কে তার রাখে খোঁজ,
কত যে স্মিত দীপ নিবিয়া যায় রোজ।
হিসাব রাখি না, কেহই রাখে না, জানি এ সত্য তব কাছে।।

আমিও তেমনি অনাদরে ফোটা, অপরিচিত ফুল ধূলি 'পরে লোটা।
মনেরই সকলই সুরভি যাই ঢালি, ঝরে' পড়া পরাগেরই মাঝে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১০/৮৪)

১৯৯৫

কেনই বা এলে, দোলা দিয়ে গেলে, না বলে' গেলে চলে' ফেলে' আমায়।
নেইকো মমতা, বোঝ না তো ব্যথা, রচে' রূপকথা গেলে কোথায়।।

সবার চেয়ে প্রিয় তুমি প্রিয়তম, কেন থাকিলে না অন্তরে মম।
অন্তরতর অন্তরতম হয়েও সুদূরে সরা কি যায়।।

তোমায় ভুলিব না, তোমায় ছাড়িব না,
স্মৃতির পট থেকে কিছুতে মুছিব না।
যদি নাহি চাও, যদি বা লুকাও, ধরে' রাখিব মনমঞ্জুষায়।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১০/৮৪)

১৯৯৬

ফাল্গুনে ফুলবনে ছন্দে ভরা গানে কে গো তুমি এলে নিরালায়।
মনের কথা যত লুকোনো ছিল শত, একান্তে শোণাব তোমায়।।

সলাজ ভাষা মোর শোণ হে চিতচোর, হারাইয়া ফেলে ছন্দ-গীতি ডোর।

অনুক্রমণিকা

এসেছ ফুলবনে এসো মনবনে, মনেই সব গান গাওয়া যায়।।

প্রাণের প্রাণ তুমি, তুমি মহাপ্রাণ, জীবন ভরে' সাধিয়াছি যত গান।
তোমারে ঘিরে' ঘিরে' চরণ নূপুরে সমর্পিতে তা' মন যে চায়।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১০/৮৪)

১৯৯৭

স্বপনে দেখেছি তুমি এসেছিলে মোর মালঞ্চে গোপনে।
ঘুম ভাঙ্গাও নি, কথাও কও নি, কী যে দেখেছিলে কে জানে।।

কত ফুল ছিল সাজানো বাগানে, কত তরুলতা রঙের বিতানে।
কত ফল ছিল সরসে সঘনে জেগে' দেখাতুম যতনে।।

ঘুমে অচেতন নীরবে নিভৃতে, কাঁদিয়া গিয়াছি রুদ্ধ ঘরেতে।
একবার যদি ডাকিয়া তুলিতে সাক্ষাৎ হ'ত বিজনে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১০/৮৪)

১৯৯৮

পরী বলে, ফুল তোমার লাগিয়া আমি এনেছি নিরজনে।
ভালবেসেছি, কাছে এসেছি, তোমারে ধরেছি মননে।।

ছোট্ট ফুলের অপার মহিমা, ছোট্ট রেণুর বিরাট গরিমা।
যে দিয়েছে এই মহিমা গরিমা তার কথা ভাবি সদা মনে।।

ছোট্ট মনেতে ভূমা ধরা দেয়, ছোট্ট নীহারিকা ভুবন সাজায়।

অনুক্রমণিকা

মন তাই তার চরণে লুটায়, ছোটকে রাখে স্মরণে।।

(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১০/৮৪)-

১৯৯৯
ভাল হ'ত যদি না চিনিতাম, তোমাকে ভাল না ৰাসিতাম।
মনের গহনে আমার ভুবনে তোমাকে আসিতে নাহি দিতাম।।

ভালবেসেছি ওগো প্রিয়তম, দৃঢ় ভাবে বুঝিয়াছি তুমি মম।
আজ ভাবি তাই কী ভাবে সরাব, ভালকে দোব কি মন্দ নাম।।

আমার আকাশে তুমি একই বিধু, অগণিত তারা নামে আছে শুধু।
তারা দূরে যাক মোর বিধু থাক, মর্মের কথা বলে' দিলাম।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১০/৮৪)

২০০০
তন্দ্রা যদি নামে জড়তারই আহ্বানে।
তোমারে যারা না মানে হে প্রভু জাগাও গানে।।

এসেছি তোমারই কাজে, সেজেছি অযুত সাজে।
তব কৃপা যেন রাজে অবিরাম মোর মননে।।

ভুলেছি তোমারে যখন, নীচে নেবেছি তখন।
তোমারই করুণাভাসে হেসে' যাই মুক্তিস্নানে।।
(মধুমালঞ্চ, কলিকাতা, ১৮/১০/৮৪)

অনুক্রমণিকা

সুক্ষ্মন রসনাভূতির পথেই মানুষের মধ্যে শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস জেগে- ছিল। ইন্দ্রিয়বোধের সীমা পেরিয়ে অতীন্দ্রিয়ত্বের প্রতিষ্ঠাই শিল্পসাধকের কাম্য, শিল্পসাধকের আদর্শ। তাই এই শিল্পসাধক, আরও ঠিক ভাবে বলতে গেলে, ললিতকলার উপাসক যদি তার চলার পথটি ঠিক রাখতে চায় তবে তাকে অধ্যাত্মসাধক হ'তেই হবে। জীবনটাকে বা জগতের সব কিছুকে যে অধ্যাত্মভাব নিয়ে' দেখে' থাকে সেই সব কিছুর মধ্যে একটা সুক্ষ্মর রসঘন সহজ সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে। এই সহজ সত্ত কে যে যত বেশী উপলব্ধি করেছে, যত বেশী আপন বলে' বুঝেছে, কলাস্রষ্টা হিসেবে সে তত বেশী সার্থকতা লাভ করেছে। প্রাতিভ শক্তির অধিকারী হয়েও যে এই সুক্ষ্মর সহজ সত্তাটুকুকে খোঁজে না, ভাবধারা যার দিক্- ভ্রষ্ট- পালছোঁড়া তরণীর মত, তার পক্ষে সার্থক শিল্পসৃষ্টি একেবারেই অসম্ভ। কারণ তার মানসদেহের দিক্ভ্রান্তি লেখায়-রেখায় প্রতিফলিত হয়ে এক অদ্ভূত কিম্ভুতকিমাকার বস্তুই সৃষ্টি ক'রে বসে।

-শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকার

ISBN 81-7252-160-X

AP

Ananda Marga Publications

অনুক্রমণিকা

অনুক্রমণিকা